দেলজান।

(অত্যাশ্চর্য্য রহস্যপূর্ণ নাটক।)

"সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি, মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদাঃ।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি, দোষমিচ্ছন্তি পামরা॥"

শ্রীমহাতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীকেদারনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

NEW MINERVA PRESS.
Printed by S. L. Munna.
86, Ahereetola Street, Calcutta.
1903.

ভক্তি।

বঙ্গনাট্যরত্নাকর পিতৃ-তুল্য গুরু শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় চরণোদ্দেশে নমস্কার করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।

শ্রীমহাতাপ—

কৃতজ্ঞতা।

বারেন্দ্রকুলভূষণ

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন মৈত্র জমীদার

মহাশয় সমীপেষু।

তালন্দ, রাজসাহী।

মহাশয়! আমি অতি ক্ষুদ্র হইলেও, আপনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। আপনার মত নাট্য ও কাব্যোৎসাহী অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিনয় ও নম্রতায় আপনি জমীদার কুলে ধন্য! বিশেষতঃ আমার অনুরোধক্রমে অতীত সিটি থিয়েটার কোম্পানীর অধ্যক্ষ বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তীকে বহু মূল্য নাট্যোপকরণ দান করিয়া আমায় সম্মানিত করিয়াছেন। যদিও সেই সকল বহু মূল্য দ্রব্যের অপব্যয় ঘটিয়াছে স্বীকার করি, তথাপি সে কৃতজ্ঞতা ভুলিবার নহে। কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির চিহ্ন স্বরূপ আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সম্পত্তি "দেলজান"কে আপনার পবিত্র করকমলে অর্পণ করিলাম। জানি না "দেলজান" আপনার নিকট সমাদর পাইবার উপযুক্ত কি না; ভরসা, আমার প্রতি আপনার অসীম স্নেহ।

কলিকাতা।
সন ১৩০৯ সাল।
তাং ২ চৈত্র।

আপনার স্নেহের
শ্রীমহাতাপচন্দ্র ঘোষ।

পুরুষ-চরিত্র।

খসরুশা	...	পারস্যের বাদসাহ।
আজেদবক্ত	...	ঐ প্রধান উজীর (জ্যোতিষী)।
বেজ্জাদ খাঁ	...	সৈনাধ্যক্ষ।
মহম্মদশা	...	বাদসাহের ভ্রাতুষ্পুত্র।
রহমন খাঁ	...	তুরস্ক দেশীয় সওদাগর।
স্বাদেক খাঁ	...	মহম্মদের ছদ্মবেশী বন্ধু (শত্রু প্রেরিত)
মামুদ	...	স্বাদেকের সংবাদ বাহী।
ছাস্তেম খাঁ	...	গুপ্তচর।
স্মাইল	...	কারা রক্ষক।
করিম্	...	রহমনের বালক ভৃত্য।

ওমরাইগণ, খোজাদ্বয়, প্রহরীগণ, দুত, সৈন্যগণ, মোল্লা, জনৈক লোক ইত্যাদি, ইত্যাদি।

স্ত্রী-চরিত্র।

দেলজান্	...	বাদসাহ কন্যা।
কুলজান্	...	আজেদবক্তের কন্যা।
রমজানী	...	কাফ্রী রমণী।
ডুকানিয়া	...	রহমনের বাঁদী।

সখিগণ, নাচনাওয়ালীগণ, তরফাওয়ালী ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রধান বক্তব্য।

আমি একা সকল দিক্ রক্ষা করিতে না পারায় প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে সামান্য সামান্য ত্রুটী ঘটিয়াছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ ও হিতৈষী বন্ধুবর্গের নিকট কায়মন বাক্যে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আশা করি সকলে আমায় ক্ষমা করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

প্রণেতা।

জয় নটনারায়ণ !!

দেলজান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(রাজ-উদ্যান।)

খসরুশা, পার্শ্বরক্ষক ও বেজাদ খাঁ।

খসরু। তোমায় ডাকিয়েছি কেন জান?

বেজাদ। গোলামের কোন কসুর হ'য়ে থাকবে; কিম্বা জাঁহাপনার কোন নূতন হুকুম তামিলের আদেশ হবে।

খসরু। তোমার শেষ কথাই সত্য। কিন্তু নূতন কিছুই নয়, অনেক দিনের পুরাতন কথা তোমায় ব'লবো। যখন বেগম মারা যান, তোমার মনে আছে?

বেজাদ। গোলামের স্মরণ আছে।

খসরু। সে কতদিন হ'লো?

বেজাদ। বোধ হয় বার তের বৎসর হবে।

খসরু। ঠিক তখন আমার কন্যা দেলজানের বয়স কত হবে জান?

বেজাদ। জানি পাঁচ বৎসর।

খসরু। তোমার মনে আছে দেখ্‌ছি। তারপর আমি আর বিবাহ করিনি জানত?

বেজাদ। গোলামের সবই স্মরণ আছে।

খসরু। বিবাহ করিনি কেন জান? বেগম বড় আমায় ভাল-বাস্‌তেন স্থধু সে জন্য নয়, বাদসাহের চক্ষের জল সেই একদিম প'ড়ে ছিল? কিন্তু এ জীবনে এক দিনও রাজার কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা ক'রেছি কি? রুমালে চোখ মুছে সিংহাসনে ব'সেছি। স্থধু সে জন্য নয়, আমার কনিষ্ঠ তার এক বৎসর পূর্ব্বে মারা যান, তুমি যে কাজে অধিষ্ঠিত তিনি তাই ছিলেন, তিনি রাজ্য রক্ষা ক'র্‌তেন; আমি পালন ক'র্ত্তেম। দুই ভায়ে একদিনের জন্য মনমালিন্য হয় নাই, আমি সিংহাসনে ব'স্‌তেম ব'লে তার মনে কথনও গৌরব ভিন্ন ইর্ষা ছিল না। শেষ আমারই কার্য্যে যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তিনি খোদার পায়ে মিশেছেন মুসলমানের ধর্ম্মই একমাত্র বীর্য্যবান্, তিনি সেই বীর্য্যবলে শত্রুর শবের উপর দেহ রেখে খোদার পদরেণু হ'য়েছেন। আমি ভ্রাতৃ-শোকে অধির হ'য়েও কথনও কর্ত্তব্য ভুলিনি তার সমাধি স্পর্শ ক'রে ঋণ পরিশোধের জন্য তার পুত্র মহম্মদকে পালিত পুত্র ব'লে স্বীকার ক'রেছিলাম। সেই জন্য আর দারপরিগ্রহ করি নাই।

বেজাদ। বাদসাহের মহত্ব অতুলনীয়।

খসরু। শোন, সেইজন্য এক মতলব মনে মনে বরাবর পুষে আস্‌ছি, মহম্মদের সঙ্গে দেলজানের বিবাহ দিয়ে, তাকে সিংহাসনে

বসিয়ে আমি মক্কায় যাব। এত দিনে তারা বয়স্থ হ'য়েছে তাই আনন্দ-সংবাদ তোমায় অগ্রে দিলুম। তারা শিশু, তুমি তাদের রক্ষক। কেন না আমার দেলজানের জননী স্নেহময়ী বেগম তোমার সহোদরা। সুতরাং তোমার স্নেহ দেলজানের সাহায্য ক'র্‌বে; শুধু বেগমের ভ্রাতা ব'লে আমি তোমায় সম্মান করছি মনে ক'রনা, আমি দশ বৎসর তোমার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এসেছি; তুমি কর্ত্তব্য পরায়ণ।

বেজাদ। গোলামকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, জাঁহাপনার অতুলনীয় মহত্ব।

খসরু। থাম। তুমি তো জান আমি বরাবর চাটুবাক্যের প্রতিকুল। বাদসার মহত্ব কিছুই নয়। বাদসাও কর্ত্তব্যের দাস, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি বাদসার তৃপ্তি ও শান্তির কারণ, তাই বাদসা যে যতটুকু সম্মানের পাত্র, তাকে ততটা সম্মান দিয়ে থাকেন।

বেজাদ। সাহানসা গোস্তাকি মাপ হয়, সাজাদী বিবাহে অসম্মতী জানিয়েছেন, চির-অনূঢ়া থাক্‌তে তাঁর বাসনা।

খসরু। জানি বৈ কি সেও সাজাদীর মহত্ব! বিবাহে নারাজ কেন জান? বালিকা, তার ভ্রম; বিবাহ ক'র্‌লে তার মনে হ'তে পারে, আমি কোন দূর দেশে কোন রাজপুত্রকে বিবাহ ক'র্‌তে আদেশ ক'র্‌বো। সেত জানে না যে তার স্বামী নিজ প্রাসাদে প্রতিপালিত হ'চ্ছে; তার মনে ভয় যে পাছে পিতার অদর্শনে এক দিনও তাকে থাকৃতে হয়। মাতৃহীনা শিশু, পিতার নিকটই পিতা ও মাতার উভয় স্নেহের দাবী করে। যখন শুন্‌বে বিবাহ ক'র্‌লে এ প্রাসাদ ত্যাগ ক'র্‌তে হবে না, তখন বুঝ্‌বে, তার কতখানি আহ্লাদ হবে! বালিকা যথার্থই পিতৃ পরায়ণা।

বেজাব। গোলামের আর একটি নিবেদন, কুমার দিবারাত্র আরাম-বাগে আমোদে লিপ্ত, রাজ কার্য্য শিক্ষায় মন সংযোগ করা উচিৎ।

খসরু। আমি তাও সংবাদ রাখি। কিন্তু তবু সিংহ শিশু, সে জন্য চিন্তা নাই, এখন এরা দুজনে বেহুই জানে না যে ভবিষ্যতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবে। কৌশলে এদের মনের অভিপ্রায় জ্ঞাত হ'য়ে অল্প দিনের মধ্যেই আমি দুজনের সাদি দেব। তুমি একবার উজীরকে ডাক; বৃদ্ধ গণনা শাস্ত্রে পণ্ডিত। দেখি গণনায় কি ফল্ দেলজানের অদৃষ্টে লিখেছে।

বেজাব। সেলাম।

[প্রস্থান।

খসরু। লোকে মনে করে যে, বাদসা হ'লেই বুঝি জীবন সার্থক হ'লো! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এর চেয়ে গোলামি আর কি হ'তে পারে! তক্তে বসা অবধি, এ পর্য্যন্ত একদিনও কি কার্য্যের অবসর আছে? খোদা! এই কোটি কোটি প্রজার ধন, জন, জীবন, মান রক্ষার জন্য রক্ষক নিযুক্ত ক'রে দিয়েছেন! এ গোলামীর কবে অবসর হবে! আল্লা! কত দিনে তোমার কাছে বদলি দেবে!

(আক্কেলবক্ত ও বেজাদের প্রবেশ।)

আক্কেল। আল্লা বাদসাহকে দীর্ঘ জীবন দান করুন্।

খসরু। তুমি গণনা ক'রে দেখ! সাজাদী দেলজানের অদৃষ্ট কিরূপে গঠিত! তোমার গণনার ফল যদি আমার কল্পনায় মিলিত হয়, লাক্ আসরফি তোমার পুরস্কার।

আজেদ। (অশ্রুপাত পূর্ব্বক) শাহান্‌সা! গোলামকে নির্ভয়ে ব'লতে হুকুম হোক্‌।

খসরু। বল কি দেখ্‌লে? তোমার কোন ভয় নাই! গণনার ফল অশুভ হ'লেও নির্ভয়ে বল!

আজেদ্‌। বাদসা, খোদাবন্দ! বড়ই কু-সংবাদ! মৃত্যু! সাজাদীর পরমায়ু অতি অল্প।

খসরু। বাস্‌! ফের গণনা কর; বিবাহ!

আজেদ্‌। (গণনা পূর্ব্বক) সাহান শা! সাহান শা! মাফ কি জিয়ে, সাজাদীর সাদী নাই; বিদেশী বণিকের প্রেমে নৈরাশ্যে জীবন ত্যাগ ক'র্‌বেন্‌।

খসরু। কি, কি, উজির! গণনা কি সত্য হয়? গণনা কি সত্য হয়? বল, সাজাদী অপঘাতে ম'র্‌বে না? অপঘাতে ম'র্‌বে না? সাজাদির সর্প দংশনও কি লেখা নাই? দেখ, ভাল ক'রে গণনা ক'রে দেখ, বোধ হয় ভয়ঙ্কর কাল সর্প তার পালঙ্কে অলক্ষিত থেকে তাকে নিদ্রিত অবস্থায় দংশন ক'র্‌বে। ছি ছি! ছি ছি! বাদসার দুহিতা বিদেশী বণিকের প্রেমে নৈরাশ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্‌বে? আমার মস্তিষ্ক চঞ্চল, বল, এই মাত্র সুখের কল্পনায় বিভোর হ'য়েছিলাম; না না, হয় গণনা মিথ্যা, নয়, কুটমন্ত্রণা বলে আমার কামনায় সকলে বিরক্ত ক'র্ত্তে চাও, আমি জানি তোমরা সকলে মহম্মদের উপর স্নেহ হীন! কিন্তু বাদসার চক্ষে ধূলি দিতে পার্‌বে না। একি সম্ভব! একি সম্ভব! পারস্যের বাদসার অন্তঃপুর-চারিণী পর্দ্দানসিন্‌ কথনও সামান্য বিদেশী বণিকের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হবে! ঝুটা বাত।

আজেদ্। সাহান সা! বৃদ্ধ হ'য়েছি, মিথ্যা কথার সময় নয়, গণনা মিথ্যা নয়।

খস্রু। ভাল গণনা কর, যুবরাজ মহম্মদের সঙ্গে তবে কার সাদি হবে, কে এই বিশাল সাম্রাজ্যের বাদসাহ হবে। তোমার চাতুরি এখনি বোঝা যাবে।

আজেদ্। (গণনা) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সাহান সা! খোদার দোহাই, কুক্ষণে গণনা ক'র্‌তে আনিয়েছেন; বৃদ্ধ বয়সে মিথ্যা ব'ল্‌বো না, আমার জান্ নিন, খোদা! খোদা! আর অল্প দিন! কয় দিনের জন্য পাপে ডুবিও না, খোদাবন্দ! বাদসা! গণনা মিথ্যা নয়; মহম্মদ সাহের সঙ্গে আমার কন্যা ফুলজানির সাদি হবে; এক বৎসরের ফলাফল গণনা ক'রেছি, একটিও মিথ্যা নয়; এই বৎসরেই সাজাদির মৃত্যু ও মহম্মদসার সাদী।

খস্রু। হুঁ, কৈ হ্যায় রে।

(চারিজন অস্ত্রধারির প্রবেশ।)

ইস্কে বাঁধকো পেঁড়মে লট্‌কাও, আউর নিচুসে আগ্ জ্বালাও, জিউ উপাড়কে কুত্তাসে খেলাও! বদ্‌মাস, আমি জানি, মিথ্যা গণনায় আমায় ভয় দেখাবে। আমি মহম্মদের সঙ্গে তোমার কন্যার সাদী দেব? বাদসাকে ভয় দেখানা!

বেজাদ। জাঁহাপনা গোলামের একটী কথা।
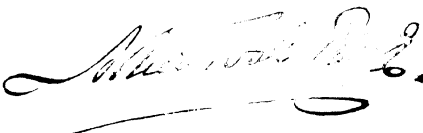
খসরু। তোমার আবার কি কথা, তোমার পুত্রের সহিত ফুল-জানের বিবাহ দেবো নাকি? বল, বল, কি চক্রান্ত ক'রে মহম্মদকে সিংহাসনে বঞ্চিত কর্‌বার মতলব এঁটেছ, কিন্তু জেন, সকলে বাদসাহের মত বদলাতে পার্‌বে না, এ কথা স্থির।

আজেদ। জাঁহাপনা তরবারি নিন্, আমার স্কন্ধে বসান্, আমার প্রাণ নিয়ে বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যাবাদী নয়।

বেজাদ। সাহান সা! একটী মাত্র নিবেদন, বৃদ্ধ আপনার পিতার নিয়োজিত, অকস্মাৎ প্রাণ বধের আজ্ঞা দেবেন না, আপাততঃ কারাগারে রাখুন, এই মিনতিটী রাখুন, এক বৎসরের গণনার ফল পরীক্ষা করুন।

খসরু। উপদেশ! বেশ, তাই হোক্; যাও, দুরাচারকে কারাগারে রেখে এস। কেহই যেন এর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে না পায়। তোমার কথাই রাখ্‌ব, দেখি বৎসরের ফলাফল সত্য কি না! বৎসরের শেষ দিন অবধি পাপিষ্ঠের জীবন কারাগারে পালিত হোক্। জ্বালা, জ্বালা, বাদসার যন্ত্রণায় মস্তিষ্ক চঞ্চল, উজির! উজির! তোমার মনে হ'চ্ছে বাদসা অবিচার করলে। যদি গণনা সত্য হয়, বাদসার মুকুট পায়ে রেখে তোমায় নিকট মার্জ্জনা চাইব। না না, গণনা যদি সত্য হয়, বাদসার মস্তক পদাঘাতে চূর্ণ ক'রো আমি সইব; নইলে বাদসার বিচারের হিসাব খোদা শুনবেন না।

[একদিকে বাদসা ও পার্শ্ব রক্ষকগণ, অপরদিকে সকলের প্রস্থান।

D-11

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান সংলগ্ন কক্ষ।

মহম্মদ সা ও স্বাদেক।

মহম্মদ। কৈ তোমার রমজান বিবি কোথায়? কেবল ফাঁকি! দেখ বন্ধু! আমার সঙ্গে ফেরাবি ক'রো না। এত মেয়ে মানুষত আরাম বাগে নিয়ে এলে, আমি কি কারুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রেছি? জানত আমি কেবল ফুর্ত্তি চাই; দুনিয়ায় আমোদ যে না করে, সে বড়ই ঠকে যায়। আমি মনে করি কি জান দোস্ত! পৃথিবীতে দিবা রাত্র আমোদ চবে, যেথায় সেথায়, নাচে গানে একেবারে ধূল উড়ে যাবে। কিন্তু দোস্! তুমি যে নাচনওলিকে আমার গায়ের উপর ঠেলে ফেলে দেবে, তা আমি চাই না। একটু তফাৎ তফাৎ ভাল, জানত, বেশী ঘনিষ্ঠতা হ'লে বিশিয়ে যায়, সব কাজেরই আলগোছ ভাল। তোমার ত তা নয়, মেয়ে মানুষ ভিড়িয়ে দিয়ে দেখবে, আমি কি করি; তা ভেব না, ও বেটীদের আঙ্গুলটী আমার গায়ে লাগলে যতই কেন নেশা হোক্ না, তড়াক্ ক'রে ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

স্বাদেক। সবই বুঝি আমার দোষ, আর সে দিন যে বসোরার নাচনাওলি এসেছিল, সেই যাকে ধুতরা দিয়ে সিরাজি দিতে বললেন, বেটী যখন মাতাল হ'য়ে চিৎপাত হ'য়ে পড়লো,

তুমিই ত দোস্ত তুলি দিয়ে তার গোঁপ এঁকে দিলে? বল, তাও আমার দোষ?

মহম্মদ। তাইতো তোমায় বল্লুম্, আলগোছে যা হয় তাতে আমি রাজি আছি। তুলি না দিয়ে যদি আঙুল ঠেকাতুম, তুমি ব'লতে পারতে। কিন্তু ভাই সে দিন ভারি আমোদ হ'য়ে গিয়েছে, বেটা কিন্তু কিছুই টের পায় নি; যখন বাড়ী যাবার জন্য বিদায় নিতে এলো, কি খাপসুরত মূর্ত্তিই খুলে ছিল! তবু আসতেই বল্লুম্, মিয়া সাহেব! মেজাজ সরিফ? বেটা মনে করলে, বেশী নেশা হ'য়েছিল ব'লে ঠাট্টা করলুম।

যাবেক। আমার তারিফ দেওয়া উচিত; আমি যদি সব ঘরে চাবি দিয়ে না রাখতুম্, বেটা একটা ঘরে ঢুকলেই আয়নায় দেখতে পেতো এক জোড়া গোঁফ তার মুখ জোড়া হ'য়ে ব'সে আছে; কিন্তু দোস্ত! বেটা ঘুমের ঘোরে চোক রগড়েছিলত, কৈ একটুও ত উঠেনি।

মহম্মদ। যে রং দিয়েছি তার বাবার সাধ্য কি যে উঠায়। জল দিয়ে ধুলেও উঠবে না। দেখ ইয়ার! আমি বেটাকে কিছু বলতুম না, সে দিন সরাপ খেতে না খেতেই, যেন কত নেশা হ'য়েছে; আমায় নজরা মারতে লাগল, মনে করলে যেন আমায় পটিয়ে নিলে আর কি! আমিত আর হেঁসে বাঁচি না। গান গাইতে গাইতে এমনি চোখ ঘোরাচ্ছিল, যেন চোকটাকে আঁকসী ক'রে গাছ থেকে কুল পাড়ছে, তাতেও আমি চটিনি; শেষে বেটী বাড়াবাড়ী আরম্ভ করলে, গায়ে চলে পড়তে চায়, তাই ভাঙ্গ সিরাজি এক সঙ্গে খাইয়ে দিলুম। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে যখন আয়নায় মুখ দেখবে,

ভারী খুসি হবে। তা যাক্, কৈ তোমার রসনাগরী রমজানি কোথায়? তুমি বল্‌লে যে, সে আপনি আস্‌বে, আমি তখনই তোমায় বল্লেম তো মেয়ে মানুষ কখনও আপনি আসে?

খাদেক। সে নিশ্চয় আস্‌বে। আমি যখন তোমার ভাব জানালুম, বেটী বত্রিশ পাটী দাঁত ছিরকুটে হাস্‌তে লাগলো। আমি বেটীকে জানি. বেটী ভারি আমুদে, চেহারা তোমার ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু দুশো মজা দেবে; এখন তোমায় ভাল লাগলে হয়।

মহম্মদ। আমি তো তোমায় ব'লেছি, যে বাবা আমোদ দিতে পারে তাকেই আন; তোমরা তো তা নয়, তুমি কেবল আমায় মিথ্যা কথা বল্‌বে, বলনা, এত তো মেয়ে মানুষ আন্‌লে, আমার মন ভোলাতে পার্‌লে? ধ'রে বেঁধে যদি পিরীত হ'ত তো ভাবনা ছিল না, দেখি এবার কোন অপ্সরী হাজির কর।

খাদেক। তোমার ভাই কিছুতে মন পেলেম না, তোমার জন্যে দেখছি এবার মুল্লুক ছেড়ে দোসরা মুল্লুকে গিয়ে খুজতে হবে।

মহম্মদ। সেত তোমার কাছে কিরে খেয়েছি; যে, যদি যথার্থ মন হরণ করাতে পার, আমি তোমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব, তুমি যখন যা বল্‌বে তাই কর্‌ব, তাতো তোমার নয়, তুমি খোসা-মুদির ঢংয়ে থাবে, আমি তোমায় কতবার সাবধান ক'রে দিয়েছি, বড় লোকের বন্ধু মেলে না সত্য, কি যদি মেলে, সে নিজের পরকাল নিজে খেয়ে খোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে ঘরে ফিরে যায়। যখন এসে জোটে, মনে করে বেটাত নিরেট, যা পাই যথা লাভ। আরে নির্ব্বোধ, তা কখন হয়? যে যথার্থ দাতা আমুদে, সে কি কখনও খরচ ক'রেছি ব'লে আক্ষে-

করে। যে আক্ষেপ করে, সে আমুদেও নয়, দাতাও নয়। তুমি আমায় আমোদ দেবে, আমি তোমায় তার দাম দেব; আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ী কর্‌তে পারবে না। মেয়ে মানুষ আন ক্ষতি নাই; কিন্তু বাক্য জড়াতে পার্‌বে না। সরাপ, ইয়ার, মেয়ে মানুষ যে, এক ক'রেছে, সেই ম'রেছে, খোসামুদের স্বভাব কি জান, তোমায় একটা গল্প বলি শোন। এক দেশে এক ফৌজদার গিয়েছিলেন, তিনি যে গ্রামে বাস করতেন, সেখানে ভদ্র বা মধ্যবিৎ লোক কেউ ছিল না, সকলেই গরীব কৃষক। ফৌজদারের একটী ছেলে ছিল, সঙ্গ ছাড়া ছেলে কি ক'রে থাকে, তাই দুটো চাষার ছেলেকে সাজিয়ে গুছিয়ে ছেলের খেলুড়ে ক'রে দিয়েছিল। ফৌজদারের ছেলে যা খায়, যা পরে, তারাও তাই খায় তাই পরে। ক্রমে তিন জনে এত বন্ধুত্ব হ'ল যে, এ ওকে না দেখলে থাক্‌তে পার্‌তো না; ক্রমে বয়স হ'ল, জানত যৌবন সময়ে তুফান বয়, বড় আমোদ, কেউ ধরতে পার্‌তো না যে, তিনজনের মধ্যে কোন্‌টী ফৌজদারের ছেলে। তার পর একদিন সেই ছেলেটা আড়াল থেকে শুন্‌ছে যে, চাষার ছেলে দুবেটা পরামর্শ করছে, যে ভাই ফৌজদার ত আমাদের ছেলের মতনই দেখে, আয়না কেন ভাই! ওকে কোন পাহাড়ের গর্ত্তে পাথর চাপা দিয়ে রাখি, তার পর এসে বল্‌ব যে, তাকে বাঘে নিয়ে গেছে। ছেলের শোকে পাগল হ'য়ে, বুড়ো আমাদের বিষয় আশয় লেখা পড়া ক'রে দেবে; কেন না, আমরা দেখেছি, ছেলের চেয়েও আমাদের এক চুল কম ভাবে না। ফৌজদারের ছেলেটা এই কথা শুনে বাপকে বলে দিলে, শেষ ফৌজদার

তাদের দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে লাভের মধ্যে হ'ল কি, অন্যান্য চাষারা চাষ করে খেত,এ বেটারা সে কাজেও অসমর্থ। বান্দরের মত মানুষ হ'য়ে এসেছে, শেষ কষ্টে নাজেহাল হ'তে লাগল। একদিন ফৌজদারের ছেলেটা ঘোড়ায় চ'ড়ে যাচ্ছে, দেখে সে বুড়েটা কাস্তে নিয়ে মাঠে গমের শিস ছাঁটিছে, তারা তাকে দেখে, মাথা হেঁট ক'রে রইল। ছেলেটা বল্লে, বন্ধু! তোমরা আমার প্রাণ নিতে চেয়েছিলে বিষয়ের লোভে, আর আমি যে এত তোমাদের ভালবাসতুম্ কিসের জন্য বল দেখি? তা তারা কিছু বল্‌তে পার্লে না, চুপ ক'রে রইল। তাই বলছি, দোস্ত! তুমি সে রাস্তায় পা দিও না। তক্তের একটা সম্মান আছে জানত? তাতে বসেও যেন তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে পারি এমনটি কর।

আলেক। তুমি বন্ধু আমায় অবিশ্বাস কর কেন? আমি কি কখনও তোমার অবিশ্বাসের কাজ ক'রেছি?

মহম্মদ। না তা কর নি। ক'র্লে তোমায় এত কথা ব'লতুম না; আমি তোমায় চাই, তাই সাবধান ক'রে তৈয়ারী ক'রে নিচ্ছি। তা ব'লে তুমি চট্‌তে পাবে না; তুমিত জান ইয়ার? আমি স্পষ্ট বাদী, আমি মনের কথা লুকিয়ে রাখ্‌তে পারি না। কি জান, বাদসা তোফা আরাম বাগে স্থান ক'রে নিয়েছেন, মাস-হারা আছে, আমোদ ক'র্‌ছি বেশ আছি। কিন্তু কাল যখন তক্তে ব'স্‌বো, তখন একটি আস্‌রফি যখন খরচ ক'র্‌তে যাব, মনে হবে কি জান, কোন দরিদ্র প্রজা আপনার আস্‌বাব বেচে এই মুদ্রা খাজনা দিয়েছে, এ টাকা আমার নয়, আমি তাদের ভাণ্ডারী বা রক্ষক, তারা চাঁদা ক'রে আমার মাহিনা, দেশ

ও তাদের কুটীর রক্ষার জন্য এই টাকা জমা রেখেছে। তারা বোকা নয়. এই টাকার ব্যয় অপব্যয়ের হিসাব নিকাশের জন্য তারা খোদাকে হিসাবদার ক'রে রেখেছে; তাই ব'লছি বিন্ধু তখন যদি আবার অপব্যয় ক'রতে না পারি, আর তুমি সরে দাঁড়াও আমার মনে ভারি কষ্ট হবে। সিংহাসনের খাতিরে আমি তোমার পায়ে ধ'রতে যেতে পারব না, এই জন্য, বুঝলে ইয়ার! ঐ দেখ চিঠি নিয়ে একজন সোয়ার এ দিকে আসছে; বোধ হয় বাদসার তলব্! দেখ বাবা, রমজান বিবির আমোদের রাহাজানি না হয়; কি খবর?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। বহুত বহুত সেলাম সাহাজাদা, বাদসাহের জরুরী চিঠি।

(পত্র প্রদান।)

মহম্মদ। দাও; (পত্র লইয়া পাঠ) শোন সাদেক! বাদসা দেখা ক'রতে আদেশ ক'রেছেন। ব'লুম যে বাবা রমজান বিবি আমার বরাতে নাই; তুমি কিছুক্ষণ ব'স, আর যদি তোমার রমজানি পরিটী আসে, ডানা দুটো বেঁধে রেখো, যেন আমি আস্‌বার আগে উড়িয়ে দিও না, এখন আমি আসি।

[প্রহরী ও মহম্মদের প্রস্থান।

সাদেক। বেটা মিষ্টি মিষ্টি ক'রে বেড়ে দু-কথা শুনিয়ে দেয়। রোস্ বেটা, তোমায় কাবু ক'রবই ক'রব। তুমি মনে কর আমি ভারি ফাজিল, আমার উপরওলা কেউ নাই, আর এই যে রমজানি বেটী দেরি ক'রলে, নইলে নাক কেটে ছেড়ে দিতুম, বেটা মনে করে আমি ওর মেয়ে মানুষ জোটাবার জন্য জুটেছি, থাক বাবা,

টের পাবে, আমার কাজ না থাক্‌লে কি আর তোমার গোলামি ক'রতে ঢুকেছি, দেখি এ বেটী আবার পেছল কেন, ও বেটা আস্‌বার আগে বেটীকে এগিয়ে রাখি, বেটীকে এত শিখিয়ে পড়িয়ে রাখ্‌লুম, কোন কর্ম্মের নয়, দেখি নাগরী আবার কোথায় গেলেন।

[প্রস্থান।

তৃতীয়-দৃশ্য।

গোলাপ বাগ।

(দেলজান ও সখীগণ।)

গীত।

ঐ দেখ ফুলে ফুলে কথা কয়।
কাঁপছে পাতা হাস্‌ছে লতা মলয় বাতাস বয়॥
সৌরভে প্রাণ আমোদ করে,
ছড়ায় সুবাস চারিধারে,
দেখ পড়ে ঢলে হেলে দুলে, চুপি চুপি চুম খায়;
ঐ পাতার পাশে ফুলটী হাসে,
যেন ঘোম্‌টা তুলে রয়॥

১ম সখি। সাজাদি! তোমার কি পুরুষের উপর রাগ গেল না।

দেলজান। কেন সখি! রাগ কিসে দেখ্‌লে। আমি কি পুরুষের

উপর রাগ কখনও ক'রেছি? আমার রাগ কিসে হবে; রাগ কার হয় জান, যে অনুরাগিনী। আমি অধুরাগিনী নই, কাজেই আমার রাগও নাই।

১ম সখি। আচ্ছা সাজাদি! তুমি কি মনে ক'রেছ, তুমি চিরকাল অনূঢ়া থাক্‌বে, কখনই সাদী কর্‌বে না?

দেলজান। না, আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি সাদী কর্‌ব না, খোদা আমার এ কামনা নিশ্চয় সফল কর্‌বেন। পিতার স্নেহ,তোমাদের ভালবাসায় বিচ্ছিন্ন কর্‌তে যে আস্‌বে, সে ত শত্রু; জানি না কেন স্ত্রীলোক ইচ্ছা ক'রে, গলায় ফাঁসি লাগায়; আমি বেশ আছি, কৈ আমার ত মনে কোন অভাব হয় না।

১ম সখি। কিন্তু যদি বাদসা আজ্ঞা করেন? তুমি পিতৃ-পরায়ণা, তুমি কি তাঁর আজ্ঞা অবহেলা কর্‌বে?

দেলজান। তাঁর হুকুমের আগেই তাঁর পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাইব। তিনি দয়াময়, আমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। আমায় তিনি ভালবাসেন, স্নেহ করেন, সে ভালবাসা অন্তরাল কর্‌বেন না, আমি বাদসাকে জানি।

১ম সখি। কি জানি সাজাদি, তোমার কামনা কি রকম। আমি ত জানি স্ত্রীলোক পুরুষের সেবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে। তুমি ভালবাসায় পড়নি, তাই পুরুষের প্রতি তোমার ঘৃণা। যদি ঈশ্বর নিয়োজিত পুরুষ তোমার চক্ষের সাম্‌নে কখনও পড়ে, তুমি বুঝতে পার্ব্বে।

সখিগণ। গীত।

আমরি রাজকুমারী ধন্য তোমার পন।
তুমি পুরুষ পরেশ চিন্‌লে না কর্‌লে অযতন॥

তোমার যৌবনেতে বাণ ডেকেছে সই,
ভাসিয়ে দুকুল ভরা নদী ওথ্‌লাতে চায় ঐ,
ছিছি কেমন তুমি কে জানে সই,
কেমন তোমার মন ;
তোমার জোয়ার গাঙ্গে পড়বে ভাঁটা,
বুঝবে তা তখন ॥

দেলজান্‌। হয় তোমরা পাগল! নয় এত দিনেও আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পারনি।

দেলজান্‌। গীত।

তোরা আমারে বুঝিলিনা।
বুঝি চিনেও চিনিলি না ;
(ওরে) কি ভাবনা ভাবি আমি সে ভাব
ভাবিলি না।
(ওলো) সে ভাব ভাবিলি না ॥
(আমি) কেন যে জীবন এ ভাবে কাটাই,
কারে বা কি বলি, কেবা বোঝে তাই,
কি শেখা শিখেছি আমি, সে শেখা শিখিলি না।

দেলজান্‌। শোন আমি পণ ক'রেছি, কেন জান! পিতার স্নেহ তোমাদের অকৃত্রিম ভালবাসা ঈশ্বর আরাধনাতেও ভুলতে পারিনি। এ বাঁধন একজন অপরিচিত জোর ক'রে খুলে

দেবে! আর তার পায়ের সঙ্গে আমার হাত দুখানি বেঁধে রাখ্‌বে, তা কখনই হবে না।

১ম সখি। সখি! শাজাদি! তুমি ভালবাসনি তাই ও কথা ব'লছ, ভালবাসা বড়ই চতুর, বড়ই স্বার্থপর, গোপনে গোপনে এসে, গোপনে গোপনে তোমায় পাগল ক'রে দেবে। তুমি উন্মাদ হ'য়ে তার জন্য ঘুরে বেড়াবে। সে না চাইলেও তুমি তার পায়ে ধ'রে সাধবে। তখন আমাদের ভালবাসা সে স্রোতে তৃণের মত ভেসে যাবে। তখন মনে হবে, এই বুঝি স্বর্গের সুবর্ণ দ্বার! এই বুঝি সোণার সুষমা।

মেলজান্। শোন সখি!

ভালবাসা বুঝি বা কেমন!
কেন যেচে দাসি হয় বিকাইতে প্রাণ?
পিতৃ-স্নেহে ভরা আছে এ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু!
তোমাদের হাসি ভালবাসি চিরদিন।
যদি কেহ আসি ভালবাসা জানায়ে সজনি
তুলে লয় কুসুম কলিকা;
অতিব যতনে হৃদয়ে ধরিয়া রাখে!
ভাব কি স্বজনি, ব্যথা তার লাগে না পরাণে?
হ'তে বৃন্তচ্যুত, বল সখি কার হয় সাধ?
নিশ্চয় শুখায়ে যাবে।
তাই সই ভাবি মনে মনে,
পুরুষের দাসী আমি হব না জীবনে।

(বাদসার প্রবেশ।)

[সখীগণের কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

খস্রু। দেলজান্!

দেল। পিতা!

খস্রু। দেলজান্! তুমি কি জান! অপত্যস্নেহ কাকে অব্যাহতি দিয়েছে? বালিকা! স্নেহময়ী বালিকা! তুমি কি জান! পিতার নিকট সন্তানের মৃত্যু আশঙ্কা কি তীব্র? জান? না, জান না! তোমার মুখে যাতনার চিহ্নমাত্র আস্‌তে পারে না।

দেল। পিতা! বাদসার মনে কি অশুভ কল্পনা আস্‌তে পারে? তোমার আদরে আদরীনি দেলজান কি কোন অপরাধিনী?

খস্রু। অপরাধিনি তুমি! না দেলজান! তুমি অপরাধিনি নও! স্বর্গীয়া বেগমের পবিত্র হাসি আমি তোমার মুখেই দেখ্‌তে পাই! তুমি নির্ম্মল জ্যোৎস্না! বালিকা! জান না, যাতনার কি কঠোর তাড়নায় অস্থির হ'য়ে এসেছি। তা তুমি বুঝ্‌তে পারনি, কেন তোমার পিতা তক্ত ছেড়ে তোমায় সুসংবাদ দিতে এসেছে! কি সুসংবাদ জান? মৃত্যু!!

দেল। মৃত্যু! কার মৃত্যু?

খস্রু। পিতার সম্মুখে কন্যার মৃত্যু! ঘৃণিত মৃত্যু!! শোন, তোমার মাতা স্বর্গীয়া বেগমের মৃত্যুতেও আমার তক্ত ছেড়ে আস্‌তে হয় নি! এত তীব্র যাতনা বাদসা জীবনে কখন অনুভব করেনি! দেলজান্!

দেল। পিতা!

খস্রু। তুমি কোন মহাবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছ জান!

দেল। জানি, সে মর্য্যাদা দেলজানের অবিদিত নাই।

খস্রু। আমি তোমার অদৃষ্ট গণনা করিয়ে ছিলুম; তার ফল কি জান? শোন—"এক বৎসর মধ্যে তোমার মৃত্যু হবে, তোমার

বিবাহ নাই, তুমি বিদেশী বণিকের প্রণয়ে আবদ্ধা হ'য়ে, তারই প্রণয়ে নৈরাশ হ'য়ে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্‌বে। বল! এ শুভ সংবাদ, পিতার মনে কি আনন্দ ঢেলে দিয়েছে? খস্‌রুসার কন্যা বিদেশী বণিকের প্রণয়কাঙ্ক্ষিণী হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে, এ হ'তে তীব্র যন্ত্রণা আর কি আছে? তোমার মৃত্যু সংবাদ শুধু যদি আমি পেতেম, বোধ হয় এত যন্ত্রণা হ'ত না। কিন্তু বাদসার কন্যা একজন সামান্য বণিকের অঙ্কিনি হবার জন্যে নৈরাশ্যে জীবন ত্যাগ ক'র্‌বে, এ সমাচারে বাদসার প্রাণে শেল বিদ্ধ হয় কি না? ছি ছি ছি ছি এর চেয়ে যদি বাদসার জীবন নাশ হ'তো তাতে বাদসা কাতর ছিল না।

দেল। শাহানশা, বাদসা, পিতা! আমি বাদসার সম্মান জানি, নিজের সম্মান জানি। আমি বিবাহ ক'র্‌ব না, মনে মনে অনেক দিন স্থির ক'রেছি। আরও প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে কোন পুরুষের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হব না! প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হওয়া দূরে থাক্, আমি মুখ দর্শনে ঘৃণা বোধ করি। বাদসা! পিতার স্নেহ ত্যাগ ক'রে ম'র্‌তেও আমার ক্ষোভ নাই; যদি বৎসরান্তে মৃত্যুই আমার অদৃষ্ট লিখন হয়, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে ম'র্‌তে পার্‌ব; তবু বাদসাহ নন্দিনী হ'য়ে ছিছি মুখে আন্‌তে ঘৃণা করে, আমি মতিহীনা কখনই হব না।

খস্‌রু। তোমার উপযুক্ত কথা! গণনা যদি সত্য হয়? তুমি গণনা বিশ্বাস কর?

দেল। আপনি যদি আমায় বিশ্বাস ক'র্‌তে বলেন আমি বিশ্বাস ক'র্‌বো। কিন্তু পিতা, যা মনের অনুসন্ধানেও পাই না তা কি ক'রে বিশ্বাস করি আমায় ব'লেদিন?

D-23

খস্রু। দেলজান্! জানি না গণনা সত্য কি না! সত্য না হ'লেও হ'তে পারে! ঈশ্বর তাই করুন, গণনা মিথ্যা হোক্। কিন্তু শোন দেলজান্! আমার মন সংশয় দোলায় দুলিত! আমার বোধ হয়, আমি অপত্যস্নেহে বংশ মর্য্যাদায় অন্ধ হ'য়ে গণনায় অবিশ্বাস ক'র্‌ছি! সন্দেহের তাড়নায় অস্থির হ'য়ে আমিই কল্পনায় সৃজন ক'র্‌ছি! শোন! আমি তোমার জন্য এই আরাম বাগ স্থির ক'রেছি; এই এক বৎসর কুসুম উদ্যানে বন্দিনী থাকতে, আপন পিতাকে সন্দেহে মুক্তি দিতে বোধ হয় বাদসার কন্যার মনে কষ্টের চিহ্নমাত্র উদয় হবে না।

দেল। আপনি বাদসা! পিতা! আপনার আজ্ঞা আমার ঈশ্বর বাক্য! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য! পিতা তাই করুন! আপনিই আমার ঈশ্বর! এক মনে পিতার চরণ ধ্যান ভিন্ন, আমার অন্য বাসনা নাই। আপনার যা ইচ্ছা, তাই করুন; যেরূপ পরীক্ষা হয় তাই করুন! আমি কিছুমাত্র বিচলিত হব না! কেবল আজ্ঞা মাত্র করুন! কেন, কখন প্রশ্ন ক'র্‌বো না! কি জন্য তা কখন আমার মুখ থেকে শুনতে পাবেন্ না। আজ্ঞা করুন! আজ্ঞায় আমি অগ্নিগুণে-পুড়তে পারি! সাগরে ডুবতে পারি! সাহানসা, পিতা, বাদসা! দেলজান মিথ্যা বাদিনী নয়, দেলজান আপনার দুহিতা।

খস্রু। দেলজান! তোমার উপযুক্ত কথা! কিন্তু শোন! এই গোলাপ বাগে কোন পুরুষ কি স্ত্রীলোক কেহই প্রবেশ ক'র্‌তে পাবে না। কেবলমাত্র তোমার সঙ্গিনীদের নিয়ে তুমিই অবস্থান ক'র্‌বে; আর বৃদ্ধ মোল্লা তোমায় কোরান-পাঠ শুনিয়ে

যাবে মাত্র। আমার নিদর্শন এই হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় ভিন্ন কেহ এ উদ্যানে প্রবেশ ক'র্‌লে তার শিরচ্ছেদ হবে।

দেল। তাই হোক্, আপনার বাসনা কার্য্যে পরিণত হোক্। কিন্তু একটী নিবেদন! পিতার অদর্শন সহ্য ক'র্‌তে আদেশ ক'র্‌বেন না; আমার আর অন্য প্রার্থনা নাই।

খস্‌রু। মা! তোমার মত কন্যা খস্‌রুসার তক্তের চেয়েও মূল্যবান! তোমার কামনা পূর্ণ হবে। ঈশ্বর তোমার পরমায়ু দিন, তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ কর।

[প্রস্থান।

দেল। (স্বগতঃ) দেলজান! সব শুন্‌লে?

"শুন্‌লুম!"

এখন তোমার কি কথা? তুমি কি ক'র্‌বে?

"কিছু না! যেমন আদেশ তেম্‌নি ক'র্‌বো!"

যদি তোমার মৃত্যু হয়?

"হোলেই বা ক্ষতি কি? কে কয় দিনের জন্য দুনিয়া এসেছে?"

যদি গণনা সত্য হয়?

সে বিবেচনা কর্‌বার দেলজানের অধিকার নাই! দেলজান বাদসার আজ্ঞার দাসী, যতটুকু অনুমতি, দেলজান ততটুকু চিন্তা ক'র্‌বে! বাস্, আর কোন কথা নাই!

(সখিগণের প্রবেশ।)

১ম সখি। সাজাদী!

দেল। শোন সখি অদৃষ্ট কাহিনী!
গণনায় জেনেছেন পিতা আয়ুহীনা আমি!
বিধির বিধানে পরিণয় না হবে আমার।

পণ্য ব্যবসায়ী এক সামান্য বিদেশী ;
তার প্রেমে নৈরাশ্যে জীবন দিব বিসর্জ্জন।
বৎসরান্তে আয়ু হবে শেষ।
অদ্যাবধি বন্দিনী আমরা পিতার আদেশে ;
রাজ নিদর্শন বিনা কেহ নাহি পশিবে হেথায়।
যদি ভ্রমবশে কেহ আসে ;
প্রাণদণ্ড বিধান পিতার।
এ আদেশ গণনার পরীক্ষার হেতু।

২য় সখি। অতি আশ্চর্য্য সংবাদ !

দেল। নহে আশ্চর্য্য কিছুই !

১ম সখি। সত্য কি গণনা ?

দেল। সত্য মিথ্যা ঈশ্বরের প্রয়োজন।
পরীক্ষার ফল
পরীক্ষাকারক করে অন্বেষণ।
চল, আজ্ঞা করিব পালন,
বিবেচনার নাহি প্রয়োজন ;
অদৃষ্টে পশিবে পাপ।
চল, প্রার্থনার হইল সময়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ-দৃশ্য।

রাজ-কক্ষ।

খস্রুসা ও মহম্মদসার প্রবেশ।

খস্রু। আমি তোমার পিতার সমাধি স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তোমাকে তক্তে বসাব। কিন্তু শোন, কোন ওমরাহ্ তাতে সন্তুষ্ট নয়, আমি বেশ বুঝ্তে পারি। কেন জান? তুমি দিবা রাত্র আমোদ আহ্লাদে লিপ্ত, এই জন্য। সে তাদের ভ্রম। কেন না তারা জানে না, আমার অনুমতিতে তুমি আরাম বাগে আমোদে লিপ্ত থাক। আমার উদ্দেশ্য আমি দেলজানের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে মক্কায় যাব। কিন্তু আমি কাল বৃদ্ধ আজে-দের গণনার ফলে জেনেছি, আমার বাসনা পূর্ণ হবে না। দেল-জান আয়ুহীনা! এই বৎসরেই তার মৃত্যু হবে! আমার সন্দেহ, মিথ্যা গণনায় আমায় প্রতারিত ক'রেছে; কারণ সকলেই তোমার বিরোধি।

মহম্মদ। স্বামিন্! অনুমতি করুন, আমি কি আদেশ প্রতিপালন করবো।

খসরু। এই নিদর্শন লও, মধ্যে মধ্যে তোমার ভগ্নী দেলজানের সংবাদ রাখবে। নিদর্শন ব্যতীত কেহ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, আমার হুকুম। শোন, এক বৎসরের ফলাফল পরীক্ষার জন্য, আমি বৃদ্ধ আজেদকে কারাবদ্ধ ক'রেছি। তুমি

এই এক বৎসর অন্য কোন কামিনীর ছলনায় অভিভূত হ’ও না। আমি তোমায় আরাম বাগে রেখেছি কেন জান? প্রলোভনে বেষ্টিত ব্যক্তি যদি প্রলোভিত না হয়, সে দেবতা। স্বর্ণ বর্ণ হেতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অঙ্গার হবার জন্য নয়। আমার উপদেশ তুমি হৃদয়ঙ্গম করবে, খোদা তোমায় তক্তের সম্মান শিক্ষা দেবেন। যাও, আবার সংবাদে সাক্ষাৎ ক’রো।

[মহম্মদ সার প্রস্থান।

কেন গনণায় অবিশ্বাস কর্‌ছি কে জানে! কিন্তু মন যেন ব’লছে সত্য! যদি সত্য হয়, নিষ্ঠুর বাদসাকে মর্ম্মে মর্ম্মে শিক্ষা দেবে। আচ্ছা, বাদসা হ’লে কি স্নেহ মমতা শূন্য হ’তে হয়? বাদসাহের কঠোর নিয়ম কি অপত্য মমতা কে অতিক্রম করতে পারে? দেলজান নির্ম্মল, সে নির্ম্মলতায় কি কলঙ্ক স্পর্শ করবে ব’লে অনুমান হয়! এত নীচ প্রবৃত্তি কি দেলজানের উপাস্য হ’তে পারে? না, সে দেবী প্রতিমাকে শয়তান আশ্রয় করবে না। সে শুভ্র জোৎস্না বিকাশিত নির্ম্মল আকাশে বজ্রাঘাত অসম্ভব; সমস্তই প্রতারণা। মহম্মদের উপর ওমরাহদের বিদ্বেষই এ ষড়যন্ত্রের মূল। যৌবন সীমায় পদার্পণ করে অবধি এ পর্য্যন্ত কি আমি কিছু অন্যায় বিচারে কারো মনে কষ্ট দিয়েছি? তবে কেন তারা মনে করে আমি অনুপোযুক্তকে তক্তে বসাব! আমি শিক্ষার নিমিত্ত তাকে আরাম বাগে রেখেছি, তবে কেন সকলে তার উপর অসন্তুষ্ট! না, সে যা ভাবুক, যে যা করুক, আমার মত বদলাতে পারবে না। মহম্মদই তক্তের উপযুক্ত! সিংহ শৃগাল সহবাসে সিংহই থাকে, কদাচ শৃগাল হয় না। বরঞ্চ শৃগালের কুটরীতি অবগত

হয়। অসৎ সর্ব্বই সত্যের পরীক্ষা, অসতের পরীক্ষারও প্রয়োজন নাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম-দৃশ্য।

কারাগার।

(অভ্যন্তরে আজেদবক্স আসীন, বাহিরে কারাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

ইস্মাইল। সাহেব! আপনার কন্যা ফুলজান বিবি আপনার সাক্ষাত অভিলাষিনী, কিন্তু বাদসার আজ্ঞা আপনার অবিদিত নাই। আপনার কি হুকুম হয়?

আজে। আমার হুকুম কিসের জন্য? আমি বন্দী! তুমি বাদসার হুকুম পালন করবে।

ইস্মাইল। আপনার কন্যার আবেদন আপনার নিকট।

আজে। ভাল, তাকে বলগে যদি বাদসার হুকুম থাকে সে এসে দেখা করুক্।

ইস্মাইল। প্রহরীরা কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে পাচ্ছে না। পিতৃ দরশনের জন্য সে উন্মাদিনী; সাহেব! তার রোদন দেখলে পাষাণের চখেও জল আসে। বিবি কার কথা শুনছেন না. বোধ হয় এতক্ষণ তিন মহল পার হ'য়ে এসেছেন। আমি তাঁর গতিক দেখে বাদসার নিকট সংবাদ পাঠিয়েছি,

যদি অনাথিনীকে দয়া ক'রে অনুমতি দেন তবেই রক্ষা, নইলে বিবির যেরূপ গতিক হয়তো মৃত্যু হ'তে পারে।

আজে। তুমি যাও! তার এখন মৃত্যু নাই! আমায় বিরক্ত ক'রনা।

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

খোদা প্রাণ বাঁচিয়েছেন! দাও দেখি কি আদেশ লিখেছেন (পত্র লইয়া পাঠ) মহাশয়! আর ভয় নাই, এই দেখুন! বাদসা অনুমতি ক'রেছেন! একবারমাত্র পিতৃ দরশনে তাঁর আপত্য নাই! কিন্তু এ বৎসরে আর পিতার সহিত কন্যার সাক্ষাত নিষেধ। খোদাদাদ তুমি যাও, সম্মানের সহিত বিবিকে এখানে নিয়ে এস! এই যে বিবি আপনিই এসেছেন!

(ফুলজানের প্রবেশ।)

ফুল। পিতা! পিতা!! তুমি কারাগারে।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

ইস্মাইল। খোদাদাদ্! পানি, জল্দি পানি লাও।

[দূতের প্রস্থান।

আজেদ। ফুলজান্! বন্দী পিতা তোমায় কি সাহায্য ক'র্বে! আমি জানি তোমার এখন মৃত্যু নাই! কেন আমাকে কষ্ট দাও? উঠ, আমার কথা শোন, তুমিই একমাত্র সংসারে বৃদ্ধের আকর্ষণের বস্তু।

(খোদাদাদের জলপাত্র লইয়া প্রবেশ ও ফুলজানের মুখে জল সিঞ্চন।)

ফুল। পিতা! পিতা!!

আজে। ফুলজান! তুমি এতদিন আমার নিকট কি শিক্ষা

ক'রেছ? ধৈর্য্য ভিন্ন শিক্ষার পরীক্ষা হয় না; স্থির হও, মন দিয়ে আমার কথা শোন। স্মাইল! তোমরা এখন যাও, আমি কন্যাকে কএকটী কথা ব'ল্‌ব।

[ফুলজান ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

ফুল। পিতা!
এ কেমন খোদার বিচার!
কারাগারে বন্দী তুমি?
কোন দৈববলে হায়
হবে মিথ্যা কোরাণের বাণী!
অনুমানি শয়তানে ঘেরিল দুনিয়া।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি আর,
নহে ধর্ম্ম অবতার তুমি উজ্জ্বলঃতপন,
তমোময় কারাগারে আছ কি কারণ?

আজের। শুন বৎসে!
বাদশাহ আদেশে গণিলাম
সেলজানের অদৃষ্ট-কাহিনী!
অদ্ভুত লিখন!
বিদেশী বাণিজ্য-জীবি আকর্ষিবে মন।
শুন ফুলজান!
পুনঃ গণিলাম সাজাদার পরিণয়!
অতি আশ্চর্য্য সংবাদ!
সেলজানের মৃত্যু দিনে,
মহম্মদের সনে তোমার হইবে সাদী;
শুন বিবরণ!

সদাই আমোদে লিপ্ত ভবিষ্যত রাজা!
তুষ্ট তাহে নহে শতাজম ;
তাই গণনায় করি অবিশ্বাস
কারাগারে দাসিলেন তাঁরে।

ফুল। অবিচার!

আজে। নহে অবিচার!
প্রমাণ ব্যতিত নহে বিচারের সীমা!
গণনার দিন হ'তে বৎসরের শেষে
হবে এই অদ্ভুত প্রমাণ।
শুন বৎসে!
যদি কভু হয় তব সাজাদা সাক্ষাৎ,
নাহি দিও পরিচয়।
গণনার কথা,
কোনরূপে নাহি কবে তাঁর সনে ;
বৎসরের শেষ দিন অপেক্ষা করিবে।

ফুল। পিতা! কন্যা কি বঞ্চিতা রবে
দর্শনে তোমার?

আজে। বাদসার আদেশ!
যাও কারাগারে অশ্রুজল বৃথা!

ফুল। কোথা তবে স্থান!
মাতৃহীনা আমি।
তোমার স্নেহেতে হইয়ে বঞ্চিত কোথা রব পড়ি।
পিতা বুক ফেটে যায়!
হায়! অভাগিনী আমি।

আজে। নহে অভাগিনী পুণ্যবতি তুমি!
সুখী তুমি নিশ্চয় হইবে;
মিথ্যা নহে গণনা আমার।
যাও মমতায় দ্রব হয় কঠিন হৃদয়;
মমতার নাহি প্রয়োজন!
করি যদি অনুতাপ
গণনায় না রবে বিশ্বাস!
করি ঈশ্বর আরাধনা মঙ্গল কামনা করি।
যাও বালা
গণনার ফল মনে কর অন্বেষণ,
দেখা হবে সেই দিনে।

[ফুলজানের প্রস্থান।

ষষ্ঠ-দৃশ্য।

আরামবাগস্থ-কক্ষ।

মহম্মদসা ও স্বাদেকের প্রবেশ।

মহ। শোন স্বাদেক! বাদসার নিকট শুনে এলুম যে, তিনি গণনা করিয়ে দেখেছেন, ভগ্নী দেলজান্ আয়ুহীনা; এই বৎসরের শেষ দিনে দেলজানের জীবন-কুসুম ছিন্ন হবে। আমি মর্ম্মাহত! ভগ্নি স্বর্গের অপ্সরী! তাঁর অদর্শনে রাজ্যে হাহাকার উঠ্‌বে। বাদসার ইচ্ছা ছিল, আমার সহিত দেলজানের সাদী

খবর নিলে হ'তো নাকি? ঐ ভাখ রমজানী বিবি আস্‌ছে। দেখেছো বাবা, মেঘ না চাইতেই জল! আরে এস এস রমজান বিবি! মেজাজ সরীপ! তবু ভাল, আমরা মনে ক'ল্লুম বুঝি আমাদের ভুলেই গেলে।

(রমজানীর প্রবেশ।)

রম। সেলাম্! সেলাম্! সাজাদা বন্দেকী!

মহ। স্বাদেক! স্বাদেক! বুক্‌টা চেপে ধর বাবা, তোমার রূপসীর রূপের ঝলকে বুক দুর্ দুর্ ক'রে উঠেছে, চারদিকে ধোঁয়া দেখ্‌ছি।

স্বাদেক। সাজাদার কি কোন অসুখ ক'রেছে?

মহ। না বাবা, তোমার রূপসীর রূপ দেখে প্রাণের ভিতর তুবড়ি জলে উঠেছে। সাবাস স্বাদেক! তোমার বাহাদুরী আছে; বেছে বেছে বেড়ে আবলুশী কামিনী আমদানি ক'রেছ। এমন পালিশ করা মেয়ে মানুষ এ বাগানে যদি এসে থাকে আমি দিব্যি ক'র্‌তে পারি।

রম। ওঃ সাজাদা ঠাট্টা ক'র্‌ছেন? তা কত সুন্দরী দেখেছে আমায় পসন্দ হবে কেন? স্বাদেক কেবল আমায় অপমান করবার জন্য এখানে আস্‌তে ব'লেছিল বৈত নয়! আমি চল্লুম!

স্বাদেক। সাজাদা! সব মাটী ক'র্‌লে। ঐ দেখ বিবি বুঝি যায়। আরে বিবি ব'স, ব'স, সাজাদা বড় আমুদে লোক! তোমায় রগড় ক'র্‌ছেন ও ওঁর স্বভাব, তুমি বুঝ্‌তে পারনি।

রম। এ কি রকম ঠাট্টা! আমার আবলুসের মত রং, তা নয়

তাই আছে। আমায় ডেকে অপমান কর্‌বার দরকার কি? পালিশ করা, হ্যান্‌ করা, ত্যান্‌ করা,—

মহ। এঃ, সুন্দরী তুমি রসিকতা বোঝ না? দোহাই ব'ল্‌ছি, তোমার মত সুন্দরী যদি একটা এ সহরে দেখাতে পার আমি তোমার গোলাম হ'য়ে থাকি। আমি যথার্থ ব'ল্‌ছি, আমি একেবারে বেমালুম হ'য়ে গেছি। শুধু রং ফর্সা হ'লেই তো হয় না, গড়ন চাই! তুমি মনে ক'রেছ কাল ব'লে তোমার ঠাট্টা ক'র্‌ছি, তা নয়; যখন তুমি এলে আমি মনে কল্লুম বুঝি একটা লোহার সিন্দুক চ'লে আস্‌ছে।

রম। সাজাদা! কৌতুক ক'র্‌ছেন?

মহ। না সুন্দরী কৌতুক নয়! স্বাদেক এত দিনে যথার্থ নাগরী মিলিয়েছে। আমি তোমায় দেখেই মোহিত হ'য়ে গেছি, দেখ্‌লে না, ভিরমি যাবার যোগাড় হ''ছিল? প্রথম দেখেই এই, এরপর তো তুমি আমায় মেরে রেখে যাবে।

স্বাদেক। নাও রমজান বিবি, একটু সরাপ খাও! ফুর্ত্তি কর, নাঁচ, গাও মজা দেখাও, সাজাদার দেল তর্‌ ক'রে ছেড়ে দাও; তবেতো রগড় হবে। নাও এস ব'স।

মহ। ঠিক্‌ ব'লেছ স্বাদেক! বস বিবি, আমোদ কর, আমি আমোদ বড় ভালবাসি। এস নাও, দেখ আমি নিজে ঢেলে দিচ্ছি।

রম। বন্দেকী! (সরাব পান) স্বাদেক সাহেব! আমি কি সাজাদাকে ফুর্‌ত্তি দিতে পার্‌বো?

মহ। খুব পার্‌বে! তোমায় দেখেই মালুম হ'য়ে গিয়েছে; তুমি ঠিক্‌ আমার উপযুক্ত।

স্বাদে। নাও দেল্ খুলে ফুর্ত্তি কর।

রম। কি গাইব?

স্বাদে। যা তোমার মনে নেয়! এই আর এক পিয়ালা নাও চ'খের পর্দা সরে যাবে এখন।

রম। বন্দেকী সাজাদা! আমায় বেহায়া মনে ক'র্‌বেন না।

মহ। তোবা, তোবা, তুমি বেহায়া তো হায়া কে? নাও! টেনে নাও, গান লাগাও, তোমার কেরামতি স্বাদেকের কাছে শোনা ছিল, এখন মালুম ক'রে দাও।

রম। তবে শুনুন্! আমার দোষ নাই, কত ভাল ভাল তয়ফা-ওয়ালি এখান থেকে পাড়ী দিয়েছে। গাইছি, দোষ গুণের ভার আপনাদের উপর।

স্বাদে। নাও গেয়ে ফেল! ভার টার সব আমার উপর রইল, আমি কি না বুঝে তোমায় এনেছি।

রমজানী।— গীত।

ছি ছি প্রাণ বড় পাষাণ।
পুরুষ আপন খেলা আপনি খেলে চায়না
নারীর প্রাণ॥
নারী খেল্‌তে যদি চায়,
পুরুষ প্রাণ নিয়ে পালায়,
আপন প্রাণে প্রাণ বোঝে না বোঝে না তার মান॥

মহ। বাহবা! বাহবা! বিবি সাবাস, তোমার কেরামতি আছে। এমন ফুর্ত্তি আমায় কেউ দিতে পারেনি, কি বল স্বাদেক?

স্বাদেক। আমি বল্লুম সাজাদা! সুধু চেহারায় কি করে, গুণ চাই, কেরামতি চাই, নইলে কি মেয়ে মানুষ।

মহ। তা বই কি! নইলে কথায় কথায় সেলাম ঝাড়্‌বে, শুনিতে ক'র্‌তেই দিন কেটে যাবে। আমি ও পসন্দ করি না; কি বল স্বাদেক?

স্বাদেক। তাতো বটেই।

রম। সাজাদা বড় দেলদরিয়া লোক! যা বলেন তা আপনার গুণেই বলেন।

মহ। না বিবি! আমি তামাসা করি না। তুমি আমায় কিনে নিয়েছ। কি বল স্বাদেক! কি সুন্দর নাচ! যেন সিন্দু-ঘোটক হামাগুড়ি দিচ্ছে। এস বিবি নাও, আর এক পেয়ালা নাও, তোমায় খুসি করবার জিনিষ আর কোথায় কি পাব।

রম। সাজাদার প্রাণ বড় সাদা। বাঁদীকে এত কৃপা! আপনার গুণেরই পরিচয়।
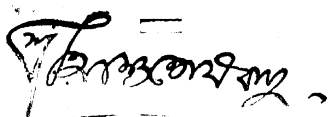
স্বাদেক। চলুন সাজাদা! এখানে আমোদ জমাট্ বাঁধছে না। নাচ ঘরে চলুন, আমাদের জন্যে সকলে হাঁ ক'রে ব'সে আছে; সেখানে গেলে ঢুশো মজা হবে।

মহ। সেই ভাল, চল বিবি! আমার ইয়ারদের সঙ্গে তোমায় আলাপ করিয়ে দি। নাচনাওয়ালীরা তোমায় দেখে মর্ম্মে ম'রে যাবে এখন।

রম। চলুন, আমি যে আপনাকে খুসি ক'র্‌তে পেরেছি এই যথেষ্ট।

মহ। হাঁ, যথেষ্ট! এস, চল স্বাদেক!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম-দৃশ্য।

—০—

নাট্যশালা।

ইয়ারগণ ও নর্ত্তকীদিগের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।— গীত।

পিয়ালা পিও, হাম্ দেতে হরদম্।
মিঞা দেতে হরদম্॥
ফুর্ত্তিসে কিও মজা, রম্‌রম্ ঝম্ ঝম্॥
তেরা কেয়া বড়িয়া রং,
দেখো ক্যায়সা মেরা ঢং,
তোম্ য্যায়সা, হাম্ ত্যায়সা,
কোই নেই হায় কম্।

১ম ইয়ার। বিবিজানেরা! দেলখোস ক'রে দিতে পাল্লে না? সাজাদার হাঁড়ী মুখে যদি সরা চাপা দিতে পারতে, বাহাদুরী আছে।

১ম নর্ত্তকী। আমরা কি কুমোরনি যে সরা গড়্‌তে যাব?

২য় ইয়ার। তোমাদের চোদ্দপুরুষ কুমোর। তার চেয়ে বরং এক কাটি সরেশ; তারা শুধু গড়্‌তে জানে, তোম্‌রা গড়্‌তেও জান, ভাঙ্গতেও জান।

৩য় ইয়ার। আবার ভেঙ্গে জোড়া দিতেও জান।

২য় ইয়ার। নাও দাদা, বাজে কথা যেতে দাও, সরাপ চালাও; কাদের মিঞা দিব্য চক্ষু ক'রে দাও দাদা, আর সাদা সিধেয় চল্‌ছে না।

১ম ইয়ার। এই যে নাও, দাও, খাও, দেদার চালাও; সাজাদার আরাম বাগে কবে বে ফুর্ত্তি আছে বল ?

২য় ইয়ার। তা তো বটেই, তা তো বটেই, সাজাদার—র—র মজাদার লোক, কোন খুঁত নেই বাবা, এখানে কি বেফুর্ত্তি হ'তে পারে ?

৩য় ইয়ার। এখন তক্তে ব'স্‌লেই হয়! তখন কি আর চেয়ে খেতে হবে ? তখন সরাপের পুকুর থাক্‌বে আম্‌রা সব হুন্‌ড়ী খেয়ে চুমুক মার্‌বো।

সকলে। চুমুক মার্‌বো।

১ম ইয়ার। এস বিবিজানেরা একবার গোল্লায় যাও ?

নর্ত্তকী। আমরা কি গোল্লায় যাই ? আমরা গোল্লায় দিই।

(মহম্মদ, স্বাদেক ও রমজানীর প্রবেশ।)

ইয়ারগণ। আসুন, সাজাদা! সেলাম, সেলাম। স্বাদেক মিঞা! সেলাম বাবা।

মহ। সেলাম, সেলাম, ভাই আজ মজার তুফান বৈযে। দেখ বাবা স্বাদেকের আম্‌দানি দেখ! যদি আবার গান শোনাতো দেলের ভেতর আমোদের কড়া প'ড়ে যাবে। ব'স বিবি! এ সব তোমারই জন্তে আন্‌বে, কি বল স্বাদেক ?

স্বাদেক। তাত বটেই সাজাদার কথা কি মিছে হ'তে পারে ? ব'স বিবি সাজাদার পাশে ব'স, আমরা চক্ষু সার্থক করি। নাও

বিবিজানেরা গান লাগাও, দেল তর্ ক'রে ছেড়ে দাও। সাজাদা আপনি আমোদ করুন্। আমি আস্ছি। বন্দেকী বিবি সাহেব, কুঁচকে থেক না বাবা, দেল খুলে লেগে যাও তবে ত মজা হবে, আমি আস্ছি।

[স্বাদেকের প্রস্থান।

ইয়ার। হাঁ বাবা, আমোদে নর্দ্দামা বানিয়ে ছেড়ে দাও। সাজাদার আমুদে প্রাণে আমোদের ফোয়ারা ছুটিয়ে দাও।

সখিগণ। গীত।

ব'স্লো পাশে মিশ্মিশে ওই কালসোনা।
জেনানা কি মর্দানা যায় না জানা॥
রূপে যেন আলো নিভে গেছে,
গুণে, গুনচট্ পেতে হায় কেউ বসে পাছে,
(ও তার) চক্ষু দুটী মিটি মিটি জোনাক্ জ্বলেছে;
ওলটান ঠোঁট, বেজায় চোট্,
খাবে বুঝি কার গর্দ্দানা।

মহ। দাও বিবি! তুমি আমায় ঢেলে দাও, তোমার হাতের পিয়ালা বড় মধুর। (পান করিয়া) আচ্ছা বিবি তুমি এত আমোদ শিখ্লে কোথা? এত ঢং আমি কখন দেখিনি। আহা দিব্যি তোমার ঠোঁট দুখানি যেন সদ্য কুঁড়ি ফেটে র'য়েছে।

রম। সাজাদার চ'খে আমি সুন্দরী হ'য়েছি, নইলে দুনিয়ার লোকে আমার দেখে নাক সিট্কায়।

মহ। দুনিয়া'র সকলে যদি রতন চিন্‌তে পার্‌তো ভাবনা ছিল কি? তাদের কি চ'খ আছে? আমার বক্তে মিলে গেছে। দেখনা বিবি! লোকে যা চায়না, আমি তাই চাই; কেমন একটা নূতন হ'ল না? তুমি মনে কর আমি নেশার ঝোঁকে মিথ্যা ব'ল্‌ছি? তা নয়। স্বাদেক কোথায় গেল? স্বাদেকের ঐ দোষ; মেয়ে মানুষ ভিড়িয়ে দিয়ে রগড় দেখে।

রম। কেন সাজাদা! আপনার কি আমোদ হ'চ্ছে না?

মহ। হ'চ্ছে না আবার? বিবি তুমি একবার সেই রকম নাচ নাচত? আমার ইয়ারদের দেল তর্‌ ক'রে দাও তো? ওহে ভাই দোস্ত! আমার নূতন জানীর গান শোন।

ইয়ার। যে আজ্ঞা! রূপ দেখেই মালুম হ'য়ে গিয়েছে; নাচিয়ে গাহিয়ে না হ'লে খোদা এ রূপ বান্দে লোস্‌কান ক'রেছেন? হুজুরের পসন্দতেই আমাদের পসন্দ।

মহ। রূপের কথা কি ব'ল্‌ছ! গান যদি শোন ঝকমেরে যাবে। বিবি গাওতো?

রম। সাজাদার আমার প্রতি বড় মেহেরবানী।

রমজানী। গীত।

বুঝ্‌তে নারি নারী কি জানে এত ছল।
নাগরের ডাগর চ'খে পাতা আছে কল॥
সেত আড়-নয়নে চায়,
বুঝালে নারী এত, বুঝ্‌বে নাত,
বুঝ্‌তে তো না চায়,

D-13

সে যে দম্ খাটিয়ে মন মজিয়ে মেরে রেখে যায়,
শেষে হা হুতাশে, কাঁদবে শেষে বইবে চ'খে জল॥

(স্বাদেক ও অবগুণ্ঠনাবৃত ফুলজানের প্রবেশ।)

ফুল। একি সাহেব! আপনি আমায় কোথায় নিয়ে এলেন?

স্বাদে। ভয় কি বিবি! ও গোলাপ-বাগও যা, এ আরাম-বাগও তা! এর কি আর তফাৎ আছে!

ফুল। না সাহেব! আমায় ছেড়ে দিন, খোদার দোহাই, আমি আপনার সাহাবা চাই না।

মহ। স্বাদেক! একি! পর্দানসিন স্ত্রীলোক আরাম-বাগে নিয়ে এসেছ? ছি!

স্বাদে। সে কি সাজাদা! তোমার জন্য রৌসন্ এনেছি! একবার চেয়ে দেখ! যথার্থ কি না?

মহ। বড় অন্যায় কাজ ক'রেছ, বিবি! আপনি ভয় পাবেন না, আপনার প্রতি অন্যায় ব্যবহার হ'য়েছে, আমি বুঝ্তে পেরেছি, আমি সম্মানের সহিত আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি! আমি নিষ্ঠুরতাকে ঘৃণা করি। স্বাদেক! তোমায় এতদিন সৎলোক ব'লে বিশ্বাস ছিল, কেবল খোষামুদের ঢংয়ে যা কর নইলে তোমার প্রাণ সাদা, কিন্তু তুমি আজ যে কাজ ক'রেছ, তাতে তোমার চরিত্র আমি বেশ বুঝ্তে পেরেছি।

স্বাদেক। সাজাদা আমি এত করি, আমারই অপরাধ! আপনি বরাবর ব'লতেন, যে যদি এমন সুন্দরী কখন দেখাতে পার, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকবো।" আমি যথার্থ

সুন্দরী দেখেছি, অবগুণ্ঠন আবৃত মুখ দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারবেন, আমি যথার্থ ব'ল্‌ছি কি না? সাজাদা এতেও আমার দোষ? এতেও আমি দোষী?

হ। দোষী সে কথা আবার জিজ্ঞাসা ক'রছ? এই নাচনা-খানায় পর্দ্দানসিন্ স্ত্রীলোক নিয়ে এসেও এ প্রশ্ন ক'র্‌তে তোমার লজ্জাবোধ হ'ল না? আমি এত লোকের সম্মুখে পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব না। তাই সব তোমরা এখন যেতে পার! স্বাদেক! তুমি দাঁড়াও, আমি নিশ্চয় তোমার বিচার ক'র্‌বো, যদি প্রয়োজন হয়, যদি বুঝি তুমি কোন ওমরাহের কন্যাকে বিপদে ফেলেছ! আমি বাদসার নিকটে পাঠাতে কুণ্ঠিত হব' না।

[স্বাদেক, মহম্মদ, ফুলজান ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

শোন স্বাদেক! তুমি ভারি ভুল বুঝেছ, তুমি মনে কর আমি আমুদে ব'লে কুচরিত্র? তা নয়। খোদার দিব্য ক'রে আমি ব'ল্‌তে পারি তা নয়। এই নাট্যশালায় এত স্ত্রীলোক এনেছ, যথার্থ বল? তুমি আমায় কারও প্রতি কখন কোন আসক্তির চিহ্নমাত্র দেখেছ? এই আরাম-বাগে আমোদে লিপ্ত আমি, তাও বাদসার আদেশ। বাদসার আদেশে আমি কুচরিত্র লোক নিয়ে দিবা রাত্র আমোদ ক'রে থাকি? তা কি তুমি জান? না জান না; জান্‌লে কখন এরূপ ঘৃণিত কাজ ক'র্‌তে তোমার কখনও সাহস হ'ত না। আমি তোমায় মেয়ে মানুষ আন্‌তে ব'ল্‌তুম বটে, কিন্তু এ বিশ্বাস আমার ছিল যে সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক কখনও এ আরাম-বাগে আস্‌বে না। তুমি নিশ্চয়

বিবিকে দম্ দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছ! বল! আমার অনু-
মান সত্য কি না?

খাদে। সাজাদা, আমায় মার্জ্জনা করুন? আমি আমার দোষ
বুঝ্‌তে পেরেছি। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, বিবি গোলাপ
বাগে সাজাদী দেলজানের দর্শন প্রার্থিনী হ'য়ে আমার সাহার্য্য
চেয়ে ছিলেন; আমি প্রতারণা ক'রে এখানে এনেছি।

মহ। বিবি! আপনার পরিচয় জান্‌লে সম্মানের সহিত আপ-
নাকে পরিচয় দিতে পারি।

ফুল। (স্বগতঃ) একি! সাজাদার প্রাণ এত মহৎ! এত সুন্দর!

মহ। বিবির আপত্তি থাকে হানি নাই! আর একটী কথা, তুমি
দেলজানের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা শুন্‌লুম, একি সত্য?

ফুল। সত্য!

মহ। দেলজান এখন বন্দীনি, তাকি আপনার জ্ঞাত আছে?

ফুল। আছে।

মহ। বাদসার অনুমতি ব্যতিত কেহই সেখানে প্রবেশ ক'র্‌তে
পারে না, তা বোধ হয় জানেন না?

ফুল। আমি তাও অবগত।

মহ। তবে কি বাদসার কোন নিদর্শন আপনার নিকট আছে?

ফুল। না।

মহ। তবে কি প্রকারে আপ্‌নি সেখানে প্রবেশ ক'র্‌তে সঙ্কল্প
ক'রেছেন?

ফুল। তাও আমি জানি না! যে প্রকারে পারি, আমি দেলজানের
সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বো, এই আমার ইচ্ছা!

মহ। আর একটী কথা! যখন আপনি পরিচয় দিতে ইচ্ছা

ক'র্‌ছেন না, তবে কি প্রকারে আমি আপনাকে সাহায্য ক'র্‌বো? আমার লোক আপনার সঙ্গে গেলে নিশ্চয় আপনার বাড়ী দেখে আস্‌বে, তা হ'লে আমার নিকট আপনার পরিচয় অপ্রকাশ থাক্‌বে না।

ফুল। আমি সে সাহার্য্য চাই না।

মহ। তবে আপনি কি এই গভীর রাত্রে একাকি ফিরে যাবেন!

ফুল। না, আপনি আমায় গোলাপ-বাগে সাজাদীর সহিত সাক্ষাতের সাহায্য ক'র্‌বেন, এই আমার প্রার্থনা।

মহ। বাদসার আদেশ আপনার অবিদিত নাই দেখ্‌ছি; আপনার প্রার্থনা আমি যদি মঞ্জুর ক'র্‌তে না পারি?

ফুল। এই গভীর রাত্রে একাকি গৃহে ফিরে যাব, আমি সাহায্য চাই না।

মহ। আচ্ছা বিবি সবুর! স্বাদেক! তুমি দুজন খোজাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

[স্বাদেকের প্রস্থান।

মহ। বিবি! আমি আপনার উপকার ক'র্‌তে পারি; বাদসার আংটী আমার নিকট আছে! আপনার কথা বার্ত্তায় বোধ হ'চ্ছে আপনি নিশ্চয় কোন ওমরাহের কন্যা! আপনার দ্বারা দেলজানের অপকার অসম্ভব। কিন্তু বাদসা আমায় এই আংটি বিশ্বাস ক'রে দিয়েছেন; এ আংটী আপনি কি ক'রে প্রত্যার্পণ ক'র্‌বেন? অন্য কোন লোকের দ্বারা পাঠালে, তার নিকট আমি আপনার পরিচয় অবগত হবো।

ফুল। আমি নিজে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। আপনি যে খোজাদের সঙ্গে দেবেন, আমি তাদের সঙ্গে এসে আপনার দ্রব্য আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

মহ। এ বাদসার আংটী! আপনি অপরিচিতা! আপনাকে বিশ্বাস!

ফুল। আমার মুখ দেখ্‌লে আপনার এ অবিশ্বাস থাক্‌বে না।

মহ। আপনি অবগুণ্ঠন আবৃত, হ'য়ে কথা কইছেন, আমি ত আপনার মুখ দেখিনি?

ফুল। আমি আপনাকে মুখ দেখাব!

মহ। তবে এই আংটী নিন্।

ফুল। (আংটী লইয়া আবরন মোচন) তবে আমার মুখ দেখুন!

মহ। খোদা, খোদা, এ রত্ন কার!

ফুল। (স্বগতঃ) দাসী তোমার (প্রকাশে) সেলাম।

[প্রস্থান।

(দুইজন খোজার সহিত স্বাদেকের প্রবেশ)

মহ। যাও তোমরা বিবির সহিত যাও! তিনি যা বলেন কথা শুনবে; যাও বিবি এগিয়ে গেছেন।

(খোজাদ্বয়ের প্রস্থান)

স্বাদেক! তুমি নিরপরাধি! যথার্থ সুন্দরী আমার বুকে ছুরি মেরে পালিয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম-দৃশ্য।

আরাম বাগ সম্মুখস্থ পথ।

রমজানি ও স্বাদেক।

রম। আচ্ছা! তোর ব্যাপার খানা কি? তুই আমাকে নিয়ে জড়ালি কেন?

স্বাদে। কি জানিস্, তোকে তো ব'লিছি, আমার কাজ আছে, তা নইলে আর তোর খোসামোদ করি? দ্যাখ জানি! খোদা যদি দিন দেয় দুজনে বেশ সুখে থাকবো!

রম। তোর ভাব আমি আজ ও বুঝতে পারলুমনা। যখন প্রথম এ দেশে এলি, আমার মাথাটি আগে খেলি, সাজাদার সঙ্গে জুটে অবধি আবার কি যে মৎলবে ফিরছিস্ তা তুইই জানিস! যখন যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেছি, তুই বলিস্ আমার কাজ আছে; তোর কাজ যে কি কাজ, তা আজও বুঝতে পারলুম না।

স্বাদে। তোকে কতবার ব'লব! এ কথা সাত কানা কানি হলে কি আর গর্দ্দানা থাকবে! সাজাদা যদি টের পায় আমি মৎলবে ফিরছি, তা হ'লে কি আর নিস্তার থাক্‌বে? আর একটু কষ্ট

কর, তার পর দুজনে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে মজা করব।

রম। সে আজ পাঁচ বৎসর ধরে মজা কর্‌ছিস্; তোর সব দম বাজী।

স্বাদে। আর বড় দেরি নয়! সাজাদা যতই চালাক হোক, আমি যে কি মৎলবে এসে জুটেছি, তা আসলে তার মাথায় আসেনি; সে জানে আমি তার মেয়ে মানুষ জোটাবার চেষ্টায় আছি। এতদিন সেকাজ করতুম! কিন্তু দেখলুম, ও মেয়ে মানুষ দেখে ভোলবার ছেলে নয়। আমোদ করে, আর ছেড়ে দেয়; কারুর পিরিতের তোয়াক্কা রাখে না? দেখ্‌লি নি? যে ঘরে শোয় তোকে ঢুক্‌তে দিলে না? সে ঘরে কোন মেয়ে মানুষের যাবার হুকুম নেই। কিন্তু তোকে নিয়ে কত মজা করছে দেখছিস্ তো? ওর ঐ স্বভাব! কিন্তু বাবা, কাল যে মেয়ে মানুষটাকে পথ ভুলিয়ে এনেছিলুম, বাছাধনের তাতে মুণ্ডু ঘুরে গেছে। সেই ছুঁড়ীটা দেলজানের সঙ্গে দেখা করতে চায়! সাজাদার কাছে বাদশার যে আংটী টা ছিল, সেইটে নিয়ে গেছে; আংটী না দেখালে তো আর বাগানে ঢুকতে পার্‌বে না! বাদশার কড়া হুকুম। সাজাদা আমাকে বিশ্বাস করেও আংটী দিত না, কিন্তু ছুঁড়িটাকে দিলে! দাঁকে না পড়লে কি আর এতটা বিশ্বাস করে? তুই এক কাজ কর, সাজাদা এখনও উঠেনি; তার ঘরের সাম্‌নে পায়চারি কর্‌গে যা, তোকে যদি ডাকে, সরাপ চায়, এই গুঁড় চাটি সরাপের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে দিবি। তা হোলে আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়।

রম। দ্যাখ মুখপোড়া! তোর চাল আমি জানি! ধাঁক দিয়ে

বাঘ মারা তোর মেজাজ! মরি তো আমি বেটাই মরবো! তোর আর কি? কি বল?

খাদে। আচ্ছা তোকে কি কিছুতেই বোঝাতে পারবোনা! না, না, আর দেরি করিস্ নি, যা, তুই আগে থাকিস, যদি বলে তো পিয়ালা দিস্; নইলে যেন যেচে দিতে যাস্নি! সে বড় ওস্তাদ! জানিস তো? আর আমি ও খোজা বেটাদের সঙ্গে কথা কয়ে যাচ্ছি; যদি আমায় দিতে বলে আমিও দেব, এই গুঁড় চাট্টি আমার কাছেও রইল। তুই যা।

রম। তা যাচ্ছি মুখপোড়া! তুমি যখন যা ব'লছ শুন্‌ছি যেন মনে থাকে। হাঁ—

[প্রস্থান।

খাদে। এ বেটীকে এতদিন দম দিয়ে রেখেছি! দেখি খোদা কি করে! এ বেটীর মনস্কাম পূর্ণ করতে না পারি, প্রচুর অর্থে বশীভূত করে কোন দূর দেশে পাঠিয়ে দেব। আমার আশা কি পূর্ণ হবে না? আল্লার মরজিতে যদি আমার কাম সফল হয়; আমি স্বর্গ হাতে পাবো। ইয়া আল্লা! আমার এত কষ্ট সফল কর! যে জন্য দাসত্ব করছি! নীচ কাফ্রি নারীর সঙ্গকে আদর করতে হোয়েছে! সে আশা আমার সফল হোক! রাজকুমারী দেলজানের অতুলনীয় রূপ! এ আশা আমি কেমন করে সম্বরণ করি। কি কুক্ষণে সাজাদীর সেই মনহরা মূর্ত্তি দেখেছিলেম! সাজাদার সহচর হোয়ে অবধি আমি কোন রকমে তার নয়নগোচর হতে পাল্লেম না। এইবার চেষ্টা ক'রে দেখি, বাদসার নামাঙ্কিত আংটি টা যদি পাই, দেখা করে পায়ে ধরে সব ভেঙ্গে ব'লব। কিন্তু আপনার কথা যা

শুনলুম তাকি সত্য? ঝুটবাত! ওমরাহদের ষড়যন্ত্রই গণনার মূল! বাদসার অনুমানই ঠিক্। ঐ যে খোজা দুবেটা এদিকে আস্‌ছে। কই ছুঁড়িটাকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনি!

(খোজাদ্বয়ের প্রবেশ)

কিরে বিবি কোথায় গেল? তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলিনি? বিবি কি তোদের কাছে কোন জিনিষ দিয়েছে?

১ খোজা। আজ্ঞে না! বিবি এসেছেন, সাজাদার কামরার দিকে গেছেন! তাই আমরা ফিরে যাচ্ছি।

সাদে। সাজাদার কামরায় গেছে! কি করে চিনলে?

২ খোজা। কেন সাহেব! আমাদের যে বিবি সাজাদার কামরা দেখিয়ে দিতে ব'ললেন! সাজাদার হুকুম আছে আমরা তাঁর কথা শুনবো?

সাদে। তা বেশ করেছিস্! বিবির অভ্যর্থনার জন্য আমি এখানে রয়েছি, তোরা যা।

[একদিকে খোজাদ্বয় অপরদিকে সাদেকের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দৃশ্য।—আরাম-বাগ সাজাদার কক্ষ।

(রত্ন পালঙ্কে সাজাদা নিদ্রিত)

ফুলজানের প্রবেশ।

ফুল। একি! সাজাদা এখনও নিদ্রিত! আহা কি সুন্দর! যেন স্বর্গ হ'তে চাঁদ নেমে ভূতলে বিশ্রাম ক'র্‌ছেন। পিতা! তোমার গণনা সত্য হোক! এই সুন্দর যুবা আমার প্রাণেশ্বর! পিতা তুমি পরিচয় দিতে নিষেধ ক'রেছ; আমি পরিচয় দিব না। বৃথা ওমরাহরা সন্দেহ করেন, সাজাদা সচ্চরিত্র! আমার প্রাণ ব'ল্‌ছে এমন একটীও দুনিয়ায় নাই। আহা কি রূপ! কি মিষ্ট কথা! যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। খোদা! পিতার গণনা সত্য কর, আমার আহ্লাদ হৃদয়ে ধরে না! আহা যদি ইনি আমায় পায়ে রাখেন; আমি চিরকাল পায়ে পড়ে থাক্‌বো। তাইতো কি ক'রে আংটী দি! নিদ্রা ভঙ্গ ক'র্‌বো! না, না, এমন সুখ নিদ্রা ভঙ্গ ক'র্‌লে পাপ আমারই; আমি হাতে পারিয়ে দি। (অগ্রসর হইয়া) প্রাণেশ্বর! পিতার মুখে শুনেছি তুমিই আমার পতি! তাই সাহস ক'রে তোমায় স্পর্শ ক'র্‌ছি, অপরাধ নিও না। যখন নিদ্রা ভঙ্গে তোমার হাতে আংটী দেখ্‌বে, আমার স্পর্দ্ধা দেখে ঘৃণা ক'র না।

(সাজাদার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী স্থাপন)

একি! সাজাদার করস্পর্শে দেহে বিদ্যুত প্রবাহ বইছে! না, যাই আর বিলম্ব ক'র্‌বো না। আর একবার দেখে যাই, আহা! কি সুন্দর! ঈশ্বর আপন সৌন্দর্য্য সাজাদায় বিকাশ ক'রেছেন। যাই, যদি কেউ এসে পড়ে! প্রভু! বিদায়, আবার যদি ঈশ্বর কখন দেখান দেখ্‌ব। যাই ;—

(ফুলজানের গাত্রস্পর্শে ফুলদান পতন)

মহ। (চক্ষু উন্মিলন) কেও! কে তুমি! একি স্ত্রীলোক এ কামরায়!

ফুল। আমি আপনার আংটী ফিরিয়ে দিতে এসেছি, আমায় মার্জ্জনা ক'র্‌বেন।

মহ। তুমি? সেই? দেবী দাঁড়াও যেও না। আমার একটী কথা শুনে যাও।

ফুল। সাজাদা! অপরাধিনী ক'র্‌বেন না, বলুন আপনার কি কথা? আপনার হাতে আংটী দেখে আপনি বুঝ্‌তে পেরেছেন আমি অবিশ্বাসিনী নই?

মহ। আমার একটী কথার উত্তর দাও! বল তুমি কে?

ফুল। সাজাদা! প্রাণদণ্ড হ'লেও আমি পরিচয় দিতে পার্‌বো না, আপনি অন্য প্রশ্ন করুন, আমি আপনাকে মিথ্যা ব'ল্‌বো না।

মহ। পরিচয়ে যদি তোমার আপত্য থাকে প্রয়োজন নাই। তোমায় দেখেই বুঝেছি তুমি দেবী! তোমায় একবার দেখেই আমি মোহিত হ'য়েছি, তুমি আমায় উন্মাদ ক'রে তুলেছ, দেখ সমস্ত রাত্রি আমি তোমার ঐ মুখখানি ভেবেছি; আমার কাছে বিশ্বাস রক্ষার জন্য আংটী ফিরিয়ে দিতে এসেছ! আর কিছু কি ফিরিয়ে দেবার নাই? আর কিছু কি তুমি নাওনি? বল বল,

কাল যে মূহুর্ত্তে তোমায় দেখেছি, তুমি আমার মন হরণ ক'রেছ, তাকি তুমি ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছ? শূন্য মনে পাগল হ'য়ে র'য়েছি, তাকি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ? দেবী! আমি তোমার গোলাম, তুমি পায়ে ঠেল না।

ফুল। (নিরুত্তর)

মহ। নিরুত্তর কেন দেবী! উত্তর দাও, আমার কি যন্ত্রণা হ'চ্ছে তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছো? আমি তোমার মুখে স্বর্গের ছবি দেখ্‌ছি; তাকি তুমি জান্‌তে পার্‌ছো? সুন্দরী নিরব হ'য় না, উত্তর দাও, দেখ আমি মজেছি।

ফুল। সাজাদা! ভালবাসেন? যদি ভালবাসেন, এ হ'তে আহ্লাদ, এ হ'তে সম্মান আর আমার কি আছে? আপনি রাজ্যেশ্বর! আমি কি, তা কি অবগত আছেন? যেই হই আপনার যোগ্যা নই! যদি একদিন দেখেই ভালবেসে থাকেন, সে ভালবাসাকে বিশ্বাস ক'র্‌বেন না।

মহ। আমি আমাকে অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি, তবু আমার এ প্রণয়কে অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না। আরাম-বাগে দিবারাত্র আমোদ ক'র্‌ছি সত্য, কিন্তু প্রাণের এ অপূর্ব্ব ভাব কখন অনুভব করিনি, এত স্বর্গীয় আভা আমি কখনও চক্ষে নিরীক্ষণ করিনি, আমি বেশ বুঝেছি তুমি আমার মন হরণ ক'রেছ।

ফুল। সাজাদা! প্রাণ হরণ কর্‌বার শক্তি আমার নাই; শুনেছি প্রণয় চুম্বুকের মতন আকর্ষণ করে। দেখুন আমি আকর্ষিতা, নইলে এ গৃহে প্রবেশ ক'র্‌ব কেন?

মহ। তুমি যেই হও, আমায় তুমি কাঁদিয়ে যেও না, আমি তোমার আশ্রিত, দেখ তোমার পায়ে ধরতেও আমার লজ্জা হ'চ্ছে না।

ফুল। ছি ছি! আমায় অপরাধিনী ক'র্‌বেন না। সাজাদা! আমিত বলেছি, আমি পরিচয় দিতে পার্‌বো না, নইলে আপনি ভালবাসেন এ আমার সৌভাগ্য।

মহ। একবার বল! আমার ভালবাসা তোমার যোগ্য কি না? দেখ, আমি বুঝ্‌তে পারছিনি, আমার যেন বোধ হ'চ্ছে, তোমার নিকট সব তুচ্ছ। আমি তক্তে ব'স্‌তেও চাই না, তুমি আমার হও যদি আমারি স্বর্গ সুখ হবে।

ফুল। সাজাদা! আপনি যদি ভালবেসে থাকেন, ভালবাসা পাবেন এ কথা নিশ্চয়। আমি অজ্ঞাত কামিনী, আমায় ভালবাসা পরিণামে সাজাদার চিন্তার কারণ হবে।

মহ। আমি অন্য চিন্তা করি না, তুমি যেই হও, খোদা সাক্ষী, তুমিই আমার হৃদয়েশ্বরী। যদিই তুমি আমার না হও, তবু আমি তোমার, তোমার চিন্তা আমি কখনই ছাড়্‌তে পারব না; সুন্দরী! তোমার নিকট আমার সব তুচ্ছ! আমি এত-দিন মনের অভাব বুঝ্‌তে পার্‌তেম না, এখন জেনেছি ভাল-বাসা কি মধুর!

ফুল। তবে শুনুন! এই বৎসরের শেষ দিন অবধি এ ভালবাসা রাখ্‌বেন। আমি শপথ ক'র্‌ছি ঐ দিনে আপনাকে আমার যথার্থ পরিচয় দেব, ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে ঐ দিনে আপনি আমায় সাদী ক'র্‌বেন। এখন তবে যাই?

মহ। যাবে! যাও আমি নিষেধ ক'র্‌ব না। দেখা দিও; তোমার কথাই রাখ্‌ব, বৎসরের শেষ দিন অবধি এ প্রাণকে বেঁধে রেখে দেব। তুমি দেবী! তোমার কথা মিথ্যা নয়। দেবী একটী কথা।

ফুল। বলুন!

মহ। তোমার পবিত্র হাতখানি দাও।

ফুল। সাজাদা ব'লেছি তো পরিচয় ব্যতিত আমার আর অন্য আপত্য নাই। আপনি ভালবাসেন, আমি আপনার বাঁদী।

মহ। তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী। (ফুলজানের হস্ত চুম্বন)

[ফুলজানের প্রস্থান।

আহা এতরূপ কি দুনিয়ায় আর আছে? আমার সকল দর্প চূর্ণ হ'ল। স্বাদেক যথার্থ ব'লেছে, সুন্দরী আমায় পাগল ক'রেছে! বাদসার নিকট পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী হ'লেম। তিনি দয়াময় পিতা স্বরূপ, তিনি আমায় নিষেধ ক'রেছিলেন; আমি পাপিষ্ঠ! তাঁর কথা অবহেলা ক'রেছি; সুন্দরী আমার সব কর্ত্তব্য ভাসিয়ে দিয়েছে। যখন ডুবেছি তখন আর কোন উপায় নাই। সুন্দরী ব'ল্লেন একবৎসর অপেক্ষা ক'র্‌তে, বাদসাও ঐ আজ্ঞা করেছেন, আমিতো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, এই নারীর সহিত গর্ণনায় কি সংশ্রব আছে! যাইহোক্, আমার স্মৃতি লোপ হ'য়েছে, এতরূপ আমি চক্ষে কখনও দেখিনি।

(স্বাদেকের প্রবেশ)

এই যে স্বাদেক! আমি, তোমায় ডাক্‌ব মনে ক'র্‌ছিলুম। তুমি যথার্থ কথা ব'ল্‌তে, এরূপ সুন্দরী আমার চক্ষে কখন পড়েনি। আমার উপায় কর, আমি বড় অস্থির।

স্বাদেক। সাজাদা! আমি দেখেই বুঝেছিলেম এই নারী যথার্থ আপনারই উপযুক্ত। তাই ছল ক'রে আপনার নিকট এনে-ছিলেম। এখন দেখ্‌ছি যথার্থ আপনি অস্থির চিত্ত! চলুন,

আপনার আমোদ করা স্বভাব, নির্জ্জন চিন্তায় দেহ মন বিকৃত হয়। এই জানী আস্‌ছে।—

(রমজানীর প্রবেশ)

এস বিবি সাজাদাকে খুসি কর ; বেশ ক'রেছ এসেছ, আজ আর এ ঘরে আস্‌তে দোষ নাই।

রম। সাজাদা নূতন বাসর ক'রেছিলেন। নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটবে ব'লে কেউ এখানে আসে না। আমি ধ'রেছি, সাজাদা পরিসিদ্ধ হ'য়েছেন। যথার্থ স্বাদেক সাহেব, আমি সাজাদার কামরার দিকে আস্‌ছি, দেখি আগুনের মত একটা ছুঁড়ী বেরিয়ে চ'লে গেল। নিশ্চয় সাজাদা পরীসিদ্ধ হ'য়েছেন, দেখ্‌ছেন না, কেমন ছম্‌ছমে হ'য়েছেন ?

মহ। বিবি! তুমি যথার্থ অনুমান ক'রেছ! তিনি নিশ্চয় পরী, নইলে এত রূপ মানবীতে সম্ভবে না।

স্বাদেক। সাজাদা চলুন! এক পিয়ালা খেলে, সব শুধ্‌রে যাবে। এস জানা সাজাদাকে খুসি কর।

রম। সাহেব! ও পরীকে না ছাড়ালে সাজাদাকে প্রাণে মারবে।

মহ। যথার্থ সুন্দরী আমায় মেরে রেখে গেছে, চল দেখি পিয়ালায় যদি মন শোধরায়।

তৃতীয়-দৃশ্য।

দৃশ্য।—উদ্যান সংলগ্ন পথ।

খোজাদ্বয়ের প্রবেশ।

১ খো। তুই কি বলিস্! সাজাদার ঐ ছুঁড়ীটার সঙ্গে আশ্নাই হ'য়েছে?

২ খো। আলবাত্! এর আর ভুল নাই। যেমন তোতে আর আমাতে কথা কইছি এটা ঠিক, তেমনি, ও কথাটাও ঠিক। যদি আশ্নাই না হবে, গোলাপ-বাগ থেকে ফিরে এসে সাজাদার কামরায় কি ক'র্‌তে গেল?

১ খো। তোর যেমন বুদ্ধি! আংটী ফিরিয়ে দেবার জন্যে ঢুকে ছিল। ও কি জান্‌তো যে ও কামরায় জেনানা আদ্‌মি যায় না?

২ খো। তা আংটী ফিরিয়ে দিতে এত দেরি হবে কেন? আর ওর উপর হুকুম না থাক্‌লে কি আর ও গেছে? ওর উপর হুকুম ছিল। আর রূপতো দেখ্‌লি? যেন আসমানের চাঁদ দুনিয়ায় চলা ফেরা ক'র্‌ছে। তুই যেমন গাধা, সাজাদা এ পাকা মাল পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে?

১ খো। তবে ও কোন নাচনাওলি-টলি হবে।

২ খো। উঁ, হুঁ।

১ খো। তবে কে?

২ খো। আমি দর্‌গা ছুঁয়ে কিরে ক'র্‌তে পারি, নিশ্চয় কোন বড় ঘরের মেয়ে, সাজাদার সঙ্গে আশ্নাই হ'য়েছে। পাছে বাদসা

D-57

টের পায় এই জন্য ছদ্মবেশে সাজাদাকে আপ্যায়িত ক'র্‌তে এসে ছিল।

১ খো। তা যাগ্‌ ভাই, আমাদের আর ও ভাবনা ভেবে কি হবে। খোদা খোজা ক'রে এক রকম জান বাঁচিয়েছে। যত লুকো-চুরী ফেরাবী মেয়ে মানুষের জন্যে বৈত নয়? ঐ দ্যাখ্‌ সেই মাগীটার সঙ্গে স্বাদেক সাহেব এদিকে আস্‌ছে। পালাই চ, নইলে এখনি ফরমাশ ক'র্‌বে।

২ খো। হ্যাঁ ফরমাশতো ক'র্‌লেই হ'ল! ওদের তো আর কোন ভাবনা নাই, তোফা মজায় আছে, দিন রাত আমোদ ক'রেই কাটাচ্ছে। ওদেরই জান স্বার্থক।

১ খো। এই মুখেই আস্‌ছে চ সরে পড়ি।

[খোজাদ্বয়ের প্রস্থান।

(স্বাদেক ও রমজানীর প্রবেশ)

স্বাদে। আমি কি জানি যে তুই আগে পিয়ালা চালিয়েছিস্‌? আমি দোসরা কাম্‌রা ঘুরে গিয়ে দেখি, তুই নেই; সাজাদা ঠেস্‌ দিয়ে ব'সে ঝিমচ্ছে। আমায় দেখেই ব'ল্লে, স্বাদেক আমার বড় পিপাসা, শরীর যেন অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে; এক পিয়ালা তাজা সরাপ দাও, আমার হাতে তৈয়ারি ছিল, আমি দিলুম। ভাবলুম যে তুই বুঝি দিস্‌নি, ছুঁড়ীটার জন্য মন খারাপ হ'য়ে আছে, তাই সাজাদা ও রকম ক'র্‌ছে। যেই টানা, অমনি কাত্‌, আমিও ভাবলুম বাজী মাৎ। কিন্তু একটা মুস্কিল হোল—

রম। তা আমি কি ক'র্‌ব বল্‌! আমায় যেমন ব'লেছিস্‌, আমি ক'রেছি। তা মুস্কিল আবার কি? আংটীতো পেয়েছি।

(অঙ্গুরী প্রদান)

স্বাদে। না, আমাদের কাজ হ'য়েগেছে। তবে কি জানিস্, তোর আমার দু-পেয়ালা যখন গুঁড় মেশান সরাপ খেয়েছে, দেখ্‌ছি সমস্ত দিন রাত অজ্ঞান হ'য়ে থাক্‌বে। জাগ্‌লে সন্দেহ হ'তে পারে! যাক্ সে ভাবনা ভেবে আর কি ক'র্‌ব। এইবার তুই মন দিয়ে শোন, যাযা বলি ঠিকঠাক! এইবার গর্দ্দান নিয়ে কাজ।

রম। আবার তোমার কি কাজ?

স্বাদে। এক কাজ কর, এই আস্‌রফি কটা নে! নিয়ে যা, গোলাপ-বাগের প্রহরী গুলোকে যদি কোন রকমে সরাপ খাও-য়াতে পারিস্, বাস্ কাজ অনেক এগিয়ে যাবে।

রম। তাতে কি হবে?

স্বাদে। বুঝ্‌তে পার্‌লি নি? গোলাপ-বাগে একবার ঢুক্‌তে পার্‌লে আমার কাজের শেষ হবে। তারপর আর কি দুজনে স'রে প'ড়ব।

রম। বাগানে ঢুক্‌তে তো আংটীর দর্‌কার? তা তোর কাছে আছে; আংটী দেখালেই তো ছেড়ে দেবে?

স্বাদে। তবু বাঁধনি রাখা ভাল, যদি গোলাপ-বাগে ঢুকেও কাজ শেষ ক'র্‌তে না পারি, খামকা প্রহরীগুলো চিনে রাখ্‌বে। কাল যখন সাজাদা উঠ্‌বে, আর প্রহরীরা বলে যদি আমি বাগানে গেছলুম, বড় গোল হবে। নেশা থাক্‌লে আর তত ঠাওর হবে না।

রম। তুই যেমন গাধা! বাদসা কড়া হুকুম দিয়েছে যখন, তারা কি মদ খাবে?

৮·৮।

খাদে। তুই যানা, একটা দম্ খাটিয়ে ঠিক্ খাওয়াতে পারবি। তুই মিশে যাবি, যেন তোর কেউ নেই; ওদের কাছেই থাক্‌বি। বুঝ্‌লি? খবরদার তোর কোন কাজে আছে তা যেন তারা টের না পায়; তোকে আর শেখাব কি? সমস্ত দিন আছে, ঢের সময় পাবি। তারপর রাত্রে আমি যাব, তুই কৌশল ক'রে আমায় ফটক খুলে দিবি।

রম। কেন? দিনের বেলায় গেলেই বা কি হবে? সে বাগান তো সহরের এক কোনে, কে টের পাবে? আর প্রহরীরাতো আংটী পেলেই ছেড়ে দেবে।

খাদে। তা কেন! তুই বুঝ্‌তে পারিস্‌নি, আংটীটা নিলুম কেন জানিস্। যদি প্রহরীরা কোন গোল করেতো দেখাব, ছেড়ে দেবে; আর তুই নেশা করাতে পার্‌লে, আমি ঠিক কাজ গুছবো এখন। আর রাত্রে যেতে হবে কেন জানিস? আরাম-বাগে এতদিন আছি, অনেকে চিনে রেখেছে, যদি ঢুক্‌তে কেউ দেখে এই জন্য, রাত্রে সে ভাবনা থাক্‌বে না। তুই যা সেখানে গিয়ে তোকে আর যা যা ক'র্‌তে হবে সব ব'লে দেব। যা যা, আর দেরি করিস্‌নি; বাজার থেকে কিছু ভাল সরাপ আর খাবার কিনে নিয়ে যাবি, আরও রবং আস্‌রফি নে; মুটো মুটো টাকা পেলেই তাদের মেজাজ আর এক রকম হবে। আমি এখন দেখিগে, ইয়ারের দল সাজাদার কামরার দিকে না এসে পড়ে। রটিয়ে দিইগে যে সাজাদার বোখার হ'য়েছে, তাহ'লেই তারা ফিরে যাবে। তারপর রাত্রে আমি তোর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো। যেমন যেমন বুঝ্‌বো; তেমনি ক'র্‌বো, তুই যা অনেক বেলা হ'য়ে গেল। (মুদ্রার থলি প্রদান)

রম। আচ্ছা মুখপোড়া, এইবার আমি তোমার শেষ কথা শুনবো। আমি যাচ্ছি, আচ্ছা দেলজানের বাগানে যাবার তোর এত ঝাঁই কেন ?

খাদেক। তোকেত ব'লেছি আমার কাজ শেষ হোক্, তারপর সব ব'ল্‌বো !

রম। দ্যাখ্! আমি তোর কথা সব শুনি, তুই যদি আমার সঙ্গে চালাকি ক'রিস্, আমি সব্ প্রকাশ ক'রে দেব মনে থাকে যেন। আমি যাই, তুই শিগ্‌গির যাস্।

[রমজানির প্রস্থান।

খাদেক। ছদ্মবেশে সহরে এসে অবধি, এ বেটী আমার অনেক সাহার্য্য ক'রেছে। প্রথমেই এই আমায় আশ্রয় না দিলে, কখনই আমি এখানে থাক্‌তে পারতুম না। অনেক জায়গায় ও নিজের খসম্ ব'লে পরিচয় দিয়েছে, নইলে আমি যে শত্রুর চর এ সংবাদ নিশ্চয় বাদসার কানে যেতো ; আমার গর্দ্দান না নিয়ে ছাড়্‌তো না। যাক্, চর হ'য়ে এসেছি বটে ! এ রাজ্যের অনেক সংবাদ পাঠিয়েছি বটে, কিন্তু যে দিন দেলজানের মূর্ত্তি দেখেছি, সেই দিন থেকে তাকে পাবার জন্য আমার সব কর্ত্তব্য নাশ হ'য়েছে। রাজ্যে গিয়ে তিরস্কৃত হব, আমি স্পর্দ্ধা ক'রে এই গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার নিয়েছি, নইলে কোন দায়ের নিজে আস্‌বার ইচ্ছা ছিল না। যদি দেলজানকে কোন রকমে এ দেশ থেকে নিয়ে যেতে পারি ; বাদসাও সন্ধির আশা ক'র্‌তে পারেন। কিন্তু দেলজানকে কি ক'রে ছাড়্‌বো, প্রাণ ছাড়্‌তে পারি তবু তাকে ছাড়্‌তে পারবো না। সে যা হয় হবে, আংটীতো পেয়েছি, আজ দেলজানের সঙ্গে নিশ্চয়

দেখা ক'র্‌বো, পায়ে ধ'র্‌বো, তাতে না রাজী হয়; বেঁধে নিয়ে চলে যাব; রাজ্যের পথ ঘাট আমারি বেশ মালুম হ'য়েছে। এখানে থাকায় আর আমার কোন আবশ্যক নাই। আজই জাল গুড়ুতে হবে। যদি কোন রকমে আজকের তাল ফ'স্‌কে যায় সর্ব্বনাশ হবে! আমার কোন জারী থাট্‌বে না। কই মামুদ এখনও আসছেনা কেন! একান্তই যদি আজ বাগাতে না পারি, রমজানীকে দিয়ে সাজাদার হাতে আংটীটা পরিয়ে দেয়াব, তাহ'লে আর গোল তত হবে না। সাজাদা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'ল্‌ব আপনার সরাপ ওয়ালার দোষ, সব সরাপে ঐ গুঁড় মিশিয়ে রাখ্‌বো। রমজানীকে খুসী ক'র্‌তে না পারি দেশে নিয়ে গিয়ে বড় লোক ক'রে দিতে পার্‌বো।

(ছদ্মবেশে মামুদের প্রবেশ)

তুমি এখানে আস্‌বে! আমি জেনেছিলুম! খবর কি?

মামুদ। খামিন! সর্দ্দারেরা বড় ব্যস্ত হ'য়েছে, আপনার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রেছেন। তাঁরা আক্রমণের উদ্যোগ ক'রেছেন। কেবল আপনি গেলেই তারা রাস্তা অবগত হবেন।

খাদে। তুমি এসে বেশ ক'রেছ! রাজ্যপ্রান্তে দুটী ঘোড়া ঠিক ক'রে রাখ্‌বে; হুসিয়ার, আজ বড় সাবধানে কাজ ক'র্‌তে হবে; আমি একজনকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাব, যাকে নিয়ে গেলে খস্‌রুসা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে। যাও, আমার হুকুম যেন মনে থাকে, আজ রাত্রেই রওনা হবো। আর যদি একান্তই না যাওয়া হয়, আমি তোমায় সংবাদ দেব।

মামুদ। জনাব! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই; আপনি আমীর লোক, এত কষ্ট আপনার সহ্য হবে না।

খাদে। সে ভাবনা নাই, আমার সব অভ্যাস আছে; তুমি যাও!

মামুদ। সেলাম!

[প্রস্থান।

খাদে। যাই, সাজাদার কামরায় ইয়ারের দল না এসে পড়ে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ-দৃশ্য।

খাসমহল।

খসরুসা।

খসরু। উজির কারাবদ্ধ হ'য়ে অবধি মন বড়ই অস্থির। অবিচার ক'রেছি ব'লে যেন আমার মন সদাই অন্যমনস্ক। কেন? আমি কি কখন অবিচার ক'রেছি? উজিরের গণনাই কি তবে সত্য? ওমরাহরা বিষণ্ণ! এ বিষণ্ণতা তো আমার অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ। তবে কেন আমি চঞ্চল? মহম্মদকে উজীর কন্যা কুলজানের কথা কিছুমাত্র প্রকাশ করিনি। বরঞ্চ কোন কামিনীতে সে আশক্ত না হয়, নিষেধ ক'রে দিয়েছি; সেও তো পরীক্ষার বিষয়। বৎসরের শেষ দিন অবধি আমার

গুপ্তচর ফিরবে, দেখি গণনা সত্য কি না? ওমরাহদের মনের ভুল নিশ্চয়ই তাঁরা টের পাবেন। তাঁরা একদিন বুঝবেন যে, বাদসার চক্ষে জ্যোতি আছে, যে জ্যোতিতে বাদসা সকলেরই মন বেশ দেখতে পায়। একদিন তারা জান্‌বে, আমি কুকুরের জন্য তক্ত ছাড়বো না। আচ্ছা, তারা তো আমায় বেশ মান্য করে, আমি চিরকাল তক্তে বসি, এ তাদের মহা আকাঙ্ক্ষা। তবে কেন তারা মনে করে, আমি অনুপযুক্তকে তক্তে বসাব? আমার হুকুমে মহম্মদ আমোদে লিপ্ত। যখন তক্তে ব'সে সে আপনার মর্য্যাদা রাখতে না পারবে, তখন তাঁদের বিদ্বেষ করা উচিত ছিল। মিথ্যা গণনায় মক্কা যাত্রীকে বিরত করা ধর্ম্মদ্বেষী কার্য্য। আমি ঠিক অনুমান ক'রেছি, উজিরের গণনাই ওমরাহদের বিদ্বেশের ষড়যন্ত্র; উজীর তাদের নেতা, বিশেষতঃ উজির মহম্মদের উপর অসন্তুষ্ট। তার মুখের কথায় আমি অনেক প্রমাণ পেয়েছি। তবে তার কন্যার সহিত মহম্মদের সাদীর কথা বলে কেন? আমি বিষম সমস্যায় আচ্ছন্ন।

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত। খাঁ সাহাবকো তসরীফ জানিয়ে।

খসরু। আস্‌তে বল।

[দূতের প্রস্থান।

(হাতেম খাঁর প্রবেশ।)

খসরু। কি খবর?

হাতেম। জাঁহাপনা! একজন স্ত্রীলোক কাল শাজাদীর সহিত

দেখা ক'রেছেন, নাম ফুলজান বিবি।

খসরু। ফুলজান বিবি! আশ্চর্য্য! কি ক'রে প্রবেশ করলে?

হাতেম। প্রহরীদের নিকট অবগত হ'লেম, আপনার নামাঙ্কিত আংটী তার নিকট ছিল, দুজন খোজা তার সঙ্গে এসেছিল।

খসরু। ঝুট্ বাত, আমার আংটী সে কোথায় পাবে? ভাল, তার নাম ফুলজান কি ক'রে জান্‌লে?

হাতেম। মোল্লা সাহেব সাজাদীর নিকট শুনেছেন, তিনি সাজাদীর বাল্য-সখি, সাক্ষাত করতে এসেছিলেন।

খসরু। প্রয়োজন?

হাতেম। প্রয়োজন সাজাদী স্বয়ং অবগত। গোলামের প্রতি হুকুম আছে, সাজাদীর নিকট প্রকাশ না হই।

খসরু। আশ্চর্য্য! উজির কন্যা কি জন্য দেলজানের সাক্ষাত অভিলাষিনী? ঠিক! কারাগারে পিতা পুত্রীর কৌশল নির্ম্মিত হ'য়েছে, নয় পিতার প্রতি বাদসার ক্রোধ শান্তির আশায় ফুলজান দেলজানের শরণাপন্ন, কিন্তু আংটী কি ক'রে পেলে? আমি আংটী মহম্মদকে দিয়েছি, সেকি তবে এই বালিকাকে দিয়েছে? ফুলজানের সহিত মহম্মদের কি তবে সাক্ষাত হ'য়েছে? তারা কি তবে পরস্পর প্রণয়ে আবদ্ধ? তা কি ক'রে সম্ভব হবে? আমি মহম্মদকে ফুলজানেব কথা কিছুমাত্র প্রকাশ করিনি; সেও দিবারাত্র আমোদে লিপ্ত, ফুলজানের পরিচয় সে অবগত নয়, তবে কি ক'রে সে আংটী পেলে? আমি কিছু বুঝতে পারছিনি; আমি মহম্মদকে জানি, সে নিশ্চয় বুঝেছে, আমি দেলজানের সহিত সাক্ষাতের জন্যই এ আংটী তাকে দিয়েছি।

হাতেম। গোলামের প্রতি কি হুকুম হয়?

খসরু। তুমি গোলাপ বাগের প্রহরীদের ব'লে দাও, মহম্মদ ও মোল্লা ব্যতীত আর কেউ যেন সেথায় প্রবেশ করতে না পারে। ব'লো আংটী দেখালেও না। আর খবর নাও, মহম্মদের সহিত ফুলজান সাক্ষাত ক'রেছিল কি না? যদি সাক্ষাত হ'য়ে থাকে, উভয়ের পরস্পর পরিচয় কিরূপ? সাবধানে আমার হুকুম তামিল করবে।

হাতেম। জাঁহাপনার হুকুম নিশ্চয় তামিল হবে।

খসরু। তুমি আমার চর, নগরে যেন কেউ জানতে না পারে, এ কথা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে?

হাতেম। গোলামের স্মরণ আছে।

খসরু। তুমি যাও।

[কুর্নিশ করিয়া হাতেমের প্রস্থান।

খসরু। মহম্মদের সহিত ফুলজানের যদি সাক্ষাত হ'য়ে থাকে, তাজ্জব ব্যাপার! দেখি, অনুসন্ধান করলে বুঝতে পারবো। যদি সত্য হয়, গণনা সত্য এ কথা আমায় নিশ্চয় মানতে হবে। না, আমি দুর্ব্বল হব না, বাদসার দুর্ব্বলতা বৃথা, বাদসার কর্ত্তব্য দুর্ব্বলতার অপেক্ষা রাখে না। গুরুভার গ্রহণ ক'রে তক্তে ব'সতে হয়; অন্যের পরিত্যাজ্য আকাঙ্ক্ষার কারণ নৈরাশ্য, বাদসার নৈরাশ্য কাপুরুষতা। বাদসা ঈশ্বর নিয়োজিত, অন্যের অপেক্ষা খোদার নিকট বাদসার পাপ পুণ্যের বিচার বলবতী। শাসন ও পালন যার হস্তে, সে নিস্তেজ হ'য়ে কি ক'রে কর্ত্তব্যের মাথায় পদাঘাত ক'রবে? বাদসার চক্ষে ধূলি দেওয়া ওমরাহ-

দের আহাম্মকের পরিচয়। আমি কতবার তাদের বুঝিয়েছি তবু তারা বিমর্ষ! এ বিমর্ষতা তাদেরই মহা ভ্রম! আমার বাক্যে অবিশ্বাস করা বিদ্রোহীর আচার! আমি জীয়স্তে তারা মহম্মদের উপর যেরূপ অসন্তুষ্ট, আমার অবর্ত্তমানে তারা বিদ্রোহী হ'তে পারে! মহম্মদ নির্দ্দোষী; আমার নিয়োজিত হ'য়ে সে আরাম-বাগে স্থান পেয়েছে, তার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার পরীক্ষার জন্য আমিই তাকে আমোদে লিপ্ত রেখেছি; যতদূর বুঝেছি সে মেঘমুক্ত চাঁদ! তক্তের সম্মান তারই উপযুক্ত, সে তক্তে ব'সলে কোনরূপ প্রলোভনে আকর্ষিত হবে না। পরীক্ষার দিন উত্তীর্ণ হ'লে ওমরাহরা বুঝ্‌তে পারবেন, বাদসার অনুমান মিথ্যা নয়।

পঞ্চম দৃশ্য।

গোলাপ-বাগ ফটক।

তিনজন প্রহরী অবস্থিত।

১ম প্র। বাদসা পাহারা দিয়ে সাজাদীকে রেখেছে কেন বল্‌দেখি?

২য় প্র। তুই বল্‌দেখি?

৩য় প্র। আমার কাছে শোন, রোজা গুনে গেছে, অনেক সিন্নী মেনে সাজাদীর জন্ম হ'য়েছে, এই এক বৎসর কারও মুখ দেখ্‌বে না, দেখ্‌লে ভূতে পাবে।

২য়। তবে তুই ঠিক ব'লেছিস্! তা যদি হবে, তবে আংটী দেখা-লেও মানুষ ছাড়তে বারণ ক'রে গেল কেন? অথচ মোল্লা সাহেব, আর সাজাদার এ বাগানে ঢোকবার বারণ নেই, বুঝ্‌তে পারছিস নি? সাজাদার সঙ্গে হুঁ হুঁ আল্লাই! আল্লাই! ঐ মোল্লাসাহেব কলমা প'ড়বে। সাদিটা চুপি চুপি সারবে।

১ম প্র। সাজাদীর বে চুপি চুপি হবে কিরে?

২য় প্র। আরে আজ কালকার বড়লোকেরাই কঞ্জুস। খানা দিতে গেলে রাজ্যিসুদ্ধ খাওয়াতে হবে। তার চেয়ে সাজাদী একে-বারে ছেলে কোলে নিয়ে মহলে উঠ্‌বে। আর কার বলবার থাক্‌বে না।

৩য় প্র। দ্যাখ! দ্যাখ! কালমত একটা মাগী এই দিকে আস্‌ছে, খবরদার ফটক ছাড়িসনি! হুসিয়ার, হাতেম সাহেবের হুকুম মনে আছে তো? ওর কাছে যদি আংটী থাকে তা হ'লেও না। পুঁটলি ক'রে কি আন্‌ছে বল দেখি?

(রমজানীর প্রবেশ।)

রম। সাহেব! সেলাম! সেলাম!

২য় প্র। সেলাম সেলাম বিবি! তুই কি মাঙ্গছিস্?

রম। মাঙ্গবো আর কি সাহেব? তোমাদের কাছে একটু ব'স্‌বো, আমার কি কেউ আছে যে তার ভয় ক'র্‌বো? আমার কেউ নেই।

১ম প্র। তুই মাগী এখানে কি ক'র্‌তে এসেছিস্? এ সাজাদীর গোলাপ-বাগ এখানে কেউ আস্‌তে পায় না। এই ফটক দেখ্‌ছিস, এই তিন আদমি আমরা পাহারা দি।

রম। তা সাহেব পাহারা দাওনা, আমি কি ঢুক্‌তে যাচ্ছি? আমি ফটকে তোমাদের কাছে ব'স্‌ছি। (উপবেশন) আমার এক আদ্‌মি ছিল, আহা! তার কথা ব'লবো কি সাহেব! ঠিক তোমার মতন! আহা তার দাড়িটীর কি বাহারই ছিল, হাওয়ায় যখন ন'ড়ত, যেন চামরের বাতাস লাগতো। সেও সিপাই ছিল, কোমরে হাতিয়ার বাঁধা। সে ম'লে তাকে কবরে রেখে মুল্লুক ছেড়ে চলে এলুম। তারপর এক দুষমনের পাল্লায় প'ড়ে আমায় নাস্তানাবুদ হ'তে হ'ল। আমায় নিকে ক'র্‌বে ব'লে কত লোভ দেখালে! শেষে আমার জাত কুল মজিয়ে আমায় একলা ফেলে পালিয়েছে। (ক্রন্দন)

২য় প্র। আরে বিবি রোও মাৎ! হিঁয়া রোয়নেসে কেয়া ফয়দা? দুষমন্‌কো কাম ইয়েতো হ্যায়ই।

৩য় প্র। তোম্ এক কাম করো, তোম্‌রা মুল্লুকমে চলা যাও, নেই তো পরদেশী আদ্‌মী, বেফায়দা হিঁয়া কোন্ কাম করেগা বিবি? ও তো চলা গেই; দুষমনি করে আউরৎকো সাত, উস্‌কো মার লাথ্।

১ম প্র। তোম্‌রা পাশ ও কেয়া চিজ্ বিবি?

রম। আরে সাহেব! ও সরাপ দু-বোতল আছে, এ তোম্ লোক লেও। হাম্ কেয়া করে? হামারা পাশ থা, হাম্ লেয়ায়া। আউর আস্‌রফি লেও, তোম্ তিনো আদ্‌মি, মিল্‌জুল্ করকে খানা লাগাও, হাম্‌কো দেল খোস রহেগি।

১ম প্র। (স্বগতঃ) আরে বাপ্‌রে বাপ্! ইয়ে আস্‌রফি কাঁহা মিলা?

রম। কি ভাবছ সাহেব? এ আস্‌রফি তোম্‌রা তিন জনে ভাগ ক'রে নাও, আমি গরীব ব'লে ঘেন্না ক'র না, আর যদি

তোম্‌রা একটা কাজ কর, তা'হ'লে আমার অনেক জহরত্‌ আছে আমি এনে দেব।

সকলে। কেয়া করেগা বিবি!

রম। বল্‌ছি, তোমরা এক এক পাত্র আগে খাও। আমি ঢেলে দিচ্ছি, তারপর সব ব'লবো।

২য় প্র। ফজির সে কিস্‌কো মু দেখা হ্যায়? নসীব তো খুল্‌ গেই, সরাপ, আউরৎ, আস্‌রফি এ তিনো মিলা ভেইয়া, আউরৎ বড়া ভালা আদ্‌মি, লে লেও, বিবিকো খোস্‌ কর।

৩য় প্র। আরে তোম্‌ তো বেকুব হ্যায়, ইয়ে গোলাব বাগমে পাহারা দেতেহুঁ, আবি সরাব পিনেসে যব্‌ জমাদার দেখেগা, তিনো আদ্‌মিকো বি জান লেগা! বাদসাকো কাম হুসিয়ার।

২য় প্র। আরে এক পিয়ালা লেনেসে হাম্‌লোক্‌কা কুচ্‌ ডর্‌ নেহি; জমাদার কেয়া বোলেগা? হাম্‌লোক্‌কা কাম্‌সে কেয়া কসুর পিতেহুঁ (জনান্তিকে) আরে ভেইয়া ইয়ে আসরফি কাহে ছোড়তি?

১ম প্র। ইয়ে তো ঠিক বাত। লেও বিবি! তুম্‌কো বাত হাম লোক রাখেগী, তোমরা দেল খোস কর।

হোগা? দেখো ভেইয়া ইয়ে বড়িয়া সরাব! আমীর লোক

রম। আর দেখ সাহেব! এই বক্‌রির সীনামে পোলাও আপন হাঁতমে বেনিয়েছি; সরাপের সঙ্গে একটু খেয়ে দেখ? আমি খুব ভাল খানা বানাতে পারি।

সকলে। তোফা, তোফা, তোফা!

রম। তবে নাও, চক্‌ ক'রে এক এক গেলাস্‌ গালে দাও। আগে এই বোতলটা খাও, তার পর দোসরাটা খুলো। নাও, আমি নিজ হাতে খাওয়াতে বড় ভালবাসি।

২য় প্র। তোম্ বড়া সাঁচ্চা আদ্‌মি।

[সকলের মদ্যপান।

৩য় প্র। দেল তর্ হোগেই, বহুত বড়িয়া চিজ্।

রম। নাও, একটু একটু মুখে দাও, তবেত মালুম্ হবে আমি কেমন বানাতে পারি?

[সকলের পুনরায় মদ্যপান ও ভোজন।

১ম প্র। কেয়া তোফা, কেয়া তোফা! বিবি এইবার বোল, তোমার কি কাম আছে? তোম্‌কো ওয়াস্তে হাম্‌লোক জান দেনে সেক্তা।

রম। আর একপাত্র ক'রে খাও! আমিতো আর এখন যাচ্ছিনি; বেশতো, তোমাদের পাহারা দেওয়াও হবে, মজাও হবে। এই নাও সকলে মিলে এই পাত্রটা শেষ ক'রে ফেল।

[সকলের মদ্যপান।

এখানে বড় জমাট বাঁধছে না, মিঞা সাহেব! আমি নাচতে গাইতেও জানি।

৩য় প্র। একঠো তান্ তো লাগাও জান্!

রম। আচ্ছা শোন, আমি গান বেশ ভাল জানি।

গীত।

দারু পিকে মিঞা মাতওয়ালা হুয়া,
হাম্ মাতওয়ালা হুয়া।
খাসিকা গোস্ নেহি মিলা চুয়া ॥
কাঁহা কালিয়া কাবাব,
হাম্, দেখা খোয়াব, (মিঞা দেখা খোয়াব)
চুয়া সে খানা মেরা খানা হুয়া ॥

১ম। তোমরা আসরফিগুলো আগে রেখে দাও। আমি আর কোথা যাব, আর তো দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, তোমাদের কাছেই থাকবো। আমার কথাটা কি জান? যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমার নিকে কর, আমি আমার জহরত নিয়ে এসে তার কাছে থাকি। আমি খানা বানাবো, সরাব ঢেলে দেবো, তোমরা মজা ক'রে খাবে।

২য় প্র। হাম্ নিকা করেগী, হাম্ নিকা করেগী।

১ম প্র। ইয়ে বাত ঠিক নেই. হামকো তো পহিলে বোল্ চুকা, উসকো আদমিকো মাফিক মেরা দাড়ী ঠিক হায়, হাম্ উসকো নিকা করেগী।

৩য় প্র। নেহি, নেহি ভেইয়া! হামকো তো আঁখমে ইসারা হোগেই, ইয়ে জানিতো মেরাই হায়

১ম। আরে সাহেব! তোমরা ঝগড়া কর কেন? আমি তোমাদের তিনজনকেই নিকে করবো, তার আর ভাবনা কি?

২য় প্র। ইয়ে কেইসে হোগা? তিনো মরদ, এক মাদা, লড়াই হোগা জুদা।

৩য় প্র। কাহে ভেইয়া? ফজরমে তোম্, বিহানমে ওন্, আওর রাতভর্ হাম্, ইয়ে তো ঠিক হোগেই।

১ম প্র। ইয়ে বাত ঠিক নেই, রাতমে তো হামকো পাস রহেগী; লেকেন্ হামকো দাড়ী উসকো আদমিকো মাফিক, জানিকো মালুম হায়।

২য় প্র। তোম্ উল্লু হ্যায়! হয়ে জানতো মেরাহ হায়! লেকেন তোম্ দোনো মেরা দোস্ত, ওসিয়াস্তে দিন ভর্ হাম্ ছোড় দেতি, তোম্ লোক মিলায়কে লেও।

রম। তবু তোমরা কেজিয়া ক'র্‌তে লাগ্‌লে? তবে আমি চল্লুম! দেখি, আর কোথায় যদি আমার কেউ জান মিলে?

২য় প্র। নেহি, নেহি, বিবি! তুমি ব'স; হাম্ লোক তিন আদ্‌মি তোমরা গোলাম হায়। হাম লোক কেজিয়া ক'র্‌ব না।

রম। তবে চল, ফটকের মধ্যে তোমাদের যে ঘর আছে সেইখানে যাই, এ বড় ফাকা জায়গা; এখানে আমোদ হবে না; চল চল—

১ম প্র। জমাদার গবরদারী করেগা, হাম্ লোক ফটক ছোড়কে নেহি যাগা। তিনো আদ্‌মিকো জাহান্নমে দেগা

রম। কেন সাহেব! ফটক ভিতর থেকে বন্ধ রাখ্‌বে? যখন কেউ আস্‌বে, খুলে দিলেই হবে।

১ম প্র। ইয়ে বাত ঠিক্। লেকেন্ যব পুছেগা, তোম্ কোন আছে? হাম্ লোক কি ব'লবে?

রম। ব'লবে যে মুল্লুক থেকে জরু এসেছে! তা হ'লেই সব গোল চুকে যাবে।

১ম প্র। এখন বোল বিবি! তিনো আদ্‌মি কেয়সে তোম্‌কো মিলেগী? দস্তিসে কাটারি চলেগি।

রম। তা কেন? এক এক দিন আমি একজনের কাছে থাক্‌বো। আমার যা জহরত আছে, তোমাদের তিন জনকেই ভাগ ক'রে দেব; আমি খানা বানাব, সরাব ঢেলে দেব, তোম্‌রা তিন আদ্‌মি খাবে, আর কি?

১ম প্র। উ কথাটা ঠিক আছে, চল বিবি! হাম্ লোক্‌কা কাম্‌রামে চল; ভেইয়া? তিন আদ্‌মিকো দোস্তি ঠিক রহেগী; জর কেয়া, হাতেম সাবকো বোল দেই, কইকো চুক্‌নেকা হুকুম নেহি হায়,

আংটী মিলনেসেও নেহি। হাম্ লোক ফটক বন্দ্ করকে পাহারা দেগা।.. চলো—

[সকলের উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ।

ষষ্ঠ-দৃশ্য।

গোলাপ-বাগ কক্ষ।

(দেলজান নিদ্রিত)

সাদেকের প্রবেশ।

সাদে। আহা ঘর আলো করা ধন! এই আমার ধ্যানের ছবি কি সুন্দর! খোদার অতুল ঐশ্বর্য্য। নিদ্রিতা, তবু যেন চেতন, চাঁদ স্নিগ্ধতায় তার কাছে হার মেনে যায়। এই তো দেলজান খোদা দাও দাও, আমায় দাও, আমি বুকে ক'রে নিয়ে পালিয়ে যাই। আহা! একে পেলে আমার স্বভাব আমি ত্যাগ ক'র্‌বো, আমি আর এক মানুষ হবো। প্রাণেশ্বরি! তোমার এই রূপ! তোমার এই মানুষ মারা চেহারা আমার প্রাণে ব'সে গেছে! আর আমি আমার নই, আমি তুমিময় হ'য়ে গেছি। তুমি কিছুই জাননা; যে দিন তোমায় রাজ-মস্‌জিদে দেখেছি, সেই দিনই এ প্রাণ তোমার পায়ে উৎসর্গ ক'রেছি; দেলজান! তোমার পিতার সহিত আমাদের যদি বিবাদ না থাক্‌তো, আমি সম্মানের সহিত তোমায় পেতেম। সে উপায় নেই, আমি যেমন ক'রে পারি তোমায় নিয়ে যাব, তাতে যদি মৃত্যু

হয়, আমি কাতর হবো না। আমি মরেছি, যে দিন দেখেছি সেই দিনই ম'রেছি, সেই দিন হ'তে আমি তোমার গোলাম! (অগ্রসর হইয়া) হাতের আংটীটা খুলে নি! দেলজানের হাতের আংটী বুকে ক'রে রাখ্‌বো। (অঙ্গুরী লইবার চেষ্টা) (দেলজানের নিদ্রা ভঙ্গ)

দেল। (উত্থিত হইয়া) একি! কে তুমি! তুমি কি জন্য এ কক্ষে প্রবেশ ক'রেছ?

স্বাদেক দেলজান! আমি যেই হই, তোমার শত্রু নই।

দেল। তুমি কার অনুমতিতে এ উদ্যানে প্রবেশ ক'রেছ? কি জন্য তুমি গুপ্তভাবে আমার আংটী হরণ করবার চেষ্টা ক'চ্ছ? তুমি জান? তোমার প্রাণদণ্ড হবে?

স্বাদে। সাজাদী! যদি শুনতে চাও, শোন! আমি সামান্য আংটীর লোভে এখানে আসিনি; তোমার জন্য এসেছি। তোমার অপরূপ রূপ আমায় এখানে এনেছে! তুমিই আমায় এখানে এনেছ। আমি তোমায় কোন কথা গোপন ক'র্‌ব না, আমি তোমার পিতার শত্রু! ছদ্মবেশে গুপ্ত অনুসন্ধানের জন্য অন্য রাজ্য হ'তে প্রেরিত। ছল স্বাদেক সেজে সাজাদার ইয়ার হ'য়ে এখানে অধিষ্ঠিত। কিন্তু শোন! আমি তোমায় একদিন রাজ মসজিদে দেখে অবধি পাগল হ'য়েছি। তুমি বিশ্বাস কর, আর আমি তোমাদের শত্রু নই। তোমার ধ্যান ছাড়া আর আমার অন্য কামনা নাই; তুমি আমায় পায়ে রাখ, আমি তোমার গোলাম। সুন্দরী! তোমার অপরূপ রূপ আমার প্রাণের ভিতর বিদ্যুতের মত খেলা করছে। দেলজান! আমার বুক চিরে দেখ, তুমিই আমার বক্ষে বিরাজিত।

দেল। দেলজানের পরিবর্ত্তে মৃত্যুই তোমার উপযুক্ত। কোই হ্যায়—

স্বাদে। সুন্দরি! ও কামনা পরিত্যাগ কর। কে উত্তর দেবে? যারা আছে তারা অর্দ্ধমৃত। যে পথ না পরিষ্কার ক'রে আমি এই শক্ত পুরীতে প্রবেশ করিনি। দেলজান! তোমার পায়ে মাথা রেখে ব'লছি, তুমি আমার হও। আমি তোমার পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলবো; চল, আমার সোয়ার তৈয়ার আছে, নইলে আমি তোমায় নিশ্চয় ছেড়ে যাব না।

দেল। যদি প্রহরী অজ্ঞান হ'য়ে থাকে, আমিই তোমায় দণ্ড দেব।

স্বাদে। সুন্দরি! বৃথা কোমল করে ব্যথা পাবে। আমি মৃত, আর কি দিয়ে মারবে? তোমার ঐ রূপই আমায় মেরে রেখেছে। শোন! তোমার প্রহরীদের অজ্ঞান অবস্থায় হাত মুখ বেঁধে রেখেছি, শত চীৎকারেও তাদের ঘুম ভাঙ্গবে না। আমার সোয়ার ঠিক আছে, চল আমি তোমায় রাজ্যেশ্বরী করবো। সুন্দরি! আমি তোমার গোলাম, কিন্তু তোমায় পাবার জন্যে যদি কঠিনতাকে আশ্রয় করতে হয়, আমি তাতেও কাতর হব না।

দেল। তবে মর—

পিস্তল লইয়া লক্ষ্য, নিমেষ মধ্যে দেলজানের হস্ত হইতে স্বাদেকের পিস্তল গ্রহণ।

স্বাদে। দেখ বৃথা চেষ্টা, দেলজান শোন! তুমি আমার হবে, আমি নিশ্চয় তোমায় আমার করবো। প্রগল্‌ভতার চেষ্টা করলে, খসরুশ্বার কন্যাকে সোয়ারের পেছনে, বেঁধে নিয়ে যেতেও কাতর হব না।

দেল। তোমার মস্তকে আমি পদাঘাত করি। তুমি তস্কর, কাপুরুষ!

সয়তানের ঘৃণিত! আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্‌বো, তবু তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তে দেব না। খস্‌রুসার কন্যা মর্‌তে জানে।

খাদে। তোমার কোন চেষ্টাই সফল হবে না। খসরুসার কন্যার হাত মুখ বেঁধে কি ক'রে নিয়ে যাই, খস্‌রুসার কন্যা প্রত্যক্ষ করুন। (খাদেকের অগ্রসর হওন)

দেল। দেলজানের মৃত দেহ নিয়ে যাবে।

[কটীদেশ হইতে ছুরীকা লইয়া নিজ বক্ষে আঘাত।

বাদসার কন্যার মহত্ব দেখ।

[পতন।

খাদে। কি সর্ব্বনাশ! রমজানি! রমজানি! এ কি, আপনার জান আপনি নিলে? আমার মাথায় আগুণ জলছে, কি হ'লো? আমি কি করলেম; সাজাদী, দেলজান! এই হত বল হ'য়ে গেলে।

(রমজানির প্রবেশ।)

রম। কি হ'লো কি হ'লো? চীৎকার ক'র্‌ছিস্ কেন? একি! সাজাদীর দেহ রক্তে ভাস্‌ছে কেন? তুই সাজাদীকে হত্যা করলি নাকি?

খাদে। দেলজান! আপনার বুকে আপনি ছুরি মেরেছে।

রম। সর্ব্বনাশ! ওমা, এখনি ধরা পড়বো! এখনি দুজনেই মারা পড়বো, প্রহরীদের নেশা ছুটে গেল ব'লে। তুই মুখপোড়া কেন বল দেখি এখানে এলি, এখন উপায়?

খাদে। রমজানি! আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তুমি উপায় কর।

রম। তবে রে মুখপোড়া! আমি উপায় করব, তবে তুই মরদ হ'য়েছিস্ কি করতে? আর উপায় কি করি, ওতো অক্কা পেয়ে গিয়েছে। চল, গহনা গাঁটী গা থেকে খুলে নিয়ে মুল্লুক ছেড়ে পলাই। সখিগুলো পাশের কামরায় শুয়ে আছে, আমি তাদের খাবার জলের সঙ্গে সেই গুঁড় মিশিয়ে দিয়েছি; ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছি, এখনি হয়ত উঠবে, সর্ব্বনাশ হবে; ভোর হ'লেই কবর।

খাদেক। না, গহনা নেওয়া হবে না, তাহ'লে ধরা পড়বো। তুই মনে ক'রেছিস্ কি, আমি অর্থের লোভে এখানে প্রবেশ ক'রেছি? তা নয়। শোন, এক কাজ কর, ঐ সিন্দুকের ভিতর মুন্দারটাকে পুরে দড়ী দিয়ে বেঁধে, এই জানালা দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দি আয়। তুই রক্তগুলো মুছে ফেল, এ সহর এখন ছাড়া হবে না। রাজ্যে হুলস্থুল পড়ে যাবে, চারিদিকে চর ছুটবে, বেরুলেই ধরা পড়বো। সহরে থাকলে কেউ ধরতে পারবে না, বরং অনেক সংবাদ পাব, সহর ছাড়লেই বিপদ! এখনও অনেক কাজ বাকী।

রম। মুখপোড়া, খুনে! এখনও তোমার কাজ? তবে নে আর দেরী করিস্‌নি; আয়, ধরাধরি ক'রে ওকে সিন্দুকের মধ্যে শুইয়ে দি।

খাদে। দে, তোল; ইয়া আল্লা!

[উভয়ে ধরাধরি করিয়া, সিন্দুকের মধ্যে দেলজানের মৃত দেহ স্থাপন পূর্ব্বক জানালা দিয়ে নিম্নে নামাইয়া দেওন।

খাদে। চল, পালাই ফর্সা হ'য়ে এল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম-দৃশ্য।

রাজ-সভা।

ওমরাহগণ ও বেজাদ খাঁ।

১ম ওম। দেখলেন, বাদসার প্রাণে আমাদের উপর সন্দেহ বদ্ধমূল হ'য়েছে; আহা! এমন বাদসা আর কখনও পাব না। খোদা! কি করলেন, রাজ্য ছারেখারে যাবার যোগাড় হ'য়েছে।

২য় ওম। যথার্থ, আবার সংবাদ পাওয়া গেল যে, শত্রুর চর এই সহরে এসে অবস্থান করছে; সন্ধান শেষ হ'লে, তারা আবার আক্রমণ করবে। তাইতো যে রকম ঘটনা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে; যদি গণনা সত্য হয়, সেই দুর্দ্দিনে বাদসার যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা হবে, ভাবলেও শরীর শিহরে উঠে। শত্রু নিশ্চয় প্রবল হবে, আর যদি সেই সময় আক্রমণ করে, তাহ'লেই তো সর্ব্বনাশ।

৩য় ওম। আচ্ছা, এত সন্ধান তো করা গেল, গুপ্ত চর যে কে, তাতো নিশ্চয়ই হলো না। সংবাদ, আমাদের রাজ সংসারের অনেক বিষয় সে অবগত।

১ম ওম। তার আর কি ক'রবেন? বাদসার স্মৃতি না ঠিক হ'লে কিছুই ঠিক হবে না, কেন যে কাল গণনা করা হ'য়েছিল?

বেজাদ। আপনি যথার্থ অনুমান ক'রেছেন, বাদসার না মনস্থির

হ'লে আমরা কোন কাজই ক'র্‌তে পার্‌বো না। দেখুন, কয়দিন তিনি তক্তে বসেন নি আপনারাও উৎসাহ ভঙ্গ হ'য়েছেন, এ সন্দেহ কি ক'রে নাশ হবে। গণনায় দেলজানের অদৃষ্ট যেরূপ বর্ণনা হ'য়েছে, তা সত্য হ'লে, আপনারা বাদসার সন্দেহ হ'তে পরিত্রাণ পাবেন বটে, কিন্তু রাজ্যে কিরূপ হাহাকার উত্থিত হবে একবার ভাবুন দেখি। যথার্থ যদি ঐ সময় শত্রু দেশ আক্রমণ করে, আমরা নিশ্চয় পরাজিত হব। সন্দেহে বাদসার যেরূপ অবস্থা, দেলজানের কোন অশুভ হ'লে তিনি উন্মাদ হবেন। আহা দেলজান! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

১ম ওম। আচ্ছা, আপনার কি বিশ্বাস হয়, গণনা সত্য কি না?

বেজাদ। আশ্চর্য্যই বা কি? উজীর সাহেব গণনায় অদ্বিতীয়, তাঁর গণনা মিথ্যা হবে, এত সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বর করুন, এবার যেন গণনা মিথ্যা হয়। দেলজান যদি বাঁচে, আপনাদের উপর বাদসার এ ভাব ক্রমে তিরোহিত হবে।

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত। স্বামিন্! বাদসা আপনাদের তলব করেছেন, সাজাদীকে পাওয়া যাচ্ছে না, গোলাপ বাগের প্রহরীরা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে।

সকলে। সর্ব্বনাশ!

বেজাদ। এ আবার কি বিপদ, তোমায় বাদসা কি বললেন?

দূত। তিনি বললেন, সকলকেই ডেকে নিয়ে যেতে।

২য় ওম। নিশ্চয় শত্রুর চর, সাজাদীর বিনিময়ে সন্ধির আশা কর্‌বে ব'লে এই কাজ হ'য়েছে।

১ম ওম। চলুন, আর বিলম্বে কাজ নাই ; চর নিশ্চয় রাজ সংসারে লিপ্ত, নইলে এ ঘটনা কি ক'রে ঘটবে। চল, আজ সভা ভঙ্গ হোক।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়-অঙ্ক সম্পূর্ণ।

তৃতীয়-অঙ্ক।

প্রথম-দৃশ্য।

রহমনের বাসাবাটী।

দেলজান।

দেল। একি স্বপ্ন! আমি কোথায়? [illegible] বেশ মনে হয়, আমি ম'রেছিলুম! নিজে নিজের [illegible] রে ম'রেছিলুম, তবে আমি জীবিত কেন? এ কি! এত দাওয়াই এখানে ছড়ান কেন, এ পাত্রে কি? এত সুরুয়া. আমি তবে কি রুগ্ন শয্যায়? আমার শরীর দুর্ব্বল, বাদসা কি আমায় অন্য কোন অট্টালিকায় এনে চিকিৎসা করাচ্ছেন? তাই বা কেন হবে! তাহ'লে সখীরা কোথায়, আমায় একলা ফেলে তাহারা কোথায় গেল? আমি কিছু বুঝতে পারছিনি, স্বপ্ন ব'লেও বোধ হ'চ্ছে না, সত্য ব'লেও বিশ্বাস হয় না; এ আমার কি হলো। তবে কি সেই পাপিষ্ঠ স্বাদেক আমার প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে? আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনি; আমি কত-দিন এ অবস্থায় আছি, আমার বুকের ক্ষত দেখছি শুষ্ক, তবে বহুকাল আমি এখানে অবস্থিতা।

(করিমের প্রবেশ।)

করিম। (হাস্যমুখে) বিবি সেলাম।

সেল। (স্বগতঃ) এ বালক কে? আমায় সেলাম দিলে, আবার হাস্‌ছে কেন? একে জিজ্ঞাসা করলে বোধ হয় অনেক সংবাদ জ্ঞাত হ'তে পারি। (প্রকাশ্যে) ছোক্‌রা তুমি কে? আমায় দেখে তুমি হাস্‌ছ কেন?

করিম। আমি করিম! আপনি উঠে ব'সেছেন, আমি সেই জন্য হাস্‌ছি।

সেল। আমি উঠে ব'সেছি, তাতে তুমি হাসবে কেন?

করিম। আমার আহ্লাদ হ'য়েছে।

সেল। তোমার আহ্লাদ হলো কেন?

করিম। আপনি এতদিনে রোগ মুক্ত হ'লেন তাই।

সেল। সে জন্য তোমার হাসি এলো কেন?

করিম। আস্‌বে না, আপনিও যদি কখন আমার মত কারুর দাওয়াই বেটে দিতেন, সুরুয়া তৈয়ারি ক'রে দিতেন, আর যদি সে বেঁচে উঠতো, আপনিও এই রকম না হেসে থাক্‌তে পারতেন না।

সেল। তুমি নিত্য আমায় সুরুয়া দিতে?

করিম। একবার কি? দিনের মধ্যে কতবার তা গুনতে পারিনি। আমার মনিব এমন নয়, বাসি সুরুয়া দেবার যো নেই, তাঁর কড়া হুকুম। এতো সক্ ক'রে খাওয়া নয়, প্রাণ বাঁচান কাজ এ আমি বুঝি!

সেল। তোমার মনিব কে?

ত-৫৫

করিম। মনিব আবার কে, মনিব! মনিব!

দেল। মনিব তো বুঝলুম, তাঁর তো একটা নাম আছে।

করিম। ও, তাই বলুন, তাঁর নাম খাঁ সাহেব।

দেল। খাঁ সাহেব তো অনেক আছে, সেত উপাধি; নাম! নাম! তোমার নাম যেমন করিম, তাঁর তেম্‌নি নাম তো একটা আছে?

করিম। হ্যাঁ, তা আছে বৈকি; তাঁর নাম রহমন খাঁ সাহেব। তবে, আমি সাহেব ব'লে ডাকি; আর দুকানিয়া ডাকে।

দেল। দুকানিয়া কে।

করিম। সেও ত একজন, তবে সে মেয়ে মানুষ আর আমি মরদ্‌। আর সে আমার চেয়ে এক বছরের বড়।

দেল। সে কি করে।

করিম। আমিও যা করি, সেও তাই করে; যখন হাকিম সাহেব আসে আমরা দুটীতে দাঁড়িয়ে থাকি, সেই সাহেব দাওয়াই বাটতে কি সুরুয়া তৈয়ারি হুকুম দেন, আমরা দুজনে ছুটে চ'লে যাই। সুরুয়া দাওয়াই এনে তবে আবার চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে থাকি, আমাদের দুটীতে বড় ভাব; আমি হাস্‌ছিলুম কেন শুন্‌বেন!

দেল। বল, শুন্‌বো।

করিম। একদিন আপনার ভারি অসুখ গেছে। হাকিম সাহেব বললেন আর বাঁচবেন না, শুনে আমার মনিব কাঁদতে লাগলেন। আমাদের দুজনের চ'খে জল এসেছিল; তার পর! তার পর মনিব অনেকক্ষণ ধ'রে খোদাকে ডাক্‌তে লাগলেন, আমরাও চুপি চুপি দরগায় গিয়ে দুজনে খুব ফুল ছড়িয়ে এলুম। ফিরে আস্‌বার সময় আমি দুকানিয়াকে ব'লেছিলুম যে, আপনি

নিশ্চয় বাঁচবেন। তার পর দিন আবার হাকিম সাহেব এলেন; বল্লেন, বাঁচবে। আমার মনিব তিন দিন খাননি, যখন শুন্লেন বাঁচবে, আবার খানা খেলেন। আজ আপনি উঠে ব'সেছেন, দেখে আমার ভারি আমোদ হলো তাই হাসলুম। ডুকানিয়া এলে দেখবে আমার কথা মিছে নয়, আপনি বেঁচে উঠেছেন।

দেল। (স্বগতঃ) এ বালকের কথার আভাষে বুঝলুম যে, কোন দয়ালু ব্যক্তি আমার রক্ষা কর্ত্তা। যাইহোক্ ঈশ্বর তাঁর দয়ার পুরস্কার দেবেন। কৌশল ক'রে এই বালকের দ্বারা তাকে সংবাদ দিই, তাহ'লে আমার মুর সন্দেহ মিটে যাবে। করিম! তুমি বল্লে আমার যখন ভারি অসুথ, তখন তোমার মনিব কেঁদেছিলেন, তিনদিন খানায় বসেন নি; তা তিনি আমার জন্য কাঁদ্লেনই বা কেন, খানা খান্‌নিই বা কেন, ব'লতে পার?

করিম। আপনি তো বেশ লোক, তিনি কাঁদবেন না; হাকিম সাহেব বল্লেন, আপনার সিনার নিচে কি সব পচে গেছে। তিনি কি খানা খেতে পারেন, আমরাই যার খেতে পারতুম না; আর খাবই বা কি, সাহেবের খাবার পর যা থাকে আমরা দুজনে খাই, তিনদিন সাহেবও খান্‌নি তা আমরা আর কি খাব, ঐ-কদিন আমরা বাড়ী গিয়ে খেয়ে আস্তুম।

দেল। তোমাদের বাড়ী কোথায়, এখানে কতদিন আছ?

করিম। আমাদের বাড়ী এই সহরে, যতদিন হাকিম সাহেব আস্ছেন ততদিন আছি, ডুকানিয়া আমার অনেক পরে এসেছে।

দেল। কতদিন হাকিম সাহেব আস্‌ছেন ?

করিম। তাকি আমার মনে আছে, ঐ দেখুন দুকানিয়া আসছে

(দুকানিয়ার প্রবেশ।)

আব, আমি ব'লেছি, বিবি ম'রে উঠেছেন। বিবিকে সেলাম কর।

দুকা। সেলাম।

দেল। তোমরা আমার কাছে এস। (উভয়ের মস্তকে হস্তার্পণ) হে পরম দয়াল পরমেশ্বর! এই শিশু দুটীও আমার প্রাণরক্ষার সাহায্যকারী, তুমি এদের মঙ্গল কর। খোদা! তোমার অপার মহিমা, আমি আবার পুনর্জ্জীবিতা হবো, এ আশা আমার ছিল না। দয়াময়! আমা বিহনে রাজ্যে হাহাকার উঠেছে। আমার পিতার মর্ম্মবেদনায় তুমি শান্তি প্রদান কর প্রভু! আমার অদর্শনে সখিরা উন্মাদিনী হবে, যুলজানি ব্যথিত হবে, তুমি তাদের সান্ত্বনা কর। হায়! আমি বাদসাহ কুমারী হ'য়ে প্রহরী বেষ্টিত গোলাপবাগে থেকেও শক্র লাঞ্ছিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলুম। তুমি দয়াময় দয়া ক'রে আবার আমায় বাঁচালে; তোমার প্রয়োজনে দুনিয়ায় এসেছিলুম, তোমার প্রয়োজনে ম'রেছিলুম, আবার তোমারই প্রয়োজনে পুনর্জ্জীবিতা হ'য়েছি, তোমায় শত শতবার সেলাম। (করিমের প্রতি) যাও তোমার মনিবকে নিয়ে এসো, ব'লো আমি ডেকেছি।

করিম। আমি যাই, তিনি শুনে কত আহ্লাদ কর্‌বেন, আমি জানি। [প্রস্থান।

দেল। (স্বগতঃ) উজিরের গণনা তবে কিরূপ? আমার আত্মঘাতী হওয়া তো পিতা বলেন নি! নিশ্চয় গণনা মিথ্যা! পিতার কল্পনাই যথার্থ। আমি মৃত হ'য়েও জীবিত হ'লেম, এ ঘটনা ত গণনার সহিত অমিল হলো! কিন্তু কে ইনি আমার প্রাণরক্ষা কর্ত্তা? ইনি তো বিদেশী, বেশ অনুমান হ'চ্ছে। যদি এ সহরের কেউ হ'তেন, নিশ্চয় কোন জেনানা স্ত্রীলোক এখানে থাকতো। যাই হোক্, আমি বাদসার কন্যা এ পরিচয় দিব না, কৌশলে আমার বিবরণ অবগত হব। পিতার নিকট গেলে, এঁকে প্রচুর অর্থে সন্তুষ্ট করবো। বাদসার কন্যার প্রাণের মূল্য বাদসা যথেষ্ট জানেন।

(করিম ও রহমনের প্রবেশ।)

রহ। (করিমের প্রতি) তোমরা যাও, হাকিম সাহেব এলে আমায় সংবাদ দিও।

[ঢুকানিয়া ও করিমের প্রস্থান।

রহ। সেলাম বিবি! আল্লা আপনাকে জীবনদান ক'রেছেন দেখে, খুসি হ'য়েছি; আমায় স্মরণ করেছেন শুনলুম, আজ্ঞা করুন আমি চরিতার্থ হবো।

দেল। সেলাম! হ্যাঁ আমি বালককে আপনার নিকট পাঠিয়েছিলুম; আমার অনুমান আপনি আমার প্রাণ রক্ষা কর্ত্তা! আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানান উচিত, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল করবেন।

রহ। বিবি! আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হ’য়েছে এমন মনে কর্‌বেন না। আল্লার মর্‌জিতে দুনিয়া চ’ল্‌ছে, যেমন বৃক্ষের অন্তঃরস সঞ্চারে ফল হয়, আর সেই ফল মানবের রসনা তৃপ্ত করে, তেম্‌নি মানুষের দ্বারা মানুষের মঙ্গল, সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরই ক’রে থাকেন। এ কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরকে জানান, আমি নিমিত্ত মাত্র।

দেল। আপনার মহৎ অন্তঃকরণে এরূপ কথাই শোভা পায়, আমি-কিরূপে আপনার আশ্রয়ে এসেছি, তাই জান্‌বার জন্য আমার কৌতুহল জন্মেছে। সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক’রে বল্‌লে, আমি আপনার নিকট আরও বাধিত হব।

রহ। আমি যেদিন এ সহরে প্রথম আসি, অধিক রাত্র বশতঃ সিপাহীরা আমায় সহরে ঢুক্‌তে নিষেধ করে; কারণ আমি শুন্‌লেম, রাত্রে বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ। তাই সহর প্রান্তে এক উদ্যান বাটীর পশ্চাতে বিশ্রাম কর্‌ছিলুম, ইচ্ছা রাত্র শেষে নগরে প্রবেশ কর্‌বো। প্রভাতের বিলম্ব নাই, এমন সময় দেখি, উপর থেকে একটা কৃষ্ণবর্ণ জিনিস নিচে নেবে আস্‌ছে, যতই নিম্নে নাব্‌তে লাগলো, ততই আমার কৌতুহল বৃদ্ধি হলো। বাহক নিদ্রিত ছিল, ঠিক তারই পাশে ধীরে ধীরে একটা সিন্দুক স্থাপিত হলো; একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং সেই দড়ি দ্বারাই নীচে কেউ যেন নাবিয়ে দিলে বেশ বুঝতে পারলুম। কেন না, সেই দড়িটা সব মাটিতে পড়ে গেল। কৌতুহল বশে আমি বন্ধন ছেদন ক’রে ডালা উদ্ঘাটন ক’রে যা দেখলুম, তাতে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হ’লেম! দেখি, সর্ব্বাঙ্গে রুধির প্লাবিত এক কামিনী! আমার সন্দেহ

হ'য়েছিল, কোন দুরাচার তস্কর অর্থ লোভে সেই কামিনীর দেহে অস্ত্রাঘাত ক'রেছে; কিন্তু শীঘ্র সে সন্দেহ আমার নাশ হ'লো। দেখলেম, সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কার ভূষিতা; তস্করের দ্বারা নিহত হ'লে, নিশ্চয় অলঙ্কার অপহৃত হ'তো। অনুমানে বুঝলেম, কোন ওমরাহের কন্যা; কারণ এত রূপ এত ঐশ্বর্য্য অন্যের সম্ভবে না। আমি সাবধানে ক্ষত স্থান অনুসন্ধান ক'রে জানলুম বক্ষে ছুরিকাঘাত হ'য়েছে; আরও দেখলুম, হৃদপিণ্ড ঈষৎ কম্পিত হ'চ্ছে। এ দিকে প্রাতঃ সমীরণ ব'ইছে দেখে, আর বিলম্ব না ক'রে বাহককে নিদ্রিত অবস্থা হ'তে তুললুম। আমার অন্যান্য আসবাবের সহিত ঐ সিন্দুকও তার মাথায় দিয়ে সহরে প্রবেশ করলুম।

দেল। বাহক আপনাকে কোন প্রশ্ন করে নি?

হ। না, কেবল আশ্চর্য্য হ'য়ে আমার দিকে চাইলে; আমি বেশি বক্‌শিস্ করব বলাতে, সে সমস্ত দ্রব্য মাথায় ক'রে, এই বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল। সে বিদায় হ'লে, আমি অনুসন্ধান ক'রে হকিম এনে চিকিৎসায় মন দিলেম।

দেল। রক্তাক্ত কলেবরা কামিনীকে দেখে, হকিম সাহেব আপনাকে কিছু বলেন নি?

রহ। আমি আপনাকে আমার স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে ব'লেছি যে, আমি দেশ পর্য্যটনে গিয়েছিলুম, পথে দস্যু কর্ত্তৃক এই দুর্দ্দশা ঘটেছে।

দেল। আপনার কথায় তাঁর বিশ্বাস হ'লো?

রহ। বিশ্বাস না ক'রবার কোন কারণ ছিল না, আর প্রচুর অর্থে তাঁর মন নরম ছিল।

দেল। আপনি কি জন্য মিথ্যা পরিচয় দিলেন?

৮-৭১।০

রহ। আমি ভেবে'ছিলাম, নিশ্চয় আপনি কোন ওমরাহের কন্যা গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা আপনার এই দুর্দ্দশা ঘটেছে; নিশ্চয় পাপিষ্ঠেরা মৃত জ্ঞানে এইরূপ ভাবে ফেলে দিয়েছে! আমি প্রকাশ করলে তারা সন্ধান অবগত হবে, তাতে বিপদের সম্ভাবনা, এইজন্য গোপন ক'রেছি।

দেল। আমি কতদিন আপনার আশ্রিতা

রহ। প্রায় তিন মাস।

দেল। এই দীর্ঘকাল আমি অজ্ঞান অবস্থায় পতিতা ছিলুম?

রহ। না, মধ্যে মধ্যে সামান্য জ্ঞান হ'য়েছিল, কিন্তু স্মৃতির ঠিক ঠিক ছিল না; দুর্ব্বলতায় আপনার ঘন ঘন মোহ হ'তো।

দেল। সাহেব! আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আপনি যেমন মহৎ, আপনার কার্য্যও সেইরূপ হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

রহ। আমি তো ব'লেছি কার্য্য আমার নয় ঈশ্বরের, তিনিই ক'রেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিন, তিনিই আপনাকে পুনর্জ্জীবিত করলেন।

দেল। আপনাকে আমার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হ'য়েছে, প্রভুক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জন্য আমি আপনার নিকট বাধিতা। শুনলুম, এমন কি আপনি আমার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, চ'খের জলেরও বিরাম ছিল না। আমার জিজ্ঞাস্য, এ সকল ঘটনা মায়ায় সৃজন হয়; আমি দেখছি, আপনার গৃহে কেহ আত্মবন্ধু নাই, পরিজন কোন স্ত্রীলোকও উপস্থিত দেখছি না; আপনি যুবক, আমি যুবতী, কি চক্ষে এতদিন আমায় নিরীক্ষণ ক'রেছিলেন?

রহ। বিবি! আমি আপনার কাছে কোন কথা গোপন করব না। আমি এতদিন আপনাকে কি চক্ষে যে দেখেছি, তা ব'লতে

পারি না; তবে এইমাত্র জান্‌তেম, আপনার শুশ্রূষাই আমার সুখ। আপনাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ ক'রে যেতে আমার ইচ্ছা হ'ত না, আপনার চেতন হীন মুখে আমি স্বর্গীয় আভা দেখতে পেতেম। ঘোর বিকার অবস্থায় আপনার মলিন মুখে যখন আরও কালিমার আভা প্রকাশ পেতো, আমার বুক ফেটে যেতো, আমি চারিদিক শূন্য দেখতেম। আমার মনে হ'তো বুঝি দুনিয়া তমসাচ্ছন্ন হ'য়েছে; সংসারে আপনার জন আমার কেউ নেই, অকুল সংসার সাগরে আমি একা, কিন্তু আপনাকে দেখে অবধি, আপনাকে গৃহে এনে অবধি আপনার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করিনি। আমি ভেবেছি, আপনিই আমার আপনার, আর আমার আপনার কেউ নেই। আপনার আরোগ্য কামনায় খোদার নিকট কায়মন বাক্যে প্রার্থনা ক'রেছি; তিনি দয়াময়, তাঁরই দয়ায় আপনি রোগমুক্ত হ'য়ে আমার সহিত কথা ক'ইছেন।—জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ! আমার এ আহ্লাদ হৃদয়ে ধরে না।

দেলন। আমি আপনার নিকট অপরিচিতা। আমার পরিচয় যে খুব উচ্চ, অনুমানে আপনি বোধ হয় বুঝেছেন; কিন্তু আমি আপনার নিকট বিক্রীতা। আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি, কি মূল্যে আমি আমাকে ফিরিয়ে পেতে পারি?

রহ। বিবি! গৃহে প্রত্যাগমন করবার ইচ্ছা ক'রেছেন?

দেল। ইচ্ছা করলেই বা যাব কি প্রকারে? আমি এই তিনমাস আপনার আশ্রয়ে প্রতিপালিতা, প্রমাণের মধ্যে হকিম সাহেব, তাও তিনি আমাকে আপনার স্ত্রী ব'লেই জানেন; গৃহে গেলে আমি বিশেষ লজ্জিত হব।

৮-৭৩

রহ। আপনার বাসনা প্রকাশ ক'রে বলুন? আমি আপনাকে গৃহে এনে কি অপরাধ ক'রেছি? আমার স্ত্রী-রূপে আপনাকে পরিচয় না দিলে যে বিপদের সম্ভাবনা, তা আমি আপনাকে জ্ঞাত ক'রেছি। আমি বুঝেছি আপনি কোন বড় ঘরের কন্যা। আমায় বলুন, কি ক'রলে আপনার সন্তোষ হয়? আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার উপকার হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

দেল। সাহেব! আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনার ঋণ আমি ইহ জন্মে পরিশোধ করতে পার্‌বো না। কিন্তু শুনুন, আমি জন্মাবধি পুরুষের উপর ঘৃণা ক'রে এসেছি, আজ আমার সে দর্প চূর্ণ হ'য়েছে; পুরুষের প্রাণ এত উচ্চ! তা আমি জান্‌তেম না। খোদা আপনাকে সুখী রাখুন, উপস্থিত দেখছি আমার অন্য পথ নেই, আমি আপনার গৃহেই থাক্‌বো। আমার নিবেদন, কয়েক দিবস আমি আমার পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক, আপনি বোধ হয় তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না? বাহিরে প্রচার থাকুক, আমি আপনার স্ত্রী। আপনাকে ধনে প্রাণে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু কি করবো, আমার অন্য পথ নেই।

রহ। বিবি! আমি আপনার ভৃত্য! আপনি আমার গৃহে থাক্‌লে আমার স্বর্গবাস হবে; আমার প্রাণ আপনার কার্য্যেই উৎসর্গ ক'রেছি।

দেল। কিন্তু আপনি দেখছি বিদেশী, কি ক'রে আমার এই বিপুল ব্যয় ভার বহন করবেন?

রহ। তবে শুনুন, পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যে আমিই একমাত্র অধিকারী ছিলেম। চাটুকারের প্রলোভনে সর্ব্বশ্রান্ত হ'য়ে, অর্থ

অন্বেষণে দেশ পর্য্যটনে বাহির হ'য়েছি। এ সহরে প্রথম এসেই আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছে, আপনিই আমার উৎসাহ, আমি অর্থ উপার্জ্জন করবো।

দেল। উত্তম, কিন্তু কি উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্‌বেন ?

রহ। আমি বাণিজ্য জীবী, বাণিজ্য আমার উপজীবিকা, আমি বাণিজ্য কর্‌বো।

দেল। কি, কি, কি উপায় বল্‌লেন ? আপনি কে

রহ। আমি বিদেশী সওদাগর।

দেল। পিতা ! তোমার অনুমান মিথ্যা, গণনাই সত্য।

[মূর্চ্ছা।

রহ। কি সর্ব্বনাশ ! বিবি আবার মূর্চ্ছা গেছেন। করিম ! করিম !

(করিমের প্রবেশ।)

করিম। সেলাম সাহেব !

রহ। পানি, জল্‌দি পানি লেয়াও, জল্‌দী, জল্‌দী।

[করিমের প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া ঢুকানিয়ার প্রবেশ।

ঢুকা। হকিম সাব আয়া হ্যায়।

রহ। জল্‌দী লেয়াও ; ব'লো, বিবিকো ফিন্ বেথার হুয়া।

[ঢুকানিয়ার প্রস্থান ও অপরদিক দিয়া করিমের জলপাত্র লইয়া প্রবেশ।

রহ। দাও। (দেলজানের মুখে জলসিঞ্চন)।

(হকিম ও ঢুকানিয়ার প্রবেশ।)

হকিম। কি সাহেব ! আজ আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ?

রহ। এই যে এসেছেন! আজ বিবি বেশ ভাল ছিলেন, সজ্ঞানে আমার সহিত অনেক কথা ক'ইলেন, এইমাত্র আবার মূর্চ্ছা গেছেন।

হকি। ক'ই দেখি। (হস্ত লইয়া পরীক্ষা) এখনও দুর্ব্বল, ঐ সুরুয়াই দেবেন। আর ভয় নেই, আরও দুই একদিন এ রকম হবে। হবে না, এত বড় শক্ত অসুখ গেল; ক্রমে সুস্থ হবেন। এই দাওয়াই দিয়ে যাচ্ছি, উঠলে একবার খাওয়াবেন; বোধ হয় অধিক কথার পরিশ্রম হয়েছে।

রহ। তাই সম্ভব, বিবি অনেকক্ষণ আমার সহিত কথা ক'য়েছেন।

হকি। ঠিক্, মধ্যে মধ্যে একটু একটু চলা ফেরা করাবেন. বায়ু সেবন এ সময় জরুর প্রয়োজন। ধ'রে ধ'রে ছাদে নিয়ে যাবেন, পায়চারী করাবেন। তবে আমি এখন যাই, আর ভয় কি; খোদা কবর থেকে আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলেন।

রহ। আপনার কৃপা আমি ভুলতে পারবো না।

হকি। কিছু না, কিছু না, সাহেব এত আমাদের কাজ, সেলাম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয়-দৃশ্য।

খসরুশার খাসমহল।

খসরুশা, বেজাদ খাঁ, ওমরাহগণ সৈনিকগণ।

খসরু। কোন সংবাদ এখনও পৌঁছাল না? তাজ্জব কি বাত। বেজাদ খাঁ, আমি এখনও তোমায় বিশ্বাস করি; বল, এওকি চক্রান্ত! বাদসার চখের জলে কি ওমরাহদের বিদ্বেষ গেল না?

বেজাদ। জাঁহাপনা। দেখুন আপনার বাক্যবাণে ওমরাহরা জর্জ্জরিত ; আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার এ দশা আমাদের অসহ ; দেখুন, ওমরাহরা চখের জল সম্বরণ করতে পারছেন না।

খসরু। বাদসার প্রাণে কষ্ট হয় এ অনুমান কি ওমরাহদের আছে ? বেজাদ ! খোদা নিশ্চয় শয়তানকে দুনিয়া ইজারা দিয়াছেন, নইলে এখনও বজ্র পতন হ'চ্ছে না কেন ? দেলজান ! তুমি কোথায় আছ ? তোমায় না দেখে বাদসা মরতে পারবে না। ওঃ স্বর্গীয়া বেগম আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, বাদসার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন ; বাদসার কোন ক্ষমতা নেই, বাদসার কোন ক্ষমতা নেই, দেলজান ! তোমায় রক্ষা করতে পারলেম না।

বেজাদ। সাহান্‌সা ! গোলামের নিবেদন, আক্ষেপে ফল নেই। আপনি বাদসা ! আপনার চঞ্চলতায় রাজ্যে বিপ্লব হবার সম্ভাবনা। দেশ বিদেশে চর ছুটেছে, নিশ্চয় আমরা সংবাদ পাব।

জনৈক ওমরাহ। জনাব ! আমাদের নিবেদন, আজীবন রাজ্য ও রাজসেবায় জীবন অতিবাহিত করে, পরিণামে বাদসার ঘৃণার পাত্র হ'য়েছি, এ পাপ প্রাণ রাখতে কোন্ ওমরাহ ইচ্ছা করেন না। তাই আজ সকলে উপস্থিত হ'য়েছেন, আপনি জল্লাদকে হুকুম দিন, একে একে সকলেই আমরা হাসতে হাসতে প্রাণ দেব, একটু মাত্র কাতর হবো না। আমাদের মৃত্যুতে আপনার প্রাণে শান্তি স্থাপন হোক্, আপনি সন্দেহ হ'তে মুক্তি পান, আপনি সুখী হউন, ওমরাহরা অন্য প্রত্যাশা রাখেন না।

৮-৭২.

খসরু। বাদসা কে? বাদসার বাদসাহ্ন কোথায়? যে আপনার কন্যার পর্য্যন্ত সংবাদ রাখতে পারে না, তার ভক্ত কলঙ্ক করবার কি প্রয়োজন? হয়তো ওমরাহরা নির্দ্দোষী হ'তে পারেন, হয়তো উজীরের গণনাই সত্য, হয়তো দেলজান এখন কোন বিদেশী বণিকের প্রণয়ে আবদ্ধা; কিন্তু যে বাদসা হ'য়ে অপত্যের মায়া অতিক্রম করতে পারে না, সে কি ক'রে ভক্তের সম্মান রাখবে, কি ক'রে বিচার করবে? তোমরা এখন যাও। (বাদসা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)। বাদসার বাদসা যিনি, তিনি বুঝতে পারছেন, বাদসা কি মর্ম্ম পীড়িত! দেলজান অপহৃতা, শত্রুর ছলনায় অপহৃতা! গণনার সহিত এ ঘটনার কোনই সম্পর্ক নাই। উজীর কন্যা ফুলজানের মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ চক্রান্ত নয়তো কি? গণনার সহিত ঘটনার মিল করবার জন্যই এ সব ঘটনা। আমার সকল দর্পচূর্ণ! প্রাণের ভেতর জ্বলে যাচ্ছে, আমি ইঙ্গিত করলে লক্ষ শির মাটীতে পড়তে পারে; কিন্তু তাতেও কি জ্বালা মিটবে তবে কেন আমি কলঙ্কিত হবো? যার একটা জীবন দান করবার শক্তি নেই, সে কেন লক্ষ জীবন নাশ করবে? সামান্য অপত্যের মায়ায় সে কেন প্রজার সর্ব্বনাশ করবে? বাদসার স্বার্থের জন্য তো দুনিয়া নয়, দুনিয়ার গোলাম বাদসা।

(হাতেম খাঁর প্রবেশ।)

হাতেম। জাঁহাপানা! গোলাম হাজির।

খসরু। তুমি সেই ফুলজান বিবিকে তলব জানাও নি?

হাতেম। গোলাম আজ্ঞা পালন ক'রেছে, বিবিকে এনেছে।

খসরু। হাজির কর।

[হাতেমের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) এই স্ত্রীলোক যদি সত্য বলে, আমি নিশ্চয় একে মাফ্ করবো, নইলে গণনার আর অৰ্দ্ধেক সময় বাকী, এই অৰ্দ্ধেক সময় তার পিতার নিকট কারাগারেই স্থান পাবে।

(ফুলজানকে লইয়া হাতেমের প্রবেশ ও উভয়ের কুর্নিশ করণ।)

খসরু। আমি যে সকল কথা প্রশ্ন করবো, তুমি সত্য বল্‌বে কি না?

ফুল। জাঁহাপনা! আমি কিছুই মিথ্যা বল্‌বো না।

খসরু। তুমি কি নিমিত্ত সাজাদী দেলজানের সহিত সাক্ষাত ক'রেছিলে?

ফুল। দেলজান আমার বাল্যসখি, পিতার মুখে তার অপ্রিয় সংবাদ শুনেছিলেম, তাই ব্যথিত হ'য়ে তাঁর সহিত সাক্ষাত ক'রেছি, আমার অন্য কামনা ছিল না।

খসরু। তুমি কার সাহার্য্যে উদ্যানে প্রবেশ ক'রেছিলে?

ফুল। আপনার নামাঙ্কিত আংটী আমার নিকট ছিল।

খসরু। কোথা থেকে তুমি সে আংটী পেয়েছ?

ফুল। সাজাদা আমায় দিয়েছেন।

খসরু। সাজাদার সহিত তোমার কিরূপে সাক্ষাৎ হলো, সত্য বল?

ফুল। আমি সাজাদী দেলজানের সাক্ষাৎ মানসে একাকী পদব্রজে

গমন ক'রেছিলেম, কিন্তু পথ ভ্রান্তি বশতঃ অন্যের সাহায্য নিয়েছিলেম, সে চাতুরী ক'রে আমায় সাজাদার আরাম বাগে নিয়ে যায়, সেইখানে সাজাদার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়।

খসরু। সাজাদা তোমায় আংটী দিলেন কেন?

ফুল। আমি তাঁর নিকট আংটী ভিক্ষা ক'রেছিলেম।

খসরু। তুমি কি ক'রে জানলে যে, ঐ আংটীই উদ্যান প্রবেশের নিদর্শন।

ফুল। সাজাদার নিকট শুনেছিলাম।

খসরু। সাজাদার সহিত তোমার কতবার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল?

ফুল। দুইবার, আংটী ফিরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলুম, তাই আবার তাঁকে আংটী ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিলুম।

খসরু। তুমি একা গভীর রাত্রে সাজাদার সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলে?

ফুল। সাজাদা আমার সহিত দুজন খোজাকে পাঠিয়েছিলেন। তারাই আমার যাতায়াতের সাহায্য করেছিল।

খসরু। সাজাদাকে তুমি কি পরিচয় দিয়েছিলে?

ফুল। আমি পরিচয় দিই নি।

খসরু। পরিচয় দাওনি কেন?

ফুল। আমার পিতার নিষেধ আছে যে, যদি কখনও সাজাদার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, আমি পরিচয় দিব না।

খসরু। তুমি অপরিচিতা জেনেও সাজাদা তোমার সাহার্য্য করলেন? তোমার রূপে সাজাদা মোহিত হ'য়েছিলেন বোধ হয় কি না?

ফুল। জনাব! এ উত্তর আমি জানি না।

খসরু। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

[কুর্নিশ করিয়া ফুলজানের প্রস্থান।

হাতেম! মহম্মদকে সংবাদ জানিয়ে আমার কাছে হাজির কর।

[হাতেমের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) ফুলজানের রূপ দেখে বোধ হয়, এ কামিনী নিশ্চয় মহম্মদের মন হরণ ক'রেছে; কিন্তু মিথ্যা কথা ব'লে বোধ হয় না। ফুলজান নির্দ্দোষী, তার সহিত মহম্মদের সাদীর কথা গণনায় যা প্রকাশ, আমি মহম্মদকে বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিনি; কিন্তু মহম্মদ যদি এ কামিনীতে রত হ'য়ে থাকে! তাহ'লে অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান ক'র্‌তে হবে। ফুলজানের মুখে কোন রকম কুটীলতার চিহ্ন মাত্র দেখতে পেলেম না; চিন্তায় চিন্তায় আমার মস্তক বিকৃত, খোদা! এত যন্ত্রণার বোঝা এ বৃদ্ধ বয়সে আমি কি ক'রে বহন ক'র্‌বো। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, কবরে যাবার সময় উপস্থিত, বাদসার শেষ দশায় আর কেন, প্রভু! দেলজান জীবিতা, শত্রুর ছলনে লুক্কায়িত, তুমি তাকে রক্ষা ক'র্‌বে। পিতৃপরায়ণা বালিকা পিতা ভিন্ন জানে না, তাকে সান্ত্বনা কর; দুনিয়া হ'তে আমায় অবসর দাও, জীর্ণ মস্তকে আর মুকুট শোভা পায় না।

(মহম্মদ ও হাতেমের প্রবেশ।)

মহম্মদ! তুমি আমার অবাধ্য হ'য়েছ, তোমায় নিষেধ সত্বে তুমি অন্য রমণীতে অনুরক্ত; আমার নামাঙ্কিত আংটীর তুমি অপব্যবহার ক'রেছ।

মহ। বাদসা, পিতা! আমি অপরাধি, আমায় দণ্ড দিতে আদেশ হোক্।

খসরু। তুমি বল, এ কামিনী কিরূপে তোমার সহিত সাক্ষাত ক'রেছিল?

মহ। আমার অনুচর প্রবঞ্চনা ক'রে বিবিকে আরাম বাগে নিয়ে গিয়েছিল।

খসরু। অপরিচিতা কামিনীকে তুমি কি নিমিত্ত বিশ্বাস ক'রেছ?

মহ। আমার অনুচরের ব্যবহারে আমি বিবির নিকট লজ্জিত হ'য়েছিলেম, তাঁকে দেখে অনুমান ক'রেছি, তিনি নিশ্চ কোন ওমরাহের কন্যা। তাঁর দ্বারা দেলজানের কোন অনিষ্ট অসম্ভব বিবেচনায় আমি দুইজন খোজা ও আপনার আংটী দিয়ে তাঁর সাহায্য ক'রেছি। জনাব! তিনি অবিশ্বাসিনী নন্, এই দেখুন আংটী আমার হস্তে।

খসরু। সেই রমণী তোমায় কি পরিচয় দিয়েছে?

মহ। জাঁহাপনা! রমণী আত্ম প্রকাশে অসম্মতি জানিয়েছিলেন, তিনি এখনও আমার অপরিচিতা।

খসরু। তুমি কি বিশ্বাস কর, দেলজানের নিরুদ্দেশের সহিত এ কামিনীর কোন সংস্রব নাই?

মহ। সাহান সা! গোলাম অবগত নয়। রমণীকে দেখে অনুমান হয়, তিনি মিথ্যাবাদিনী নন্।

খসরু। আমি বুঝেছি, ওমরাহদের অনুমান মিথ্যা নয়, তুমি তক্তের সম্মান অবগত নও। কামিনীর রমণীয় রূপে তুমি মুগ্ধ! যাও, আমার প্রয়োজন হ'লে সংবাদ দেব। গণনা মিথ্যা হ'তে পারে, ওমরাহদের অনুমান মিথ্যা নয়।

মহ। পিতা! আমায় অপরাধি বিবেচনা করেন, দণ্ড দিন্ আমি শির পেতে নেব।

খসরু। তুমি নিরপরাধি, আমিই অপরাধি; ওমরাহদের বিচক্ষণতায় আমার বিশ্বাস ছিল না, আরাম বাগে তুমি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা শিক্ষা ক'রেছ; তোমার পিতার কবর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তোমায় দণ্ড দেবায় আমার শক্তি নাই, এখন তুমি যেতে পার, আমার আর কিছু বলবার নাই।

[মহম্মদের প্রস্থান।

হাতেম! তুমি ওমরাহদের সংবাদ দাও, তাঁরাই রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমি ঈশ্বর আরাধনায় প্রবৃত্ত হব, আমায় কেউ না বিরক্ত করেন।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

তৃতীয়-দৃশ্য।

রহমনের কক্ষ।

রহমন ও দেলজান।

রহ। এই বাক্সে আপনার বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি আছে আপনি নিন্, আমি যত্নে সব রক্ষা ক'রেছি।

দেল। এ গুলিতে আমার এখন কোন প্রয়োজন নাই, আপনিই নিন্, আপনার অর্থের সাহার্য্য করবে।

রহ। আমি প্রাণ থাকৃতে এগুলি কখনই স্পর্শ করবো না। ভিক্ষা ক'রে অর্থ সঞ্চয় করবো, তবু এ অলঙ্কার স্পর্শ

করবো না। আপনাকে অলঙ্কার ভূষিতা দেখলে আমি আনন্দ লাভ করবো।

দেল। তবে দিন, আপনার যাতে আনন্দ হয় আমি তা করবো। আপনি আমার জন্য নিঃসম্বল হ'য়েছেন, আমি বুঝতে পেরেছি; আপনার অর্থের প্রয়োজন হ'লে আমায় ব'লতে কুণ্ঠিত হবেন না, আমি আপনাকে সাহর্য্য করবো।

রহ। এখনও আমার নিকট যে অর্থ আছে, আমি কাতর হব না। সেই অর্থের সাহার্য্যে আমি এই সহরে একটী পরিচ্ছদের কারবার করবো স্থির ক'রেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি এক নূতন পরিচ্ছদ ব্যবসায়ীর সহিত আলাপ ক'রেছি, তার সহিত একত্রে কারবার করলে, আমি বিশেষ লাভবান হব। তিনি বিদেশী বটেন, কিন্তু রাজসংসারে পরিচিত, সাজাদার সহিত তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। রাজসংসারের সাহার্য্য থাকলে আমি ব্যবসায়ে বিশেষ সাহার্য্য পাব।

দেল। রাজসংসারে পরিচিত! তার নাম কি আপনার জানা আছে?

রহ। একদিন মাত্র তাঁর সহিত আমার আলাপ! তাঁর যথার্থ পরিচয় আমি এখনও অবগত নই; দেখে বোধ হ'ল তিনিও ব্যবসায়ে নূতন ব্রতী।

দেল। আপনি অবশ্যই তাঁর পরিচয় জেনে আসবেন, রাজসংসারের পরিচিত ব্যক্তি আমারও পরিচিত হ'তে পারেন। সাবধান! আমার আপনার সহিত একত্র বাস যেন বিন্দুমাত্র না প্রকাশ পায়! আমি আপনার স্ত্রী-রূপে যেমন পরিচিত, সেইরূপই যেন প্রকাশ থাকে।

রহ। আমি তাঁর নিকটে আপনার বিষয় কিছুমাত্র প্রকাশ করিনি, আমি বিদেশী, আমার গৃহে কোন স্ত্রীলোক থাকা অসম্ভব, এই তাঁদের জ্ঞান। বিশেষ হকিম সাহেব ভিন্ন অপর কেহই আপনার সন্ধান অবগত নয়; আমি প্রকাশ ক'র্‌তে ইচ্ছা করি না।

দেল। এ কথা উত্তম; আমার সংবাদ যত গোপন থাকে ততই মঙ্গল। আমার পরিচয় এখনও আপনাকে দিই নাই সত্য: তাতে আপনারই মঙ্গল। আমার মিনতি, আপনিও আমার পরিচয় জান্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বেন না। একদিন নিশ্চয় আপনাকে পরিচয় দেব। কেবল এইমাত্র জেনে রাখবেন, আমি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছি; রাজসংসারের অনেক সংবাদ অবগত, সে ব্যক্তির যথার্থ পরিচয় আপনি জেনে এলে, আমি আপনার অনেক উপকার ক'র্‌তে পারি। তবে আপনি আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না, আসুন, আমি আপনার খানার উদ্যোগ ক'রে দি।

[প্রস্থান।

রহ। খোদা! এ অমূল্য রত্ন কার জানি না, এ রমণীর এখনও কোন পরিচয় পেলেম না। আমি যতবার পরিচয় জান্‌বার চেষ্টা ক'রেছি, আমায় নিষেধ ক'রেছে। ব'লেছে পরিচয় প্রকাশে আমারই বিপদের সম্ভাবনা! তবে ইনি কে? রাজসংসারের সহিত কি এঁর কোন সম্বন্ধ আছে? জানি না, এ ফুল রাজো-দ্যানে ফোটাই সম্ভব! একে এনে অবধি, আমার মন তন্ময় হ'য়ে গেছে! হায় নারী! আমার বেদনা তুমি হয়তো জান্‌তেই পাচ্ছ না! আমার মন তোমাতে কিরূপে মজেছে তা তুমি হয়তো জান্‌তেই পাচ্ছ না; তুমি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রলে

তদ্দণ্ডেই আমার মৃত্যু হবে। আমার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু আমার এ দুর্দ্দমনীয় মনবেগ কি ক'রে প্রকাশ করি! এই প্রফুল্ল-কুসুম হৃদয়ে ধারণ কর্‌বার জন্য মন সতত লালায়িত। কি ক'রে বুঝাব আমি ভালবাসি! আমার মুখ দেখে কি বোঝেন না? কিম্বা উচ্চবংশীয়া ব'লে তার অভিমান! ব্যবহারে বুঝেছি, আর গৃহে যাবেন না। আমি কিসে সুখী হই, আমি কিসে সচ্ছন্দে থাকি, তার জন্য সদাই ব্যস্ত! কিন্তু তবু যেন তফাৎ তফাৎ; তবু যেন ছাড়া ছাড়া ভাব, এরই বা উদ্দেশ্য কি? গৃহকর্ম্মে আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় ব্যস্ত! তবে কেন এ ছাড়্‌ ছাড়্‌ ভাব? যেন কিছু বিমর্ষ! যেন কিছু অন্যমনস্ক! কেন এ সকল? তিনি কি অপর কোন চিন্তা করেন? ইয়া আল্লা! তৃষ্ণার জল সম্মুখে র'য়েছে, আমি তৃষিত, তবু আমার তৃষ্ণা দূর হ'চ্ছে না। যাই আর বিলম্ব কর্‌বো না, এতক্ষণ তিনি হয়ত খানার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছেন। আহা! স্বর্গের শোভা! খোদা! আমার চিন্তার অবসান কর।

Ahin Tosh Das.

চতুর্থ-দৃশ্য।

রমজানীর বাটী।

শাদেক ও রমজানী।

রম। আমি বল্লুম মুখপোড়া! দেশ ছেড়ে পালাই চ, কেমন! এখন হ'ল? সাজাদা তো খেদড়ে দিলে।

শাদে। তুই বুঝিস্‌নি, সেই ছুঁড়ীটার সঙ্গে সাজাদার পিরীত হ'য়েছে, বাদসা খবর পেয়েছেন, বাদসার তিরস্কারে ব্যথিত হ'য়ে আরাম-বাগের সকলকে জবাব দিয়েছে। সে আর কোন আমোদই ক'রবে না। বিশেষ সে দিন আমায় ব'ল্লে শুনলিনি? আমা-দের ওপর তার সন্দেহ হ'য়েছে! ও রকম নেশা তার কখনও হয় নি। যাক্ ওসব কথায় আর দরকার নাই; আমরা সহরের বাহিরে না গিয়ে ভাল কাজ ক'রেছি। চারিদিকে চর ছুটেছে, পালালে নিশ্চয় ধরা প'ড়তুম। কিন্তু সিন্দুকটাকে কে সরালে বল দেখি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনি! সহরময় প্রচার সাজাদী নিরুদ্দেশ। ব্যাপারখানা যে কি তার আজও কোন খবর পেলুম না। তুই যা, আমার সেই নূতন বন্ধুটীকে আজ নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি, সে এখনি আস্‌বে। সে একসঙ্গে কারবার ক'রতে চায় আমি রাজী হয়েছি; আজ তাকে খানায় ডেকেছি। আমাদের পোষাকের ব্যবসা ভাল বৈত নয়? সে জুটলে কারবার ঠিক থাকবে, আমরাও তলে তলে সব খবর রাখ্‌তে পারবো। যখন বুঝ্‌বো হুলুস্থুল ক'মে গেছে, দুজনে

সরে প'ড়বো। তুই এখন যা, যখন ডাক্‌বো, তুই সরাপ আর খানা নিয়ে আস্‌বি। সে সাদাসিদে লোক, আমাদের ফেরাবি কিছু বুঝ্‌বে না, আমি তাকে দেখেই বুঝেছি।

রম। তা যাচ্ছি! কিন্তু মুখপোড়া! আর কারুর সঙ্গে যদি ফেরাবি কর আমি ধরিয়ে দেব! হাঁ আমার নাম রমজানী, আমি অনেক রকম জানি। [প্রস্থান।

খাদেক। এ বেটীর পাল্লা এইবারে ছাড়্‌তে হবে, আমার আশা ভরসা তো ফুরাল, এ মুল্লুকে থাকা আর কোনমতে উচিত নয়। দেলজানের সেই বিভীষিকাময়া-মূর্ত্তি এখন যেন আমার নয়নে নৃত্য ক'রছে! সাজাদা যেন বিরক্ত হ'য়েই বিদায় দিলেন; চটক'রে সহর না ছেড়ে ভাল কাজই ক'রেছি, রাজ্যের সংবাদ জানা আমার কাজ, আমি অনেক সংবাদ অবগত হ'য়েছি, এইবার আক্রমণের সুবিধা! আমার এই নূতন বন্ধুর সহিত কারবারের বন্দোবস্ত ক'রে আমি স'রে প'ড়্‌বো। বন্ধুকে ব'ল্‌ব যে বাণিজ্যের জন্য আমি বিদেশ যাত্রা ক'রলেম; ব্যবসা এখন তুমিই চালাবে। আমারও একটা আস্তানা থাকা প্রয়োজন, বৃথা আসা যাওয়ায় লোকের মনে সন্দেহ হবে।

(রহমনের প্রবেশ)

এই যে আসুন! আসুন! এই আপনার কথাই ভাবছিলুম!

রহ। সেলাম, সেলাম, আপনার অ[illegible]প্রতি বহুত মেহেরবানী।

খাদে। কিছু না, কিছু না, আমরা উভয়েই বিদেশী, আমাদের মধ্যে প্রীতি আপনি সঞ্চার হবে। দেখুন! আমি মনে ক'রেছি, বিদেশ যাত্রা ক'র্‌বো, আপনিই কারবার দেখবেন। আমাদের

উভয়ের মধ্যেত অবিশ্বাস থাকতে পারে না? আপনিও যা আমিও তা। আমি বিদেশে গেলে আমদানী রপ্তানীর অনেক সুবিধা হবে। আজ আপনি আমার অতিথী, আসুন আমরা এক সঙ্গে পান ভোজন করি; আপনিতো সরাব খেয়ে থাকেন?

স্বাদে। আমি বড় একটা খাই না, তবে আপনার অনুরোধ নিশ্চয় রাখ্‌বো।

স্বাদে। যদি অনুমতি করেন, তবে আমার একজন জানি আছে, তাকে খানায় যোগ দিতে ডাকি; সে নৃত্যগীতে অদ্বিতীয়া, আপনি তার একটী গান শুনে মোহিত হবেন।

রহ। সে তো ভাল কথা, খুব আমোদ হবে!

স্বাদে। তবে আসুন! আপনি অন্তঃপুরেই আসুন! আপনি তো আর আমাদের পর নন্। আপনি যখন আমার বন্ধু, তখন আমার জানিও আপনার পর নয়।

রহ। এত সাঁচ্চা বাত, এত সাঁচ্চা বাত।

স্বাদে। তবে আসুন ভিতরেই আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম-দৃশ্য।

আরাম-বাগ।

মহম্মদশা।

মহ। বাদসার নিকট তিরস্কৃত হ'য়েছি, তবু যেন সে জন্য আমার কোন চিন্তা নাই! মন নিয়ত সেই কামিনীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত! আমোদ প্রমোদ সব পরিত্যাগ ক'রেছি, স্বাদেককে পর্য্যন্ত বিদায় দিয়েছি, নির্জ্জন বাস ক'র্‌তে চাই। নির্জ্জনে এ কাননে একাকিই বাস ক'রছি, কিন্তু তবু প্রাণে শান্তি নেই কেন? প্রাণেশ্বরীর ধ্যান ক'রে সুখ বিবেচনা করেছিলেম, দেখ্‌ছি ধ্যানে আমায় আরও উন্মত্ত ক'রে তুলেছে! আর কি একবার তার দেখা পাব না? সে সোণার পুত্তলিটীকে কি আর একটী-বারের জন্য দেখ্‌তে পাব না? বৎসরের শেষ দিন, উঃ! সে ত বহুদিন, এর ভিতর কি আর একবার দেখ্‌তে পার্‌ব না? ভগ্নী দেলজান অপহৃতা, বাদসা ব'ল্লেন এই কামিনীর সহিত দেলজানের অপহরণের সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে, তাকি সম্ভব! সেই স্বর্গীয়া মূর্ত্তিটী কি শয়তানের পরিচালিত? না, কখনই নয়, আমার প্রাণ এ কথা কখনও বিশ্বাস ক'র্‌বে না। সে দেবী, দেবী কখন অবিশ্বাসিনী হ'তে পারে না। দেবি! তুমি কোথায়, আর একবার দেখা দাও, আমি প্রাণ স্থির ক'র্ত্তে পাচ্ছিনি। দেখ তুমি ব'লে গেছ, আমি দিন গুন্‌ছি, বৎসরের শেষ দিনের জন্য প্রাণকে বেঁধে রেখেছি! বাদসার নিকট তিরস্কৃত হ'য়েও এখনও আত্মঘাতী হইনি!

(পুষ্প বটীকার অন্তরালে ফুলজানীর প্রবেশ)

ফুল। (স্বগতঃ) সাজাদা! আমার দেহের অবসানেও তোমায় ভুলতে পার্‌বো না। আহা! খোদার ইচ্ছায় তোমায় আমায় মিলন হ'লে কত সুখ তা কল্পনায় ভেবে পাই না।

মহ। আর একবার কি দেখা পাব না? একটিবার যদি তার দেখা পাই, জিজ্ঞাসা কর্‌বো, তার প্রাণেও কি এমন হয়? আমি যেমন অস্থির, আমি যেমন উন্মাদ, তিনিও কি তাই? তিনিও কি আমার মত আশার বাতাসে কম্পিত! দেবি! রাজ্য ঐশ্বর্য্য তোমার কাছে তুচ্ছ; তুমিই আমার হৃদয় রাজ্যের রাণি! কবে এ কাল বৎসরের শেষ হবে! এক এক দিন এক বৎসরের অপেক্ষা বেশী।

ফুল। (স্বগতঃ) কি ভাবছেন? আকাশের পানে চেয়ে র'য়েছেন। সাজাদা! যদি বাধা না থাকৃতো, যদি এ মিলনে বাদসা খুস হ'তেন, গণনার নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা রাখতেম না, ছুটে গিয়ে তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতেম; কিন্তু সে উপায় নাই। পিতার বাক্যে আমি তোমায় চিনেছি, তুমি নিশ্চয়ই আমার; দুনিয়ার সব ওলট পালট হ'তে পারে, তবু আমার পিতার গণনা মিথ্যা হবে না। সাজাদা, প্রিয়তম! এতদিন আমরা উভয়ে স'য়েছি, আর এই কটা দিন; আমি লুকিয়ে তোমায় প্রত্যহ দেখি, তুমি কিছুই জান্‌তে পার না। আমি নিশ্বাস বন্ধ ক'রে, পা টিপে টিপে তোমার নিদ্রিত কান্তিখানি দেখে আসি। প্রাণেশ্বর! নিশ্চয় তুমি মনে মনে কঠিনা ব'লে তিরস্কার কর্‌ছো, কিন্তু একদিন বুঝবে, আমি কঠিনা নই; এক দিন জান্‌বে, আমি তোমা অপেক্ষা উন্মাদিনী।

মহ। এই কোলাহল পরিপূরিত গোলাপ বাগে আমি একা! কবে দুজনে উদ্যান ভ্রমণে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করবো? কবে প্রিয়তমাকে ঐ সুন্দর প্রফুটিত গোলাপ নিজ হাতে তুলে দেবো? দিয়ে বলবো, সুন্দরি! দেখ, গোলাপের চেয়েও তুমি সুন্দর! বিহঙ্গের কলরব নির্দ্দেশ ক'রে বলব, তোমার মধুময় কথার কাছে, পাখী হার মেনেছে; দিবা রাত্র মুখে মুখে বুকে বুকে থাকবো। (ফুলজানের পদশব্দে পুষ্পবটীকার প্রতি সাজাদার দৃষ্টি) কেও, একি, তুমি?

[দ্রুতপদে ফুলজানের প্রস্থান।

দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও; একটী কথার উত্তর দিয়ে যাও।

[দ্রুত প্রস্থান।

ষষ্ঠ-দৃশ্য।

রহমনের বাটী।

দেলজান।

দেল। গণনাই সত্য! এই বণিক হ'তেই আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমি বাদসার দুহিতা, এ সম্মান আমি নিশ্চয় রাখবো। এই যুবা আমা ভিন্ন জানে না, আমার জন্যই সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছে। মুখে নাই প্রকাশ করুক, আজ নয় কাল কপর্দ্দক শূন্য হবে; নইলে অন্যের সহিত কারবারে সাহার্য্য নেবে কেন? অর্থের অনাটন হ'লে পাছে আমি অস্থির হই, এই জন্য সদাই ব্যস্ত; সদাই চেষ্টা কিসে আমি সুখী হই। সাঁহস ক'রে আমায় কিছু ব'লতে পারে না সত্য, কিন্তু আমি জানি, আমার অদর্শনে এই

যুবার মৃত্যু অবসম্ভাবী। আচ্ছা, এর কাছে আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ! কি ক'রে ঋণের দায় থেকে উদ্ধার হব? কি ক'রে পিতার নিকটে বল্‌বো, এই বণিককে সুখী কর! গণনায় বণিক পুত্রের কথা না থাকুলে, জীবন দাতাকে নিশ্চয় সুখী করতে পারতেম। ধন রত্নে যে ইনি সন্তুষ্ট হবেন, এ বিশ্বাস আমার নাই। আমি কতবার দেখেছি, একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে; আমি নিষেধ ক'রেছি, আমার পরিচয়ও আর জিজ্ঞাসা করে না। কিসে আমি সুখী হই, কিসে আমার মন প্রফুল্ল হয়, সদাই তার এই চিন্তা। দেলজান! কম্পিত হ'চ্ছ কেন? তুমি বাদসার কন্যা! সে সম্মান বোধ তো তোমার আছে? পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা এখনতো ভোলনি? দৈব দুর্ব্বিপাকে প'ড়েছ, অস্থিরতায় তো উপায় হবে না। হায়! আমি সহরেই আছি, পিতা কিছুই জানতে পারছেন না। কবে তাঁর চরণ বন্দনা করবো, কবে ফুলজানকে বলবো, দেখ আমি মরিনি, আবার তোমাদের কাছে এসেছি। হায়! আমার অদর্শনে রাজপ্রাসাদে হাহাকার উঠেছে।

(রহমনের প্রবেশ।)

সে ব্যক্তির পরিচয় কি পেয়েছেন?

রহ। হাঁ, তার নাম স্বাদেক খাঁ; সাজাদা মহম্মদসার সঙ্গে এ ব্যক্তি এক সঙ্গে থানায় ব'র্‌তো।

দেল। কি বললেন, তার নাম স্বাদেক?,

রহ। আপনি কি এ ব্যক্তিকে চেনেন?

দেল। হ্যাঁ, ওই রকম নামের একজন যেন রাজবাটীতে যাতায়াত করতো আমার স্মরণ হয়।

রহ। লোকটী অমায়িক, আমায় যথেষ্ট সমাদর ক'রেছেন। এরূপ লোক আমি কখনও দেখিনি; কিন্তু এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখলেম। সেই সুন্দর পুরুষের প্রবৃত্তিতে আমায় হার মানতে হ'য়েছে, তার সঙ্গে এক নারীকে দেখলেম্ সে দুনিয়ার কুৎসিতা! যেমন অন্তকরণ উচ্চ, তেনানি প্রবৃত্তি নীচ। তারা উভয়েই আমার সহিত একত্রে খানায় ব'সেছিলেন, নৃত্য গীতও খুব হ'য়েছিল, নিমন্ত্রিত অতিথিকে যতদূর সন্তুষ্ট করতে হয় তা তাঁরা ক'রেছেন, তাঁদের যত্নে আমি বিশেষ আপ্যায়িত হ'য়েছি।

দেল। আপনি তাঁদের নিমন্ত্রণ ক'রে আসেন নি?

রহ। আমার একান্তই ইচ্ছা ছিল যে, তাঁদের উভয়কেই আমার বাটীতে পদার্পণের জন্য অনুরোধ করি; কিন্তু তাঁদের সন্তুষ্ট ক'রতে পারবো কি না, এই সন্দেহে তখন নিমন্ত্রণ করিনি। বিশেষতঃ অভ্যর্থনায় ত্রুটী হ'তে পারে, তাঁরা আমা হ'তে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি।

দেল। বড় ভুল ক'রেছেন, নিমন্ত্রণ না ক'রে আসা আপনার উচিত হয়নি। আপনি কোন চিন্তা ক'রবেন না, আজই তাঁদের এখানে নিয়ে আসুন, আমি সব বন্দোবস্ত করবো। যাতে তাঁদের অভ্যর্থনায় আপনাকে বিশেষ কষ্ট পেতে না হয়, আমি তার সুবিধা করবো।

রহ। একটি কথা, আমি তাঁদের নিকট আপনার কথা গোপন ক'রেছি। তাঁরা জানেন, আমি একাকী এখানে বাস করি; দাস দাসী ব্যতীত অপর কেহ এখানে নাই।

দেল। আপনার কথাই থাক্‌বে, আমি প্রচ্ছন্ন থেকে সব যোগাড় ক'র্‌বো।

রহ। তাঁরা আমোদ প্রিয় ব্যক্তি, এখানে নৃত্য গীতের অভাব হবে।

দেল। আপনি সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, আমি নাচ গানেরও বিশেষ বন্দোবস্ত করবো; আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আস্‌ছি। [দেলজানের প্রস্থান।

রহ। কে এই অদ্ভুত রমণী! ইনি বল্‌লেন, ইনি অভ্যর্থনার সমস্ত সুবিধা ক'রে দেবেন। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনি, যাইহোক্ অবাধ্য হব না, ইনি যা বলেন, নিশ্চয় তাই করবো। পূর্ব্ব স্মৃতি জলাঞ্জলি দিয়ে, বিবি আমার সম্মানের, আমার সুখের জন্য ব্যস্ত; এ চিন্তাতেও আমার অসীম সুখ।

(পত্র লইয়া দেলজানের প্রবেশ।)

দেল। আপনি এই পত্রখানি বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী আজেদ্‌বক্তের কন্যা ফুলজান বিবিকে দিয়ে যাবেন। আপনাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না, বৃদ্ধ আজেদের মোকাম সহরে সকলের পরিচিত, অল্প আয়াসেই আপনি সন্ধান পাবেন। বিবির নিকট পত্র পৌঁছান সংবাদ নিয়ে আপনি আপনার বন্ধুর নিকট যাবেন; সন্ধ্যার পর তাঁদের দুজনকেই এখানে নিয়ে আস্‌বেন, অভ্যর্থনায় কিছুমাত্র ত্রুটী হবে না। তাঁদের নিয়ে এলেই বুঝতে পারবেন, আমার কথা মিথ্যা নয়।

রহ। আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই।

দেল। তবে এই পত্র নিন্, আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না, নিশ্চয় তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন।

[পত্র লইয়া রহমনের প্রস্থান।

দেল। খোদা! এই সরলমন যুবাকে সুখী কর। আমার শত্রুর সংবাদ পেয়েছি, আর আমি স্থির নই, আমি খসরুশার কন্যা তা আমার মনে আছে।

[প্রস্থান।

সপ্তম-দৃশ্য।

ফুলজানের কক্ষ।

ফুলজান।

ফুল। গীত।

আমি ভালবেসেছি তোমায়।
জেনেছি তুমিও ভালবেসেছ আমায়॥
আমারে নিয়েছ তুমি, তোমারে নিয়েছি আমি,
তুমি আমি এক হ'য়ে র'য়েছি ধরায়;
তোমারে বোঝালে তুমি বুঝিবে না হায়॥
কি ভালবেসেছি আমি, কি ক'রে বুঝিবে তুমি,
তুমি ভাব বেশী ভালবেসেছ আমায়;
আমি ভালবেসেছি তোমায়॥

ফুল। সাজাদা! ভালবাস?
এ হ'তে সম্মান কিবা আর আছে মোর?
আমি দাসী,
ভালবাসি কি ক'রে বুঝাব।

যেই দিন প্রথম দেখিনু,
তখনি মজিনু,
কিবা আর আমার বলিতে আছে?
চরণে জীবন,
করিয়াছি সমর্পণ,
এ দাসীর মন আছে তব কাছে।
আশার ছলনে তব মুখপানে,
চেয়ে আছি দুর-স্মৃতি মত;
পিতার আদেশে, বৎসরের শেষে,
তব সনে মিলন নিশ্চিত।

(জনৈক বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। বিবি! পত্র নিন্। [পত্র প্রদান।

ফুল। দাও, (পত্র পাঠান্তে) কি আশ্চর্য্য! এ যে দেলজানের পত্র! দেলজান! তুমি জীবিতা? ভগ্নী! এই সহরেই আছ, অথচ খবর দাওনি? বাঁদী! তুমি একজন খোজাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

[বাঁদীর প্রস্থান।

অতি আশ্চর্য্য! দেলজানের পত্রের মর্ম্মে বুঝলুম, এখন সকল সংবাদ গোপন রাখতে হবে, সে স্বয়ং এসে ব্যক্ত করবে। যে সকল দ্রব্য ও দাস দাসী চেয়েছে, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, সেখানে আজ খুব আমোদ হবে। আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনি। খোদা! তোমার মহিমা অপার, আবার দেলজানকে পেলুম।

(জনৈক খোজার প্রবেশ।)

যে ব্যক্তি এই পত্র নিয়ে এসেছে, তুমি সঙ্গে গিয়ে তার মোকাম দেখে এস। জলদী আস্‌বে, বিশেষ প্রয়োজন।

খোজা। সেলাম।

[প্রস্থান।

ফুল। খোদা! খোদা! তোমারই কৃপায় রাজ্যে আবার শান্তি স্থাপন হ'লো।

তৃতীয়-অঙ্ক সম্পূর্ণ।

Ashoo Tosh Dass.

চতুর্থ-অঙ্ক।

প্রথম-দৃশ্য।

রহমনের বহির্বাটী। (সজ্জিত)

সুসজ্জিত প্রহরীগণ।

১ম প্র। ঐ দেখ সেই তিনজন আস্‌ছে। হুসিয়ার্! মনে আছে তো? এলেই সেলাম দিবি।

২য় প্র। খুব মনে আছে।

(রহমন, স্বাদেক ও রমজানীর প্রবেশ।)

রহ। একি! কি আশ্চর্য্য, তোমরা কে?

১ম প্র। জনাব! আমরা আপনার গোলাম।

রহ। তোমাদের এখানে কে নিযুক্ত করলে?

১ম প্র। জনাব! আপনি কিরূপ আজ্ঞা করছেন? আমরা আপনার গোলাম, আমাদের সহিত কৌতূহল ক'রবেন না।

রহ। (স্বগতঃ) একি! এ ত সে বাটী নয়! না, তাই বা কেমন ক'রে হবে, আমার ভ্রম হবে কেন? তবে কি অন্য কোন ব্যক্তি বাড়ী কি দখল ক'রেছেন? না, তাই বা কিরূপে সম্ভব! এই মাত্র আমি বাটী পরিত্যাগ ক'রে গেছি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তোমাদের প্রভুর নাম কি?

২য় প্র। সে কি, সাহেব! আপনিই আমাদের প্রভু।

রহ। বেশ তো, আমার নাম যদি ব'লতে পার, বুঝবো আমার ভ্রম নিশ্চিত।

১ম প্র। আপনার নাম রহমন খাঁ, সাহেব! আমরা আপনার ভৃত্য।

সাদেক। বন্ধু! আপনি ছলনা করবেন না। আপনি ধনবান ব্যক্তি আমরা বুঝতে পেরেছি।

রহ। (স্বগতঃ) আমি কিছু বুঝতে পারছিনি। বিবি ব'লেছিলেন, তিনি খানার সব যোগাড় করবেন; এ কি তাঁরই রহস্য! (প্রকাশ্যে) এস বন্ধু! আমরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করি।

রম। আথ্ মুখপোড়া! এ নিশ্চয় কোন আমীর লোক, আমাদের ভাঙ্গেনি। [সকলের বাটীর ভিতর প্রবেশ।

দ্বিতীয়-দৃশ্য।

রহমনের অন্তঃপুর।

দেলজান ও করিম।

দেল। করিম! তোমার বেশ মনে আছে, আমি যখন তোমায় হুকুম করবো, তখন তুমি আজ্ঞা পালন করবে?

করিম। বিবি! আমি কি কোন দিন আপনার অবাধ্য হ'য়েছি?

দেল। তুমি ভাল ছোক্‌রা আমি জানি; তুমি যাও, যখন যেরূপ অভাব হবে, তুমি আমায় সংবাদ দেবে। অতিথীদের অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়; তুমি এখন বাহিরে যেতে পার।

(সেলাম করিয়া করিমের প্রস্থান।

এই তো আমার শত্রু আমার করায়ত্ত হ'য়েছে। শুধু আমার শত্রু কেন, রাজ্যের অনিষ্টকারী এ পাপাত্মার সমুচিত দণ্ডে ঈশ্বর কখনই আমায় অপরাধী করবেন না। যাইহোক্ ফুলজান ঠিক আমার কথা মত কাজ ক'রেছে, আজই আমি এ বাটী পরিত্যাগ করবো, আর দেরি করবো না। কিন্তু রহমন কি ভাববে! এই যুবা যেরূপ,আশায় উন্মাদ হ'য়েছে, আমার যথার্থ পরিচয় পেলেও আমায় পরিত্যাগ করবে না। ত্যাগ করা দূরে থাকুক্, এ সংবাদে সে নিশ্চয় মূর্চ্ছিত হবে। কিন্তু কি করবো, আর উপায় নাই ; আর আমার এ স্থানে থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয়। ফুলজান যে সকল লোক পাঠিয়েছে, তারা সকলেই আমায় চেনে ; বাদসার কানে উঠলে তিনি আমায় নিন্দা করবেন। খোদা! এই পরপোকারী যুবাকে শান্ত কর।

(রহমনের প্রবেশ।)

রহ। বিবি! এ সকল কি আপনারই রহস্য ; আমি কিছু বুঝতে পারছিনি!

দেল। কেন সাহেব! আমি ত ব'লেছি, আপনার বন্ধুর সম্মানের কিছুমাত্র ত্রুটী হবে না। দেখুন! আমি আমার কথা রেখেছি, যাতে আপনার বন্ধুর অভ্যর্থনার কোন ব্যাঘাত না হয়, আমি তার ত্রুটী করিনি।

রহ। কি ক'রে আপনি এই সকল বহু মূল্য দ্রব্যাদি, দাস দাসী সংগ্রহ করলেন?

দেল। আপনি জানেন, আমি উচ্চ বংশীয়া; এ সকল সংগ্রহে আমাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। আপনি আমার প্রাণ দাতা, এই সামান্য কার্য্যের সহায়তায় আপনি প্রশংসা করবেন না, আপনার নিকট আমি ঋণি।

রহ। বিবি! আমি আপনার কাছে বিশেষ উপকৃত হ'লেম।

দেল। আপনি অতিথীদের নিকট গিয়ে বসুন। যখন যা প্রয়োজন হবে, করিমের দ্বারা সংবাদ দিলে আমি পাঠিয়ে দেবো, আপনি কিছুমাত্র চঞ্চল হবেন না। আমি নৃত্য গীতেরও আয়োজন করছি, এ সহরের প্রধান তয়ফাওয়ালীকে এনেছি, নৃত্য গীতে আপনার বন্ধুর নিশ্চয় আনন্দিত হবেন।

রহ। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ র'ইলুম।

দেল। কৃতজ্ঞতা আমার বেশ জানা আছে। যান, আপনি আর দেরি করবেন না, তাঁরা ব্যস্ত হবেন; আপনার অবর্ত্তমানে অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন, তাঁরা আজ আপনার অতিথী।

রহ। আমি নৃত্য সভায় বসিয়ে এসেছি।

দেল। তথাপি আপনার অন্তঃপুরে থাকা শোভা পায় না।

রহ। না, আমি এখনি যাচ্ছি।—— ইয়া আল্লা।

[প্রস্থান।

দেল। রহমন! কি ক'রবো উপায় নেই; নইলে তোমার দীর্ঘ-নিশ্বাসের প্রতিরোধ করতেম্। আমি যদি খসরুসার কন্যা না হ'য়ে দীন দরিদ্রা হ'তেম্, বোধ হয় তোমায় রাজ্যেশ্বর অপেক্ষা সুখী ক'রতে পারতেম্। ঐশ্বর্য্যে তোমার আকাঙ্ক্ষা নাই আমি জানি; নইলে ঐশ্বর্য্যশালিনী খসরুসার কন্যা তোমার

অভাব মোচন করতে পারতো; খোদার নিকট আমার এই প্রার্থনা, তুমি সুখী হও, আমার স্মৃতি ভুলে যাও।

[প্রস্থান।

তৃতীয়-দৃশ্য।

রহমনের সুসজ্জিত কক্ষ।

রহমন, স্বাদেক, রমজানি, তরফাওয়ালী ইত্যাদি।

গীত।

না বিগ্‌ড়ো পিয়া গর্ নজারা তোমারা।
মেরা দিল্ নেহি কুছ্ ইজারা তোমারা॥
যে সে চাহ তুম্ কেঁও, না চাহ ম্যায় উস্‌কো,
মেরে পেয়ারে তুম্ হো এ পেয়ারা তোমারা।
যো উস্‌বুথ্‌নে পুছা, কো আসক্ হো কিস্‌কে,
তো দিল্ বোলে উঠা তোমারা তোমারা॥

স্বাদে। বাহবা, বাহবা, বিবি! তোমার মধুর গলা। বন্ধু! এমন আমোদ আমরা কখন পাইনি, তুমি বড় আচ্ছা আদমি।

রহ। এ আর বেশী কথা কি? আমরা তো দুইজনই বিদেশী, আমাদের বন্ধুত্বে আড়ম্বর বৃথা; আমার ঘরও যা আপনার ঘরও তা। এস বিবি! আর এক পাত্র নাও; অত কিন্তু হ'য়ে থেকো না, আমি কি তোমার বাড়ীতে অত জড়সড় হ'য়েছিলেম? ফুর্ত্তি কর, ফুর্ত্তি কর।

রম। সেখজি সাহেব! আপনার ব্যবহারে আপ্যায়িত হ'য়েছি।

[সকলে মদ্য পান।

রহ। আমরা উভয়ে যখন বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হ'লেম, তখন আর ভাবনা কি? এ রকম আমোদ আমাদের হরদম্ হবে।

স্বাদেক। তার আর সন্দেহ কি! আমি তো বলেছি, এরূপ আমোদ আমি কখন পাই নি, কি বল জানি?

রম। ঠিক বাত। সাহেব! আপনি বড় ভাল লোক, এ রকম লোক এ সহরে আছে আমরা জানতুম না।

রহ। বিবি! সেলাম! আমি আত্মপ্রশংসা শুনতে পারি না এ আমার স্বভাব। আপনি আমার দোস্তের জান্। আপনাকে খাতির করা বেশী কথা কি?

(তিন পিয়ালা সরাপ লইয়া করিমের প্রবেশ।)

করিম। আঙ্গুরকো সিরাজি লেয়ায়া।

রহ। দাও, (পাত্র হইতে পিয়ালা লইয়া) এস বন্ধু! এ উত্তম জিনিস, এস সকলে পান করি। তারপর আবার গান শুনব।

স্বাদে। সে ভাল কথা, জানি! আমার বন্ধুর অনুরোধ অবজ্ঞা করবার যো নেই, নাও পিয়ালা নাও।

(সকলের মদ্যপান ও পতন।)

(দেলজানের ও হোসেন খাঁর প্রবেশ।)

দেল। এই সকল আস্‌বাব পত্র যেখান থেকে এনেছ, সমস্ত নিয়ে যাও। হোসেন খাঁ! তুমি এই পাপিষ্ঠ স্বাদেকের প্রাণ বধ

কর? খবরদার! এই বণিকপুত্র ও স্ত্রীলোকের প্রতি যেন কোন অত্যাচার না হয়! করিম তুমি আমার সঙ্গে এস।

[হোসেন খাঁ ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ-দৃশ্য।

আরাম বাগস্থ দালান।

মহম্মদ ও ফুলজান।

মহ। দেখ, আমি তোমার কথা রেখেছি; তুমি [illegible] বৎসরের শেষে আমায় সুখী করবে, আমি সেই আশায় [illegible]।

ফুল। সাজাদা! কি কব তোমায়,
অস্থির হৃদয়, আমারও তোমার মত!
কিন্তু কি করিব,
দৈবের ছলনে বিধি বিড়ম্বনে
মিলনে বিলম্ব সহি;
সুখ দুঃখ ঈশ্বর নিয়মকারী,
পরে পরে হয় সংঘটন,
ঘটনার স্রোত নাহি হয় প্রতিরোধ।

মহ। শুধাই তোমায়,
মম মত উন্মাদ হৃদয় তব?
হয় মনে
কতক্ষণে তব সনে মিলন হইবে!

প্রতিদিন বর্ষসম হয় অনুমান

দেবি! বোঝ কি মনের ব্যথা?

বিলম্বের কত জ্বালা

বোঝে কি অন্তর তব?

কুল। এক হাতে নাহি বাজে তালি;

সাজাদা, কি ক'রে বুঝাব কত ভালবাসি!

আমি নারী

মনের বেদনা ভা'ষায় বর্ণিতে নারি,

সেই দিন হেরেছি তোমায়

এ ক্ষুদ্র হৃদয় সঁপিয়াছি তব পায়,

কিবা আর আমার বলিতে আছে?

দেখ তুমিময় এ জীবন

আমি দাসী তব, তুমি মম প্রাণেশ্বর।

লহ। প্রাণেশ্বরি!

হৃদে ধরি সদাই বাসনা উঠে,

কি করিব নিষেধ তোমায়;

তব ভাবে আছি ব'সে।

হে ললনা!

নাহি জানি কি কল্পনা

জাগিছে হৃদয়ে তব।

হুস। সাজাদা! বলিয়াছি আমি,

বৎসরের শেষ দিন হ'লে সমাগত,

হব সুখী দুইজনে;

পরিচয় পাইবে আমার।

মহ। দিও দেখা
দেখ. একা আমি এ কাননে
হে ললনে!
কোলাহলে পূর্ণিত উদ্যান,
এবে বিজন আবাস স্থান।
একদিন হতো তান,
মধুর গায়িকা গান;
নৃত্য গীতে পূর্ণ ছিল এই রম্যবাগ
অনুরাগ প্রবেশি অন্তরে,
দিছি বিদায় সবারে,
এবে কর্কশ সকলি।
নাহি চাহি কুৎসিৎ উল্লাষ,
বিলাসেরে ক'রেছি বর্জ্জন,
নির্জ্জনে বিরলে তব ধ্যানে মগ্ন আমি
ভাবি শুধু ঐ মুখখানি।

ফুল। আসি আজ তবে।

মহ। বল, দেখা দিবে নিশ্চয় আমায়?

ফুল। আবার আসিব।

মহ। বৎসরের শেষ দিন হ'তে সমাগত
মম মনে বহু দিন গণে।
মাঝে মাঝে দিও দেখা
নহে স্মৃতি লোপ হইবে আমার,
দেখ মম উন্মাদ লক্ষণ।

ফুল। সাজাদা! প্রকাশিছ ব্যথা ;
আমি নারী
প্রকাশিতে নারি
কি বেদনা অন্তরে আমার।
বর্ণনায় বোঝান না যায়
অধিক কি কব আর।
তব সম আমিও অস্থির ;
কিন্তু, কি করিব বিধির বিধান ;
সাজাদা! বিদাও আমায়
দেখ, হইলে প্রকাশ
হব উভয়ে লজ্জিত।

মহ। যাবে, যাও! কিন্তু যেন
আছ তুমি অন্তরে আমার ;

ফুল। কঠিনা ভেবনা,
যে নিয়মে ল'য়েছি সময়
হ'লে পরিচয় হবে সব অবগত ;
দেখ, দূরে আসে কোনজন ;
আসি তবে।

[প্রস্থান।

মহ। হায়! নারী ; বুঝিতে না পারি
কি ক'রে ঢাকিয়া রাখ অন্তর আপন ;
নাহি দিলে পরিচয়!
দেখহ হৃদয়!

নাহি চাহি সন্ধান তোমার
চাহি মাত্র ঐ মুখখানি!
পরিচয়ে কি হবে আমার
হও যদি নীচ কুলভবা
ডর তাহে কিবা;
নির্জ্জনে দুজনে করিব বিজন বাস।

(বেজাদখাঁর প্রবেশ।)

বেজাদ। সাজাদা, আসিয়াছি আমি।
মহ। কেও সেনাপতি!
সংবাদ আছে কি কিছু?
বেজাদ। আছে।
বাদসার আদেশ;
সুসংবাদ! দেলজান সমাগত পুরে,
আনন্দ ধরে না রাজ্যময়!
কিন্তু শুনি আশ্চর্য্য কাহিনী!
নির্জ্জনে এ কাননে সাজাদা একাকী!
মহ। চাহি শান্তি,
কোলাহলে অস্থির হৃদয়;
প্রকৃতির শোভা মনোলোভা সবা হ'তে।
দেলজান সমাগত পুরে
এ আনন্দ ধরে না হৃদয়ে।—
জান কি সংবাদ!
কার ছলে নিরুদ্দেশ ভগিনী আমার?

বেজাদ। শুনি, আপনার বন্ধু সেইজন

স্বাদেক তাহার নাম।

মহ। আশ্চর্য্য!

কেমনে স্বাদেক সনে হইল সাক্ষাৎ?

সেজন নিয়ত থাকিত হেথায়,

কেমনে ভগিনী সনে হ'লো পরিচয়?

বেজাদ। বড়ই অদ্ভুত কথা!

গুপ্তচর সেই,

ছিল হেথা বিপক্ষের সাহার্য্যের হেতু;

করি তব সনে বন্ধুত্বের ভান

করিত সন্ধান,

সাজাদীর রূপে মুগ্ধ ছিল সেই,

এক নারী সহচরী তার।

মহ। কিরূপে সাজাদীরে হেরিল সেজন?

বেজাদ। শুনি মসজিদে সাক্ষাৎ।

মহ। কহ মহাশয়

অস্থির হৃদয় মম

কি কৌশলে সাজাদীরে করিল হরণ?

বেজাদ। হরণ করিতে নারে;

অস্ত্রাঘাতে দেলজান ত্যজেছিল প্রাণ।

মহ। ত্যজেছিল প্রাণ!

জীবিতা কি হেরেনি ভগিনী?

বেজাদ। নহে মৃতা জীবিতা এখন।

পুরি দুষ্ট, পেটীকায়
সাজাদীর দেহ!
রাজপথে দিল নামাইয়া।
বিদেশী পথিক এক
ল'য়ে যায় সযতনে,
বহু যত্নে শুশ্রূষার গুণে,
ফিরিল জীবন।

মহ। এখনও কি জীবিত আছে পাপাত্মা স্বাদেক?

বেজাদ। নাহি আর দুনিয়ায়,
কৌশলে চক্রাস্ত্রের বলে
দেলজান ল'য়েছে পরাণ তার,
গুপ্ত শত্রু হ'য়েছে নিপাত।

মহ। সুসংবাদ! চল ভগ্নী সনে
করিব সাক্ষাৎ।

বেজ্যাদ। আসিয়াছি সেই হেতু,
বাদসার আদেশ
সাজাদারে ল'য়ে যেতে।
শুনি অন্য কেহ না পশিবে হেথা
তাই আসিয়াছি আমি।

মহ। চল, বিলম্বে নাহিক কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান।

৮-১৩

পঞ্চম-দৃশ্য।

রহমনের বাটী।

(রহমন ও রমজানী নিদ্রিত; অদূরে কম্বল জড়িত স্বাদেকের মৃত দেহ।)

(জনৈক লোকের প্রবেশ।)

লোক। কৈ, মুদ্দার কোথা? এ ত তিনজন কম্বল মুড়িদে প'ড়ে আছে দেখছি; জীবিত ব'লে বোধ হ'চ্ছে। তবে কি তিনজনকেই কবরে নিয়ে যেতে হবে? না, তাতো আমার প্রতি হুকুম নেই! তবে কি করি, এই যে একজন স্ত্রীলোক দেখছি; এও কি ম'রেছে? না, এই যে পাশ মোড়া দিচ্ছে।

রমজানি। ইস, অঘোরে ঘুমিয়ে প'ড়েছি; তাই তো স্বাদেক কোথায়? একি, এ কার ঘর! এ লোকটাই বা কে?

লোক। বিবি! আমি মুদ্দার খুঁজছি, আমায় দেখিয়ে দিন, আমি কবরে নিয়ে যাব।

রমজানি। তুমি কে? কাকে কবর দিবার কথা ব'লছো; স্বাদেক কোথায়? এ ত দেখছি রহমন সাহেব, সেই ঘর তো বটে! তবে এরূপ কেন, আমরা তিনজন কম্বলে প'ড়ে আছি কেন?

লোক। বিবি! আমার প্রতি হুকুম হোক্, আমি চিনতে পারছিনি; দুজনের মধ্যে কে ম'রেছে আমায় দেখিয়ে দিন।

রমজানি। ম'রেছে! কে ম'রেছে, স্বাদেক কোথায়? ঐ কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে, ও কে? কৈ দেখি; (স্বাদেকের নিকট গিয়া) বাবা রে, খুন করলে রে—খুন করলে রে!

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

রহ। করিম! এত গোলমাল কিসের? একি আমি এ অবস্থায় এখানে প'ড়ে কেন?

লোক। এ কি! একে একে সবাই উঠে যে; তবে কি কেউ মরেনি!

রহ। তুমি কে?

লোক। আমার প্রতি হুকুম আছে, মুদ্দারকে কবরে নিয়ে যাব।

রহ। কার হুকুম? মুদ্দার কে?

লোক। আজ্ঞে, হুজুর! তা আমি জানিনি। কিন্তু একে একে দেখছি, আপনারা সকলেই তো দানা পেয়ে উঠ্চেন। মুদ্দার কে আমি যদি চিনতেই পারবো, তবে কি আর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি, কবরস'ই ক'রে এতক্ষণ ঘরে ফিরে যেতুম্।

রহ। এ কি! আমার সব স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'চ্ছে! তরফাওয়ালী কোথায় গেল? সে সকল সজ্জিত দাস দাসী, পরিচ্ছদ কোথা গেল? কম্বলে প'ড়ে কেন! ও আবার কি? কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে কে? এ ব্যক্তি মৃতের অনুসন্ধান করছে কেন? তবে কম্বলে জড়ান ওটা কি মৃত দেহ!

লোক। সাহেব! আমি আর দাঁড়াতে পারিনি, যদি মৃত কেউ না থাকে বলুন আমি যাই।

রহ। (সচকিতে) মৃতের কথা ব'লছ? দাঁড়াও, আমি বুঝতে পারছিনি, ব'লতে পার, এরা সব কোথায় গেল?

লোক। না সাহেব! আমি কিছুই জানিনি. আমি কবরে নিয়ে যেত এসেছি।

রহ। (স্বগতঃ) তাইতো বন্ধু স্বাদেক মিঞা কোথায়, তার জানিই বা কোথায়? আমার তো, বেশ মনে হয়, একত্রে

আমোদ কর্‌ছিলেম, তবে কোথায় গেল ? দেখি, দেখি, কম্বলে জড়ান কার মৃত দেহ। (দেখিয়া) সর্ব্বনাশ! এই তো বন্ধুর মৃতদেহ সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন, রক্ত মাখান দেহ। করিম! করিম!

লোক। সাহেব, সেলাম! আমি এই দেহ কবরে নিয়ে যাব, বাহিরে আমার লোক আছে, আমি তাদের ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

রহ। করিম! করিম! একি, কারও সাড়া নাই কেন? বিবি কোথায়? আমার সন্দেহ হ'চ্ছে। আমার গৃহে অতিথী খুন হ'ল কি ক'রে? দেখি, বিবিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে সব মালুম হবে।

[প্রস্থান।

(কতকগুলি শব-বাহকের প্রবেশ।)

লোক। লেও, মুর্‌দা উঠাও; হামারা সাথ আও।

[সাদেকের মৃতদেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

(রহমনের প্রবেশ।)

রহ। যাদু! যাদু! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, পাখী পালিয়েছে! আমায় সব ভেল্কি দেখিয়ে স'রে প'ড়েছে। কৈ মৃতদেহ কোথায়! কে নিয়ে গেল? যাদু! যাদু! সব যাদু! আমায় যাদু বানিয়েছে। একি তাঁরই কাজ? যাকে আমি মৃত অবস্থা থেকে বাঁচালেম, আপনার প্রাণের চেয়ে বড় ভেবে যার সেবা কর্‌লেম, সেই নারীই কি আমার চক্ষে ধুলা দিয়ে স'রেছে! বাঃ, বাঃ! বারে দুনিয়া! দেখ, আবার একা!

সব মিথ্যা, সব মিথ্যা! দুনিয়ায় খালি প্রতারণা; চাতুরী ক'রে স'রে প'ড়েছে, এই জন্য পরিচয় দিতে চায়নি, এই জন্যই ছাড়া ছাড়া ভাবে আমার সহিত কথা ক'ইতো; নারী! তোমার কে নির্ম্মাণকারী জানি না, তোমার মূর্তির গঠন দুনিয়ার সর্ব্বনাশ করবার জন্য, খুব কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছ। খল সর্পের মনেও কৃতজ্ঞতা আছে, সে কখন উপকারীকে দংশন করে না। কিন্তু তুমি নারী, বিষধরী অপেক্ষা ভয়ঙ্করী। রাক্ষসী, কোথায় তুমি! আমার প্রাণ রেখে তুমি কি সুখ অনুভব করলে? অত মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে তোমায় কে ব'লেছিল? তুমি কি বোঝনি, তোমার জন্য আমি ম'রতেও কাতর নই? আমি কি অপরাধ ক'রেছি, আমায় কাঁদিয়ে তোমার কি লাভ হ'লো? কোথায় তুমি! একবার এস, একবার দেখা দিয়ে যাও, তার পর যত সর্ব্বনাশ করবার ইচ্ছা ক'রো। আমি কখনই তোমায় ভুলতে পারবো না, কখনই তোমার স্মৃতি আমার মন থেকে মুছবে না, যেথায় থাক আমি তোমায় খুঁজে বার করবো। যদি বাদসার অন্তঃপুরেও তোমার বাস হয়, আমি নিশ্চয় তোমায় খুঁজে বার করবো। জিজ্ঞাসা করবো, আমি তোমার নিকট কি অপরাধে অপরাধি, কি অপরাধে তুমি আশার ছলনায় রেখে পালিয়ে এলে, আমি তোমার কি ক'রেছি? নিশ্চয় তোমার মুখ থেকে এ কথার উত্তর শুনবো, তার পর না হয় মরবো। খোদা! খোদা! অন্তর্য্যামী! আমার বেদনা তুমি বুঝতে পারছো, আমার অস্থিতে অস্থিতে তার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। মনে অন্য কামনা নাই, তার সুখে সুখী হ'তেম, তার মলিন মুখ দেখলে দুনিয়া আঁধার দেখতেম।

তবে কেন সে আমায় ত্যাগ করলে? ঘটনা দেখে অনুভব হ'চ্ছে, সে আমার সাহায্যে তার শত্রু বিনাশ ক'রে স'রে গেছে। আমিত কিছু করিনি, আমি ত তার, কাছে কোন দোষে দুষী নয়, তবে কেন সে আমায় এত মর্ম্ম বেদনা দিলে! আমায় দেখা দিয়ে যেতেও কি তার ইচ্ছা হ'লো না? জগদীশ্বর! তুমি কেন নারীর সৃজন ক'রেছিলে জানি না; দেখ, তবু আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছি না।

[মস্তকে হস্ত দিয়া উপবেশন।

চতুর্থ অঙ্ক সম্পূর্ণ।

পঞ্চম-অঙ্ক।

—o—

প্রথম-দৃশ্য।

আজেদবক্তের বহির্বাটী।

ফুলজান ও রহমন।

ফুল। আপনাকে বিদেশী ব'লে অনুমান হয়; প্রহরীর মুখে শুনলুম, আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে চান।

রহ। প্রহরী সত্যকথা ব'লেছে, আপনার নাম যদি ফুলজান বিবি হয়, আমি যথার্থ আপনার সাক্ষাত অভিলাষি।

ফুল। আপনার প্রয়োজন বলুন?

রহ। আমি আর একদিন আপনার নিকট পত্র বাহক হ'য়ে এসেছিলুম, তখন আপনার সহিত আমার চাক্ষুষ সাক্ষাত হয়নি। আমার নিবেদন, যে রমণী আপনাকে পত্র লিখেছিলেন, আমি তাঁর দর্শন প্রার্থী; আপনি নিশ্চয় তাঁর সন্ধান অবগত, আপনার মেহেরবানী হ'লে আমি তাঁর দেখা পাব।

ফুল। তাঁর সহিত সাক্ষাত করলে আপনার কি উপকার হবে?

রহ। তাঁর সাক্ষাতের সহিত আমার জীবন মরণ নির্ভর ক'রছে, আমি সেই আশায় এখনও জীবিত।

ফুল। আপনার তাঁর সহিত কিরূপে আলাপ হ'লো?

রহ। বিবি! তাঁর মুখে শুনতে পাবো, আমার সহিত তাঁর

পরিচয় কিরূপ। তবে এই মাত্র জান্‌বেন, আমি মৃত অবস্থায় তাঁকে পেয়েছিলুম, আমার সর্ব্বস্ব পন ক'রে আরাম ক'রেছিলুম; কিন্তু তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে পালিয়ে এসেছেন। আমি একবার তাঁকে দেখবো, একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো, দুনিয়ায় প্রত্যুপকার কি এই?

ফুল। আপনিই তাঁর প্রাণ দাতা?

রহ। প্রাণ দাতা ঈশ্বর; অন্য কারুর প্রাণ দানের শক্তি নাই।

ফুল। তিনি অজ্ঞান অবস্থায় আপনাকে ফেলে এসেছেন, কৃতজ্ঞতা জানিয়েও আসেন নি, তথাপি আপনি তাঁর দর্শন প্রার্থী?

রহ। হাঁ, তথাপি আমি তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করবো; একবার জিজ্ঞাসা করবো আমার কি অপরাধ? কি অপরাধে তিনি আমায় এ গুরুতর দণ্ড দিলেন?

ফুল। নিশ্চয় তিনি পাপিষ্ঠা! নইলে যে আপনার যথা সর্ব্বস্ব পণ ক'রে প্রাণ বাঁচালে, তার প্রতি এরূপ ব্যবহার করবে কেন? আমার মিনতি আপনি তাঁকে ভুলে যান।

রহ। ভুলবো! কি ক'রে ভুলবো? বিবি! আপনি আমার প্রাণের ভেতর কি হ'চ্ছে বুঝতে পারছেন না; আমার হৃদয়ে সেই মূর্ত্তি স্থাপিত।

ফুল। তিনি কি আপনাকে কোন পরিচয় দেন নি?

রহ। না, তিনি আমায় নিষেধ ক'রেছিলেন, আমি কখন তাঁকে সে প্রশ্ন করিনি; তবে বুঝেছি তিনি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা।

ফুল। আপনি দেখছি তাঁকে ভালবেসেছেন, তিনি আপনাকে যদি না দেখা দেন, আপনার বড়ই আঘাত লাগবে। আপনি

তাঁর স্মৃতি বিস্মৃত হোন্, আপনার প্রাণে শান্তি স্থাপন হবে। আপনি ঠিকই অনুমান ক'রেছেন, তিনি আমীর লোকের কন্যাই বটেন ; এই জন্যই আপনার প্রেম তাঁর অগ্রাহ্যের বিষয় হ'য়েছে।

রহ। বিবি! আমি হীন বিদেশী সত্য! তিনি বাদসার কন্যা হ'লেও আমি কেবল তাঁর দর্শন প্রার্থী ; আমি নিশ্চয় তাঁকে না দেখে মরতেও পারবো না! তিনি যতই আমার ঘৃণা করুন, তবু আমি তাঁর স্মৃতি ভুলতে পারবো না। বিবি! আপনি যেই হোন্, আপনার চরণে ধ'রে ব'লছি, আমায় একবার দেখান! আমার প্রাণ বড় অস্থির, দেখুন আমার উন্মাদ হবার উদ্যোগ হ'য়েছে। আমি একবার তাঁকে দেখব ; তার পর এ দুনিয়া হ'তে বিদায় নেব। হেথায় কৃতজ্ঞতা নাই, হেথায় শান্তি নাই ; আমি বেশ বুঝেছি, নারীর হৃদয় প্রস্তরে গঠিত। আমি বেশ জেনেছি, মনোহর মূর্ত্তিতে জগৎ মুগ্ধ হয় সত্য, কিন্তু গরলের আবাস-স্থান, ছলনার বাসস্থান নারীর হৃদয়ে দয়া মায়ার লেশ মাত্র নাই। বিবি! জান কবুল ক'রেছি, আমায় একটিবার আমার ধ্যানের ছবি দেখান ; আর আমার কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই।

ফুল। সাহেব! আপনার দুঃখ দেখে আমি প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি আমি আপনার জন্য তাঁকে জানাব, যাতে তিনি একবার আপনাকে দর্শন দেন, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করবো। তিনি যেরূপ হুকুম করবেন, আমি নিশ্চয় আপনাকে জানাব। অদ্য আপনি গৃহে যান, কাল সন্ধ্যায় আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করবেন, আমি আপনাকে তাঁর মনের কথা বলব। এইটী মাত্র

কথা; তিনি যখন আপনাকে পরিচয় দেননি, আমি তাঁর পরিচয় গোপন রাখবো; আপনি যতদূর কঠিনা ভাবছেন, নিশ্চয় তিনি তা নন, কাল বুঝতে পারবেন।

রহ। বিবি! খোদা আপনাকে সুখী করুন, কিন্তু আমি আপনার এই দৌড়িতে প'ড়ে থাকবো, আমার গৃহে আর যাব না। আমার গৃহ নাই, যে গৃহে দেবী বিরাজ করতো এখন শূন্য! সে শূন্য স্থানে আর আমি যাব না। যদি তার দেখা পাই ভাল, নইলে যে দিকে-চক্ষু নিয়ে যায় যাব। আপনি দয়া ক'রে আপনার অপেক্ষায় এইখানে একদিনের জন্য আমায় আশ্রয় দিন।

ফুল। তবে আসুন! আমি আপনাকে আপনার বাসের জন্য বন্দোবস্ত ক'রে দি।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয়-দৃশ্য।

গোলাপ-বাগ।

দেলজান ও সখিগণ।

গীত।

হারানিধি বিধি আজি দিয়েছে ফিরে।
(ওরে) দেখে যা সজনি তোরা মাথার কিরে॥
(ওলো) দেখে যা তোরা, সেই মাধুরী ভরা,
মৃদুহাসি-রাশি বিকাশিছে অধর ঘিরে॥

(ফুলজানীর প্রবেশ।)

দেল। এস ফুলজান! দেখ আবার মিলন
তোমাদের সনে!

ফুল। দেলজান! ত্যজেছিলে প্রাণ আপন ইচ্ছায়,
করি স্বার্থ ত্যাগ কেহ যদি না দিত জীবন,
কেমনে মিলন পুনঃ হ'তো তব সনে?

দেল। সত্য, কিন্তু ঈশ্বর-নিয়ম কে করে খণ্ডন!
ঈশ্বর আজ্ঞায় পুনঃ জীবিতা হইনু।

ফুল। সত্য ঈশ্বর মঙ্গলময়,
কিন্তু কৃতজ্ঞতা আছে কি হৃদয়ে তব?
যেই জন করি প্রাণপণ বাঁচাইল প্রাণ তব,
আসি ব'লে, এসেছ কি ব'লে তারে?
ভাব কি অন্তরে তার?
কি বেদনায় হ'য়েছে অস্থির,
বোঝে কি অন্তর তব?

দেল। জানি সব, কিন্তু কি করিব!
মম প্রাণ বিনিময়ে
পারি দিতে রত্ন ধন।
কিন্তু সেই জন—নাহি করে রত্ন আকিঞ্চন
কি উপায় করি বল আর?

ফুল। শোন দেলজান! মমালয়ে এসেছে সে জন
চাহে তব দরশন।
নহে নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ

উন্মাদ লক্ষণ হেরি তার।
মম নিবেদন একবার দাও দরশন।

দেল। আসিয়াছে তব ঠাঁই করিতে সন্ধান।
জেনেছে কি রাজপুত্রী আমি ?

ফুল। পরিচয় দিই নাই তারে,
কহিয়াছি উচ্চবংশে জন্ম তব।
কিন্তু শোন
পরিচয়ে নাহি তার কোন প্রয়োজন
চাহে মাত্র দরশন তব।
দেলজান! দেহ প্রাণ দান!
তোমা বিনে নাহি জানে কিছু আর,
হেরিলে তাহায়, বুক ফেটে যায়!
হ'ও না কঠিনা,
প্রাণ হীনা হ'ও না তাঁহার ঠাঁই
প্রাণদাতা সে তোমার।

দেল। ফুলজান! জানি আমি,
কৃতজ্ঞতা আছে এ হৃদয়ে,
কিন্তু কি করিব,
সে চায় আমায়!
অন্য সব অসার তাহার।
যদি আমি দিই দরশন
উদ্বেগ বাড়িবে তার মনে।
ফুলজান!
করিয়ে যতন বুঝাও তাহায়,

লক্ষ স্বর্ণ করি দান
রাজ্যেশ্বর হইবে নিশ্চয়।
সুন্দরী রমণী কত করিবে যতন।
ব'লো তাঁরে—
মহাশয়! এই ভিক্ষা চায় দেলজান।
তুমি প্রাণ দাতা
কৃতজ্ঞতা আছে তার হৃদে,
কিন্তু কি করিবে, রাজার কুমারী,
নহে সযতনে সেবিত চরণ।

ফুল। কি ক'রে বুঝাব বল?
অবিরল অশ্রুজল বহে গণ্ড বহি,
চাহে মাত্র দরশন তব।
দেলজান!
জান তুমি আমা হ'তে
কত ভালবাসে সে তোমায়!

দেল। জানি আমি।
কিন্তু আছে কি স্মরণ
কোন মহা বংশে জন্ম মোর?
হয় না কি অনুমান?
আমি রাজার কুমারী,
হব বণিকের আজ্ঞাকারী?
যাও তুমি ব'লো তারে
হ'লে দরশন, পিপাসা বাড়িবে তার।
দেখা নাহি পাবে মোর

অন্য যাহা করে আকিঞ্চন
হইবে পুরণ।

ফুল। আছি প্রতিশ্রুত
তব মন করিব বর্ণন।
কিন্তু দেলজান!
হ'তো না কি একবার দিলে দরশন?
দেখ! হতশ্বাসে ত্যজিবে পরাণ।

দেল। ভেবেছ কি দিব আমি আত্ম বিসর্জ্জন?
ক'রেছি প্রতিজ্ঞা যাহা রাজ সন্নিধানে,
হব বিস্মরণ?
গণনায় নাহি করি ভয়—
মৃত্যু ডরে নাহি ডরি,
কিন্তু রাজার কুমারী,
হব বণিকের আজ্ঞাকারী?
কখন ভেব না;
ব'লো তারে পাপিষ্ঠা সে দেলজান।

ফুল। পরিচয় কি কব তোমার?

দেল। ব'লো তারে রাজার কুমারী আমি,
আর নাহি করিব গোপন।

ফুল। আসি তবে।

দেল। লক্ষ স্বর্ণ ল'য়ে যাও প্রাসাদ হইতে,
রাখি সম্মুখে তাহার কবে কথা;
লক্ষ মুদ্রা সম্মুখে হেরিলে,
উল্লাসিত হ'তে পারে বণিকের প্রাণ! [ফুলজানের প্রস্থান

দেল। (স্বগতঃ) কম্পিত হৃদয় সদা!
হায় রহমন!
কুক্ষণে তোমার হ'য়েছিল মম দরশন।
যদি পুন না বাঁচাতে মোরে
সেও ছিল ভাল,...
কৃতজ্ঞতা পশিত না হৃদয়ে আমার!
কিন্তু কি করিব,
লাজ আবরণে ঢাকা এ জীবন;—
নহে আজীবন করিতাম চরণ সেবন।
ভুলে যাও স্মৃতি মোর
দেখ নারীর হৃদয়ে নাহি ভালবাসা!
ঈশ্বরে বিনয় করি
হোক্ শান্ত অস্থির হৃদয় তব।
(প্রকাশ্যে) চল সখি! প্রার্থনার হইল সময়।

১ম সখি। দেখ দেলজান!
অস্থির জীবন তব;
পুরুষেরে ঘৃণা, আছে কি হৃদয়ে আর?

দেল। নাহি ঘৃণা হৃদয়ে আমার,
কৃতজ্ঞতা বাড়ায় বিষাদ!

১ম সখি। দেখ সখি হয় কিনা মনে,——
সে তোমার প্রাণ দাতা?

দেল। প্রাণ দানে অনিষ্ট ঘটেছে মম!
ছিল ভাল মৃত্যু যদি হ'তো,
জঞ্জাল ভাবিত না হৃদয় আমার!

চল বিলম্বে নাহিক কাজ
প্রার্থনায় ফিরাইব মন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয়-দৃশ্য।

ফুলজানের বাটী।

রহমন ও ফুলজান।

ফুল। মহাশয়! শুন পরিচয়
রাজার কুমারী দেলজান,
বহু ঋণে ঋণি তিনি তব ঠাঁই;
কিন্তু কি করিবে
রাজ আবরণে ঢাকা দেহ তাঁর,
নহে দিত দরশন।
লহ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা
বিনিময়ে যার হবে রাজ্যেশ্বর,
কতশত সুন্দরী রমণী
সেবিবে চরণ তব।

রহ। কে চাহে রতন?
চেয়েছিনু মাত্র দরশন,
তিনি রাজার কুমারী,—
আমি তো ভিখারী!

চন্দ্রে আশা করিলে বামন
না পাইলে, তবু পায় দরশন!
মম ভাগ্যে দেখা না মিলিল।
বল তাঁরে
দুনিয়ায় নাহি কৃতজ্ঞতা,
দিও ফিরে ধন রত্ন তাঁর;
রত্ন আশা করে না ভিখারী!
ধনিজন রত্ন ধন করে আকিঞ্চন।
একবার দিতে দেখা
হয় যার মান নাশ,
কি ক'রে বুঝিবে সে আমার হতাশ?
বিবি! ব'লো তারে।
ভুলিবার নহে সে আমার,
তার ছবি র'য়েছে অঙ্কিত
স্তরে স্তরে এ অন্তরে!
রাজসুতা তিনি,
আমি নাহি গণি,
ভাবি মাত্র সেই মুখখানি,—
আছে যাহা হৃদয়ে আমার।
ন। মহাশয়! মম নিবেদন
লহ এই রত্ন ধন;
দেলজানে ক'রো না অসুখী!
কি করিবে, রাজবংশে জন্ম তার,
নহে কেশ দিয়ে মুছাত চরণ!

মহাশয়! ভালবাস তারে,
অসুখী ক'রো না?

রহ। ব'লো দেলজানে
রত্ন ধনে নাহি মম প্রয়োজন,
চ'লে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি।
ভুলিতে নারিব স্মৃতি তাঁর,
ভুলিবার নহে সে আমার!
অনশনে যতদিন বাঁচে প্রাণ
তারি ধ্যানে রহিব মগন।
বিবি! সেলাম।

ফুল। মহাশয়! কিছুদিন রহ এই স্থানে,—
দেখি যদি কোনরূপে বুঝাইতে পারি।

রহ। পারিবে না,
অভিমান করিবে বারণ।
বিবি! তুমি উপকারী মম।
হও সুখি!
অধিক কি কব আর।
ব'লো তাঁরে,
তাঁর স্মৃতি ল'য়ে ম'রিয়াছি আমি,
চক্ষুশূল হইল বিদায়।

[প্রস্থান।

ফুল। কি আশ্চর্য্য! এখন ভুলতে চায় না; খোদা! খোদা! একি তোমার খেলা? দেখ উন্মাদের লক্ষণ সব, দেলজান! দেলজান! কি বুঝলে, যে তোমার প্রাণ বাঁচালে, তুমিই তার

প্রাণ নাশ করলে! ছ দেলজান, দেখ বুঝি আত্মঘাতী হয়, দেখি কোথায় যায়।

চতুর্থ-দৃশ্য।

রাস্তা।

মহম্মদের প্রবেশ।

মহ। তিন দিন তাকে আর দেখতে পাইনি। সেই চ'লে গেছে, ব'লে গেছে মাঝে মাঝে দেখা দিবে। তিন দিন হ'লো এখনও কি সময় হ'লো না? আহা, শান্তির গঠন! তেমন কি দুনিয়ায় আর কোন জিনিষ আছে? সরলতা; সত্যপ্রিয়তা, নম্রতা এই তিন যেন এক স্থানে বিরাজ ক'চ্ছে। দেবি! আমি তোমায় দেবী ব'লেই ডাক্‌বো। তুমি পরিচয় দাওনি, বেশ ক'রেছ; তোমার পার্থিব নামে কি প্রয়োজন? তুমি দেবি! দেবীই তোমার নাম। তোমার পরিচয় আমার কি প্রয়োজন? তোমার পরিচয় তুমি, তোমার অন্য পরিচয় পৃথিবীতে থাক্‌তে পারে না। যখনই প্রাণ একান্ত অস্থির হ'য়েছে, তুমি যেন দেবীর মত দেখা দিয়েছ; ব'লেছ বৎসরের শেষে সুখী করবে। যতদিন সংক্ষেপ হ'য়ে এসেছে, তত তোমায় দেখবার জন্য প্রাণ অস্থির হ'য়েছে, দেখ আমি তিন দিন তোমায় দেখিনি।

(ফুলজানের প্রবেশ।)

ফুল। সাজাদা! একি?
পদব্রজে এতদূর!

সে কি প্রভু! কত শত্রু ফেরে রাজ্যময়।
রাজ-রক্ত দেহে তব?

মহ। দেবি! শত্রু কেবা আছে মোর?
শত্রুরে না ডরি।
কিন্তু সুধাই তোমায় সর্ব্বজ্ঞা কি তুমি?
দেখ হ'য়েছি অধীর,
কোথা হ'তে দিলে দরশন।
এ ঘটন মানবীতে সম্ভব কি কভু?

ফুল। সাজাদা! ভালবাস,
ভালবাসা বাড়ায় সম্মান।
দেখেছ কি এ পথে যাইতে
অস্থির হৃদয় যুবা?

মহ। দেখি মাত্র তব ঐ রূপ
মিলাই নয়নে মনে।
কহে আঁখি অতুলনা ভবে!
মন বলে জগতে না পাবে,
যাহি করি অন্য নিরীক্ষণ।
দেখ অধীর হৃদয়ে হ'য়েছি বাহির;
সুধু তোমায় দেখিতে।

ফুল। প্রভু! এই পথে আসিবে নিশ্চয়,
দেখ ছদ্মবেশে হ'য়েছি বাহির
তাঁর তরে।

মহ। প্রিয়তমে! ধন্য তিনি,
যাঁরে তুমি কর অন্বেষণ!

ফুল। প্রেমিক সে জন,

সাজাদা! হেন প্রেম বুঝি নাহি আর ধরাতলে!

বিমল সে প্রেম!

স্বর্গে হবে অপূর্ব্ব মিলন।

মহ। দেবি! দেখাও আমায়;

যে প্রেমের তরে তুমি বিচলিত,

না জানি সে কেমন সুন্দর!

ফুল। সাজাদা! দেখাব তোমায়।

প্রেমিক যে জন, প্রেম দেখে নিশ্চয় হইবে সুখী;

দেখ! আসিতেছে দরবেশ,

এই সেই উন্মাদ প্রেমিক!

সাজাদা! মিনতি আমার,

বুঝাও উহায়;

ধৈরজে পাইবে শান্তি।

দেখ, তুমি আমি অপেক্ষায় আছি দুইজনে,

সেই মত বুঝাবে উহায়।

করি আমি অন্তরালে অবস্থান,

বুঝহ পরাণ তার।

আসিব আবার হ'লে তার অন্তর্ধ্যান।

[ফুলজানীর প্রস্থান।

মহ। কি প্রেম না জানি!

আমি যত ভালবাসি,

প্রেমে আমি যত ক'রেছি বিশ্বাস

আছে কি ধরায় আর?

দেখ, রাজপুত্র করি একাকী ভ্রমণ।
হেনজন আছে কি ভূতলে ?
যবে দেখেছি নয়নে
প্রাণ দানে বিশ্বাস ক'রেছি,
জেনেছি জীবনে বিশ্বাস প্রেমের মূল,
আজও তার নাহি লই পরিচয়;
জানি, নিশ্চয় আমায় সে।

(দরবেশ বেশে রহমনের প্রবেশ।)

রহ। (স্বগতঃ) দেলজান! দেখ, তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে র'য়েছে! তুমি রাজার কুমারী, আমি দরবেশ। তুমি সোণার অট্টালিকায় বাস কর, আমার বৃক্ষমূল! কিন্তু দেলজান! এমন স্থান আছে, যেখানে তোমায় আমায় আর প্রভেদ থাক্‌বে না; রাজকন্যা ব'লে তোমার আর অভিমান থাক্‌বে না। আমিও হতাশ ভ্রমণে দেহের অবসানে ব্যস্ত হব না। দেলজান! ঐ স্থানে হবে দেখা।

মহ। হ্যাঁ হে, তুমি কি কারুর পীরিতে প'ড়েছ ?

রহ। মহাশয়! কি আজ্ঞা করছেন ?

মহ। তুমি কি প্রেমের পাল্লায় প'ড়েছ ? তোমায় দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি হতাশ হৃদয়ে দরবেশ সেজেছ, কিন্তু তবু তার স্মৃতি ভুল্‌তে পারনি।

রহ। মহাশয়!
ভুলিবার নহে সে আমার,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে লক্ষমূর্ত্তি বিরাজিত তার,
কারে বল হবে বিস্মরণ ?

মহ। যার তরে উন্মাদ লক্ষণ তব,
ভাল কি বেসেছে সে ?

রহ। মহাশয়!
ভালবাসা স্বার্থ নাহি চায়।
আমি ভালবাসি তারে,
হোক্ বা না হোক্ মম
কেমনে ভুলিব বল ?
হৃদয়ে র'য়েছে আঁকা,
তারি ধ্যানে মগ্ন আমি।

মহ। মহাশয়!
হয়না উদয় মনে কতক্ষণে মিলন হইবে ?

রহ। হ'তো।
কিন্তু এবে নাহি আর মিলনের আশা!
পিপাসার বারি হৃদয়ে আমার,
কি হইবে পার্থিব মিলনে ?
কতক্ষণ রহে জীব ধরা মাঝে!
ঐ স্থানে হইলে মিলন,—
ভেদাভেদ নাহি হবে আর।

মহ। হে ফকির!
আশ্চর্য্য বিশ্বাস তব!
সত্য, তব প্রেম বিমল ভুবনে।
আমিও বেসেছি ভাল,
কিন্তু ব্যস্ত মন কতক্ষণে হইবে মিলন;
তব প্রেম আকাঙ্ক্ষা না রাখে,

স্মৃতি ল'য়ে আছ মহাসুখে।
ধৈর্য্য হয় শান্তির বিকাশ,
তব ধৈর্য্য অতুলনা ভবে।

রহ। যাই বিলম্ব না করি আর
ব'য়ে যায় অমূল্য সময়।

মহ। কোথা যাবে?

রহ। যেথা, নির্জ্জনে তাহার ধ্যানে হইব মগন,
হ'লে দেহ অবসান
পুণ্য লোকে করিব প্রস্থান,
সেথায় প্রিয়ায় পাব।

[প্রস্থান।

(ফুলজানের প্রবেশ।)

ফুল। কি কহিল দরবেশ?

মহ। দেবি! সত্য তব কথা,
বিমল এ প্রেম!
করে আকিঞ্চন
তনু ত্যাগে হইবে মিলন।
হেরি তার অদ্ভুত বিশ্বাস
বিস্ময় মেনেছে মন!
আহা অভাজন!

ফুল। চল প্রভু!
দেখিব কোথায় সে করে অবস্থান।

মহ। দেবি! কতদিন আছে বাকী আর।
হৃদে ধরি কবে করি পবিত্র চুম্বন?

ফুল। সাজাদা! নাহি দিন আর
চল প্রভু দেখাব তোমায়
এই অদ্ভুত মিলন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম-দৃশ্য।

মস্‌জিদ।

মোল্লা ও রহমন।

মোল্লা। আপনার তো দেখছি উন্মাদ হবার লক্ষণ? আপনি হৃদয়কে পার্থিব প্রেম শূন্য না কর্‌লে ঈশ্বরকে কি ক'রে প্রত্যক্ষ কর্‌বেন?

রহ। হে ফকির!
ঈশ্বর কি সুন্দর এমন?
আহা কি ক'রে বুঝাব বল?
কিসে বা বুঝিবে।
আছে কি আমার মন তব মনে?
মম চক্ষু আছে কি তোমার?
আহা তুলনা অবনীতে।

মোল্লা। ঈশ্বর সৃজনকারী!
তার মত কত শত করেন সৃজন।।

হেরি তার রূপ উন্মাদ হৃদয় তব ?
ঈশ্বরে হেরিলে,
সৌন্দর্য্যের সীমা না পাইবে।
সত্য ! মহাশয় !
কর ঈশ্বরে বিশ্বাস,
তিনি মঙ্গল নিদান !
মঙ্গল হইবে তব।

রহ। অবিশ্বাস নাহি করি,
কিন্তু যদি তিনি এতই সুন্দর !
নিশ্চয় আপন ছবি দিয়াছেন তারে।
হে ফকির ! হেরিলে তাহায়
প্রাণ ভরে যায়,
তারে বল কেমনে ভুলিব ?
আসিয়াছি তব ঠাঁই লইতে বিধান,
বল কি করিলে পাব তাঁরে।

মোল্লা। রক্ত মাংসে গঠিতা সে নারী,
অস্তিত্ব কোথায় তার !
অনন্ত সে পরম্ ঈশ্বর !
যেই নর করে তাঁর আরাধনা,
হয় সে ঈশ্বর।

রহ। হে ফকির ! তার তরে উন্মাদ হৃদয় মম !
বল কি করিলে তারে পাব ?
ঈশ্বর মঙ্গলময় জানি আমি ;
কিন্তু কি প্রকারে করিব তাঁর ধ্যান,

সে আমায় করিয়াছে অধিকার ;
ঈশ্বরে ভাবিলে হেরিব তাহায়।

মোল্লা। তবে বল কি উপায় করি আমি ?
না করিলে কামনা বৰ্জ্জন
সাধন না হয় কভু ;
চাও যদি পরমসুন্দর,
মুছে ফেল কামিনীর স্মৃতি।

রহ। ভাবি মাত্র সেই মুখখানি !
জানি, দেহত্যাগে নিশ্চয় পাইব তারে
দেখ, অনাহারে ক'রেছি ভ্রমণ,
অনাহারে ত্যজিব এ প্রাণ।
অভিমান দুনিয়ার অলঙ্কার,
যেথা না পশিবে ;
সেই স্থানে দুইজনে হবে আলিঙ্গন।

মোল্লা। অদ্ভুত বিশ্বাস তব !
আজি রহ এই স্থানে
বুঝাইব পরে।
এই প্রেম কর যদি ঈশ্বরে অৰ্পণ
হবে মহাজন।

রহ। ফকির সাহেব ! সেলাম !
বিশ্রাম না করি কোথা,
করিব বিশ্রাম কবরেতে শুয়ে।
যাই আমি !
দেখ পিপাসায় নাহি স্পর্শি বারী,—

করি নির্জ্জন সন্ধান,
দুনিয়ায় নির্জ্জন কবর স্থান।

[প্রস্থান।

মোল্লা। অদ্ভুত এ প্রেম!
কিন্তু চায় বায়ু আলিঙ্গন!

ষষ্ঠ-দৃশ্য।

গোলাপবাগস্থ কক্ষ।

দেলজান।

গীত।

কে যেন আমায় টেনে নিয়ে যায়।
আমি'ত র'য়েছি হেথা সে আছে কোথায়॥
সে ভালবেসেছে, কেঁদে চ'লে গেছে,
ফিরে আসে পাছে, দিয়েছি বিদায়;—
তবে কেন মন, করে জ্বালাতন,
কেন বা এখন সেথা যেতে চায়॥
সে'ত ছিল ভাল, একি কাল হ'ল,
পোড়া অশ্রুজল সতত গড়ায়।
বোঝে না ত মন, বোঝে কি নয়ন,
অভিমান কেন এসেছে ধরায়॥

দেল। দেলজান, তোমার হৃদয় এতদূর দুর্ব্বল! তুমি বাদসার দুহিতা, সে স্মরণ তো তোমার আছে? তবে কেন অস্থির হ'চ্ছো? তবে কেন তুমি সেই বণিকের আকাঙ্ক্ষা কর? কেন মনে হয় ছুটে গিয়ে তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা করি? হায়! আমার একটিবার দর্শন চেয়েছিল, আমি নিশ্চয় পাষাণে গঠিতা! নইলে, যে আপনার যথা সর্ব্বস্ব পণ ক'রে আমার প্রাণ বাঁচালে, তাঁকে নিরুদ্দেশ করলুম্! ছাই ঐশ্বর্য্যের অভিমানে ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি রহমনকে দেশত্যাগী করলুম্! হয়তো সে আমার জন্য হতাশ হ'য়ে জীবন বিসর্জ্জন ক'রেছে। কেন প্রাণ এত অস্থির হ'চ্ছে? কেন মনে হ'চ্ছে, তারই আমি, তার গৃহই আমার গৃহ! আমি ত বাদসার কন্যা নয়, এ রম্য উদ্যান বাটী ত আমার বাসের উপযুক্ত নয়! রহমনের সেই বাসাবাটীই আমার গৃহ। দেলজান, তুমিতো ম'রেছিলে, তুমি ত আর নেই, তোমার প্রাণ তুমি আপনি নাশ ক'রেছ! তবে এ অভিমান কেন? বাদসার কন্যা ব'লে এ গরব আর কেন? না—না পিতা! তোমার স্নেহ ভুলতে পারবো না, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, সে প্রতিজ্ঞা দেলজান রাখবে; দেখ পাষাণ অপেক্ষা কঠিন আমার প্রাণ!

(ফুলজানের প্রবেশ।)

দেল। ফুলজান! ফুলজান! সে ফকিরের সন্ধান পেয়েছ?

ফুল। তার সন্ধানে তোমার আর কি প্রয়োজন? তুমিত তাকে ভাসিয়ে দিয়েছ, তবে কেন তার আর অন্বেষণ কর? দেলজান! তোমার কি কঠিন প্রাণ জানি না! যে তোমায় পুনর্জ্জীবিতা

করলে, তাকে একটিবার দেখা দিতেও কি তোমার ইচ্ছা হ'লো না? দুনিয়ায় কি কৃতজ্ঞতা নেই? দেলজান! এ আচরণ তোমায় শোভা পায় না।

দেল। ফুলজান! তিরস্কার ক'রো না; কি ক'রে বুঝাব আমার অন্তরে কি আগুণ জ্বলছে? যদি তুমি আমার হৃদয় দেখতে পেতে, কখনই তিরস্কার করতে না। কি ক'রবো, বাদসা গণনায় জেনেছেন আমি বিদেশী বণিকের প্রণয়ে নৈরাশ্যে জীবন বিসর্জ্জন ক'রব, তাই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, কখন কোন পুরুষের অনুরাগিনী হব না। আমায় বল, খসরুসার কন্যা মতি হীনা হবে কেমন ক'রে?

ফুল। দেলজান! তুমি ম'রেছিলে, কে তোমায় বাঁচালে? খসরুশার কন্যা কি উপকারীকে উপেক্ষা করবে? তুমি বাদসার কন্যা ব'লে অভিমান কর? অভিমান কি কৃতজ্ঞতা হ'তে উচ্চ? দেলজান! তোমার অন্তঃকরণ যদি থাকে, তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমায় কত ভালবাসে!

দেল। ফুলজান! সত্য, এত ভালবাসা বুঝি দুনিয়ায় আর নাই! কিন্তু কি ক'রব, সে বড় দুঃখি! আমি তাঁর দুঃখ দূর করতে পারলেম না।

ফুল। দেলজান! শোন, বোধ হয় এতক্ষণ সে আর নাই। অকৃতজ্ঞ দুনিয়া হ'তে বিদায় নিয়েছে। আমি এত দিন প্রচ্ছন্ন থেকে তাকে কোনমতে খাওয়াতে পারিনি। হতাশ মনে উন্মাদ হ'য়ে সে দিবারাত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। আজও তার সন্ধানে গিয়েছিলুম; দেখি, সে আপনার কবর আপনি তৈয়েরি ক'রেছে। সেই কবরে দেহ রেখে ক্ষীণকণ্ঠে এখনও ব'লছে,

"দেলজান! দেখ, এখনও তোমায় ভুলতে পারছিনি।"
দেলজান! আর অভিমান ক'রো না! এস একবার তার মৃত্যুপাশে দাঁড়িয়ে দেখা দিয়ে যাও, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তোমার প্রতিজ্ঞা কি বড়? যদি গণনা সত্য হয়, ক্ষতি কি? মৃত্যুতে কি তুমি কাতর? দেলজান! কে মৃত্যুর হাত থেকে এড়ান পারে? এই মাটীর দেহ মাটীতে মিশিয়ে যাবে। তুমি বাদসার দুহিতা ব'লে, তোমার তখন আর অভিমান থাক্‌বে না। দেলজান! তার আসন্নকাল উপস্থিত! আমি তোমার পায়ে ধরছি চল, একবার তাঁকে দেখা দাও, সে তবু সুখে মরতে পারবে।

দেল। কি বল! কি বল! তার আসন্নকাল উপস্থিত! ফুলজান, ফুলজান, আর আমার অভিমান নাই; আর আমি দেলজান নই, চল, চল, আমায় দেখাও কোথায় সে! না, সে কখনই আমায় ছেড়ে যাবে না; আমি কখনই তাকে ম'রতে দেব না। চল! চল! ছাই অভিমান! পিতা! পিতা! গণনা সত্য, আর অবিশ্বাস নেই। চল, চল ফুলজান! সেই বণিক আমার প্রাণেশ্বর! আমি তাকে ছেড়ে কখনই থাক্‌তে পারব না।

ফুল। তবে এস! এখনও দেখা হ'লেও হ'তে পারে।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

সপ্তম-দৃশ্য।

কবর-স্থান।

(অদূরে কবর মধ্যে রহমন শায়িত
মহম্মদের প্রবেশ।)

মহ। কৈ সুন্দরী কোথায় গেল ! আমায় ব'লে এই স্থানে আমাদের মিলন হবে। এই খানেই সে আমায় স্বর্গীয় প্রেম দেখাবে। এখনও রাত্রি রয়েছে। এই রাত্র অন্তেই সেই নির্দ্দিষ্ট দিন ! এক বৎসর কি ক'রে কেটে গেল, তা ভাব্‌লে শরীর শিহরে উঠে ! আহা ! প্রাণেশ্বরী তোমার সঙ্গে মিলনে কি আনন্দ, কল্পনায় তার সীমা পাই না। যাই দেখি বোধ হয় অন্য পথ দিয়ে আস্‌ছে।

(ছুরীকা হস্তে রমজানীর প্রবেশ।)

রম। ছুঁড়ীটা রহমনকে ব'লে গেল, সে নিশ্চয় দেলজানকে নিয়ে আস্‌বে। আমি এই খানেই লুকিয়ে থাক্‌ব ; দেলজানের রক্ত ভিন্ন আমার ক্ষোভ মিট্‌বে না। স্বাদেক ! তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে রমজানী ম'র্‌বে না।

কবর হইতে রহমন। দেলজান !

রম। রহমন এখনও মরেনি ; ম'র্‌তে আর দেরি নাই ; নিশ্চয় দেলজান আস্‌বে ! আমার প্রতিহিংসা নিশ্চয় সাধন হবে। ও হো হো স্বাদেক ! কোথায় তুমি ! ঐ কারা আলো নিয়ে এ দিকে আস্‌ছে ; আমি এখন লুকাই !

[প্রস্থান।

(মশাল হস্তে দেলজান ও ফুলজানের প্রবেশ।)

ফুল। ঐ দেখ! বোধ হয় প্রাণ আর নাই! সাহেব! সাহেব! দেখ তোমার দেলজান এসেছে! দেলজান! দেলজান কি হ'ল! কৈ আরতো সাড়া পাচ্ছিনি। তুমি একবার ডাক।

দেল। ফুলজান! ফুলজান! আর কাকে ডাক্‌বো! কে উত্তর দেবে! হতভাগিনী দেলজান! তার সুখ ঈশ্বর লেখেন নি। রহমন! তোমার মমতা-শূন্য দেলজান তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে! একবার দেখ! একটী কথা কও। দেখ আর আমার অভিমান নেই, সব ভাসিয়ে দিয়ে তোমার জন্য ছুটে এসেছি। রহমন! তুমি দেলজানের প্রাণ! তোমায় ছেড়ে দেলজান কখন বাঁচবে না। প্রিয়তম! দাঁড়াও! তোমার দেলজানকে সঙ্গে নিয়ে যাও; যেখানে মান অভিমান নেই, যেখানে বাদসার কন্যা ব'লে দেলজানের অভিমান হবে না, যেখানে তোমায় আমায় দুজনে গলা ধ'রে থাক্‌তে পাব; চল সেইখানে যাবো; সেই স্থানে দেলজানকে তুমি ক্ষমা ক'র্‌বে। ফুলজান! তুমি প্রেমিকা, প্রেম তুমিই বুঝেছিলে, আমি পাপিষ্ঠা। ফুলজান! আমার মিনতি! এই কবরে প্রিয়তমের পাশে আমি শোব, তুমি মাটী চাপা দিও! কেউ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'লো এইখানে এক ডালের দুটী ফুল পোঁতা আছে। প্রাণেশ্বর! দেলজানকে ছেড়ে তুমি কখনই যাবে না; চল একসঙ্গে যাই; দেলজান নিশ্চয় তোমার সহ-মৃতা হবে।

গীত।

জানি তুমি একা রেখে যাবে না আমায়।
মনে মনে সঁপেছি মন আমি তো তোমায়॥
তোমারে ছাড়িয়ে বঁধু পারিব না রহিতে,
আছি প্রভু দাঁড়াইয়ে তব সনে যাইতে,
নিয়ে যাও, যাব আমি রব না আর এ ধরায়॥
মম মত কঠিনা ত, নহ তুমি তো এত,
তবে কেন ফেলে যাও আমারে এ দুনিয়ায়।
চল তবে যাই, মান অভিমান নাই হে যেথায়॥

(কবর হইতে রহমনের দুইটী হস্ত উত্তোলন।)

রহ। (ক্ষীণকণ্ঠে) দেলজান, তবে এস।

দেল। রহমন, প্রিয়তম!

(কবর মধ্যে লম্ফ প্রদান)

ফুল। কি ক'র্‌লে, কি ক'র্‌লে দেলজান?

দেল। (কবরের ভিতর হইতে) প্রেম-রাজ্যে চল্লুম!

ফুল। (কবরের নিকটে গিয়া) একি! সত্যই দেলজান আর নাই! আহা, কি স্বর্গীয় প্রেম! দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লে! দেলজান! দেলজান! এত প্রেম তোমার হৃদয়ে লুকান ছিল, আমি তা জান্‌তেম না! আহা সত্যই দুটী ফুল মাটিতে মিশিয়ে গেল।

গীত।

নিভে গেল দুটি আলো জ্বলেছিল এ ধরায়।
ফুটে ছিল দুটি ফুল মাটিতে ঐ মিশে যায়॥
যাও যাও যাও সেথা, প্রেমে বাধা নাই যেথা,
প্রেমিক প্রেমিকা সেথা বাঁধা রবে দুজনায়।
ফুরাল সকল জ্বালা, লীলা খেলা দুনিয়ায়॥

(মহম্মদের প্রবেশ।)

মহ। দেবি! সুপ্রভাত, দেখ আজ সেই শেষ দিন, কর সুখী?

(হস্ত ধারণ)

ফুল। সাজাদা, প্রিয়তম, দেখ এই সেই বিমল প্রেম, স্বর্গের মিলন!

মহ। এ কি! এরা কে?

ফুল। সাহাজাদী দেলজান; আর সেই উন্মাদ দরবেশ-বেশী সওদাগর।

মহ। গণনা সত্য! দেলজান আর নাই।
দেবি! অস্থির হৃদয়, দেহ তব পরিচয়?

ফুল। উজিরের কন্যা নাম মম ফুলজান,
দাসী আমি তব।

মহ। তুমি প্রাণ আমার।

(আলিঙ্গন।)

(আজেদ্‌বক্স, খস্‌রুসা, বেজাদ খাঁ, হাতেম, সৈনিকগণ, ওমরাহগণ ইত্যাদির প্রবেশ।)

আজেদ। জনাব, দেখুন আমার গণনা সত্য, এই আমার কন্যা।

ফুল। পিতা, পিতা, দেলজান আর দুনিয়ায় নাই।

খস্‌রু। উজীর, উজীর, তুমি আমায় মাফ কর; আমি তোমার গণনায় অবিশ্বাস ক'রেছিলুম। উঃ খোদা! এত মর্ম্ম বেদনা বাদসার অদৃষ্টে লিখে ছিলে। (মস্তকে হস্ত দিয়া উপবেশন)

বেজাদ। খামিন; কাতরতায় কিছু ফির্‌বে না।

খস্‌রু। না কাতরতায় আর আমার কি ক'র্‌বে? দেখ, চ'খে এক-বিন্দু জল নেই। ওমরাহগণ! তোমরাও আমায় ক্ষমা কর, বাদসা তোমাদের নিকটও অপরাধি।

ওম-গণ। জনাব, আমরা আপনার গোলাম।

(রমজানীকে লইয়া দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।)

বেজাদ। এ কি! এ আবার কে?

সৈনিক। জনাব, এই আউরত্ কবরের পাশে ছুরি হাতে ক'রে লুকিয়ে ব'সে ছিল, পরিচয় জিজ্ঞাসা করলুম, বলে বাদসার নিকট ব'লবে।

বেজাদ। তুমি কি জন্য গোপনে অস্ত্রধারী হ'য়ে লুক্কায়িত ছিলে? এই বাদসা রয়েছেন, তুমি সত্য কথা বল।

রম। আমি দেলজান্‌কে খুন ক'র্‌তে এসেছিলুম, তা আর ক'র্ত্তে হ'ল না, সে আপনিই ম'ল, আর আমার রাগ নেই। আমার পরিচয় শুন্‌বেন? শুনুন, আমি সেই স্বাদেককে বড় ভাল-

বাসতুম, সে যা ব'লতো তাই ক'রতুম, এই দেলজান ছল ক'রে নিদ্রিত অবস্থায় তাকে বিনাশ ক'রতে হুকুম দিয়েছিল; তাই তার প্রাণনাশের জন্ত এখানে এসে লুকিয়েছিলুম। বাদসা! বাদসা! আমায় ফাঁসির হুকুম দিন, নইলে আমি স্বাদেককে ভুলতে পারব না, রমজানী স্বাদেকের নিকট নিশ্চয় যাবে।

খসরু। দাও ওকে ছেড়ে দাও, ও নির্দ্দোষী।

(সৈনিকদ্বয়ের রমজানীকে পরিত্যাগ।)

রম। ফাঁসিতে মরা হ'ল না, ফাঁসিতে মরা হ'ল না, হাঃ হাঃ রমজানী ম'রতে জানে। [প্রস্থান।

খসরু। ওহো দেলজান! তুমি গেলে, তোমার স্মৃতিটুকু নিয়ে যাও। বেজাদ! এইখানে উচ্চস্তম্ভ নির্ম্মাণ ক'রতে আদেশ দাও, লিখে দাও, এই যথার্থ ভালবাসা। চল, এ দৃশ্য আমার অসহনীয়। বেগম! তোমার সম্বল তুমি আপনিই নিলে।

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

—o—

প্রেম-রাজ্য।

আলিঙ্গনাবদ্ধ দেলজান ও রহমন।

পরীগণ।

গীত।

কেউ দেখেছ কি এমন প্রেম দুনিয়ায়।
এমন চ'খে চ'খে, মুখে মুখে বুকে বুকে মিশে যায়॥
তুমি যারে ভালবাস,
এম্‌নি ক'রে বুকে নিয়ে এম্‌নি ক'রে হাস,
তুলে নাও এই হাসিটী, নিয়ে যাও এই হাসিটী,
ঘরে গিয়ে এই হাসিটী হেস ;
দেখে যাও ভালবাসা, শিখে যাও ভালবাসা,
ঘরে গিয়ে এম্‌নি ভালবেস।
বল না সত্য কিনা ? আছে কি এর তুলনা ধরায় ?
দেখে যাও, দেখ্‌তে এস, যারে ভালবাস,
দেখ্‌তে ব'ল তায়॥

—

যবনিকা পতন।